চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 111 Thursday, 23 March, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১১১ সংখ্যা ✱ ৮ চৈত্র, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

আমি খুশি হয়েছি, জমি দেখেছি, পছন্দ হয়েছে

পুরীতে বাংলার গেস্ট হাউসের জমি দেখে আপ্লুত মমতা

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে মন্দিরের তরফে একটি জগন্নাথের মূর্তিও উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। মমতা ভূয়সী প্রশংসা করেন মন্দিরে সেবায়েতদের। জানান, পুরীর মন্দির বাঙালির কাছে কতটা আপন!

পুরী, ২২মার্চঃ বাঙালিদের পর্যটনের তালিকার মোটামুটি উপরের দিকেই থাকে পুরী। তাই ভিন রাজ্যে বাঙালির সুবিধার্থে পুরীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেস্ট হাউস তৈরির ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি এক প্রশাসনিক সভা থেকেই পুরীতে রাজ্যের গেস্ট হাউস তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন মমতা। এর মধ্যেই আবার তিনদিনের সফরে গিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর সফরের দ্বিতীয় দিনে নিজেই গেস্ট হাউস তৈরির জমি সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন। জমি পছন্দ হয়েছে বলে ভাঙা ভাঙা ওড়িয়া ভাষায় তিনি জানালেন, ‘‘খুশি আছুন্তি, জমি দেখুন্তি।’’ কয়েক মাস আগেই এই গেস্ট হাউস তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের পূর্ত দফতরের আধিকারিক ও অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে এই পরিকল্পনার বিষয়ে জানতেও চেয়েছিলেন। এবার নিজেই সরেজমিনে সেই জমি খতিয়ে দেখে চিহ্নিত করতে গেলেন মমতা। জমি চিহ্নিত করার জন্য পুরীর জেলাশাসক ও মুখ্য সচিব তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন। তিনি এর জন্য ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীণ পট্টনায়েককে ধন্যবাদও জানান। জমি খতিয়ে দেখে তা পছন্দও হয়েছে বলে জানিয়েছেন মমতা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওড়িয়া ভাষায় তিনি বলেন, ‘‘জমি দেখুন্তি, খুশি আছুন্তি। কাল নবীনজির সঙ্গে মিলুন্তি।’’ তিনি জমি পরিদর্শন করে আরও বলেন, ‘‘জায়গা আমার পছন্দ হয়েছে। এখানে নয়া বিমানবন্দর হবে। একটা সেতুও হচ্ছে এখানে। আপনাদের জানা আছে, বাঙালি পর্যটক এখানে সারাবছর আসে। কখনও কখনও ওদের থাকার জায়গা পাওয়া যায় না।’’ তিনি বলেছেন, রথে ও স্নানযাত্রায় এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন। সেই সময় অনেক ক্ষেত্রেই হোটেলে জায়গা পাওয়া যায় না। তাই তিনি এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি গেস্ট হাউস করতে চান। আর জমির বিষয়ে আগামিকাল নবীণ পট্টনায়েকের সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। প্রসঙ্গত, গতকালই ওড়িশার উদ্দেশে উড়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়শি রাজ্যে তিনদিনের ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে গিয়েছেন তিনি। গতকাল তিনি ভুবনেশ্বরেই রাত কাটান। আজ পুরীতে গিয়েছেন। জগন্নাথ মন্দিরে আজ পুজোও দেন মমতা। ঘুরে দেখেন গোটা মন্দির চত্বর। খোশমেজাজে আড্ডা জমান সেবায়েত, কর্মীদের সঙ্গে। পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসতেই মমতাকে ঘিরে ধরে সংবাদমাধ্যম। মাইক হাতে তুলে নেন মমতা। তার আগে তাঁকে পরানো হয়েছে পুরীর মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী উত্তরীয়। মাথায় তখনও পুজোর টিকা। মমতা বলেন, ‘‘মা-মাটি-মানুষের জন্য পুজো দিয়েছি। আমি চাই সকলে ভাল থাক। সুখে থাক। জীবনে আনন্দ আসুক।’’ পাশাপাশি পুরীর মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ যে ধ্বজা, সেই পতাকা তোলাও নিজের চোখে দেখেছেন তিনি। মমতা জানান, পুরনো ধ্বজাটি তাঁকে দিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। আর তাঁর নিয়ে যাওয়া ধ্বজাটি তোলা হয়েছে মন্দিরের মাথায়। এ জন্য তিনি মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। এর মধ্যে আগামিকাল ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীণ পট্টনায়েকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কথা রয়েছে তাঁর।

অ্যাডিনো ভাইরাস সন্দেহে একরাতেই ৬ শিশুর মৃত্যু!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চঃ অ্যাডিনো ভাইরাস আতঙ্ক ক্রমশ বাড়াচ্ছে রাজ্যজুড়ে শিশুমৃত্যু। গতকাল রাত ন’টা থেকে আজ ফুলবাগান বি সি রায় শিশু হাসপাতালে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়াজনিত উপসর্গ নিয়ে ছয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। যা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে চিকিৎসকদের মধ্যেও। মৃত্যু হয়েছে নদিয়া রানাঘাটের বাসিন্দা নয় মাসের শিশুপুত্রের। পরিবারের দাবি অ্যাডিনো আক্রান্ত ছিল ওই শিশু। গত ৫ দিন ধরে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিল শিশুটি। গতকাল রাত ১টা নাগাদ মৃত্যু হয়েছে তার। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের বাসিন্দা ২১ মাসের এক শিশুকন্যারও মৃত্যু হয়েছে। জ্বর, শ্বাসকষ্ট-সহ এডিনোভাইরাস উপসর্গ নিয়ে প্রথমে বারাসত হাসপাতাল পরে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে। গত ১৫ মার্চ থেকে বি সি রায় হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিল ওই শিশুটি। একই উপসর্গে মৃত্যু হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁর বাসিন্দা ১১ মাসের শিশু পুত্রের। জ্বর, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া নিয়ে প্রায় ৪ দিন ধরে এইচ ডি ইউ তে ভর্তি ছিল ১১ মাসের ওই শিশু। বি সি রায় হাসপাতালে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ চাঁদপাড়ার বাসিন্দা সাড়ে চার মাসের শিশু কন্যার মৃত্যু হয়েছে এই একইভাবে। এরও জ্বর, শ্বাসকষ্ট ছিল। জন্মের পরই নানাবিধ শারীরিক সমস্যা ছিল, আইসিইউ-তে বাচ্চাটি ছিল গত ৬ দিন ধরে। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির বাসিন্দা দেড় বছরের শিশুপুত্র, ৬ দিন ধরে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিল, জ্বর, খিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট ছিল শিশুটির। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ৪ দিন আগে খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় বি সি রায়-এর আইসিইউতে ভর্তি করা হয় শিশুটিকে। তাকেও বাঁচানো যায়নি। উত্তর ২৪ পরগনার বড় জাগুলিয়ার বাসিন্দা তিন বছরের শিশুপুত্রেরও মৃত্যু হয়েছে একাধিক একই উপসর্গে। শিশুটি এডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত ছিল বলে দাবি পরিবারের।

গ্রুপ সি-র চাকরিহারাদের আর্জি শুনল না হাইকোর্ট, নিয়োগ চলবে শূন্যপদে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চঃ এসএসসির গ্রুপ সি-র চাকরিতে শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু নিয়োগের জন্য কাউন্সেলিংয়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মীরা। কিন্তু কাউন্সেলিংয়ে স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার আদালতের এই নির্দেশের ফলে গ্রুপ সি-র শূন্যপদে কর্মী নিয়োগে আর কোনও বাধা রইল না। এর আগে অবৈধ নিয়োগের অভিযোগে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছিলেন এসএসসির গ্রুপ সি-র ৮৪২ জন কর্মী। আদালত বলেছিল, এর ফলে যে শূন্যপদ তৈরি হয়েছে, তাতে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। আদালতের নির্দেশ মেনে প্রার্থীদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল এসএসসি। কিন্তু সেই কাউন্সেলিংয়ে স্থগিতাদেশ দাবি করেন চাকরিহারারা। এদিন আদালতে চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মীদের আইনজীবী সিবিআইয়ের উদ্ধার করা ওএমআর শিট নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ওই শিটগুলি যে বিকৃত করা হয়নি, তার নিশ্চয়তা কোথায়-প্রশ্ন তাঁর। এর উত্তরে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানা, ওএমআর শিট শুধুমাত্র কোনও স্ক্যানড কপি নয়, এতে অনেক জটিল প্রযুক্তি থাকে। ‘‘ওএমআর কোনও সাধারণ কাগজের টুকরো নয়। এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ প্রযুক্তি রয়েছে। এর সঙ্গে একটা আনসার স্ট্রিং থাকে। যারা দ্বারা এর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। ওএমএর এসএসসির অফিসে স্ক্যানও করা হয়,’’ আদালতে জানিয়েছেন তিনি। চাকরি খোয়ানো কর্মীদের অন্য এক আইনজীবী এদিন এসএসসি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং জেলা স্কুল পরিদর্শকের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন। ‘সবাই’ তো এদের অনুমতি নিয়েই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। সবার ভূমিকাই খতিয়ে দেখা উচিত,’’ দাবি তাঁর। এদিন শুনানিতে চাকরিহারাদের আইনজীবী পার্থ দেববর্মণ বলেন, ‘‘গেম ইজ অন, খেলা হবে।’’ তবে সেই শব্দবন্ধ প্রত্যাহার করার কথা বলেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার।

পুরসভার চাকরিতে নতুন নিয়ম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মধ্যেই পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির বিষয় সামনে এসেছে। অয়ন শীলের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত ৪০০-র বেশি ওএমআর শিট। অভিযোগ, রাজ্যের ৬০ পুরসভায় পাঁচ হাজার বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। এ ব্যাপারে বুধবার রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এদিন জানিয়েছেন, পুরসভাগুলিতে গ্রুপ ডি নিয়োগের ক্ষেত্রে এবার নতুন নিয়ম চালু হবে। ববির কথায়, গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের পুরোটাই হবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে। একটি কমিটি গড়ে জেলাশাসক এই নিয়োগ প্রক্রিয়া মনিটর করবেন। অন্যান্য নিয়োগ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হবে।এই যে ভুয়ো নিয়োগ হয়েছে, এ নিয়ে কি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর পৃথকভাবে তদন্ত করবে? জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘‘আমাদের কোনও কিছু জানা নেই। একটা তদন্ত হচ্ছে। তারমধ্যে আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু করছি না।’’ সেইসঙ্গে তিনি এও বলেন, পুর নিয়োগে যা যা দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে সে ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। অভিযোগ, এই অয়ন শীল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তা ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে সমন্বয় করেই পুরসভায় নিয়োগে বিপুল দুর্নীতি করেছিলেন।

‘পারলে তৃণমূলের কিছু বিধায়ক টেনে নেব’ শপথ নিয়েই শাসককে হুঁশিয়ারি বাইরনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চঃ ফোনে শাসানি ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই বুধবার বিধানসভায় সাগরদিঘির বিধায়ক হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করলেন বাইরন বিশ্বাস। ভোটে জেতার ২০ দিন পর আজ শপথ নিলেন বাইরন। বিধানসভায় তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করালেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, গত ২ মার্চ সাগরদিঘির উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছিল। তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস। কেন বাইরনের বিধায়ক পদে শপথ নিতে এতদিন দেরি হচ্ছিল, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। এরই মধ্যে একটি ফোন রেকর্ডিংও প্রকাশ্যে এসেছিল, যেখানে এক ব্যক্তিকে অকথ্য গালিগালাজ ও হুমকি দিতে শোনা যাচ্ছিল। দাবি করা হচ্ছিল, যিনি গালি ও হুমকি দিচ্ছিলেন, তিনি বাইরন বিশ্বাস। যদিও সেই ফোন রেকর্ডিং-এর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। আর এইসব বিতর্কের মাঝেই এবার বিধায়ক পদে শপথ নিলেন বাইরন। এদিন বিধানসভায় শপথ নেওয়ার পরই কার্যত বোমা ফাটালেন কংগ্রেস বিধায়ক। বুঝিয়ে দিলেন, তৃণমূলে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। উল্টে, পারলে তৃণমূলের থেকে লোক নিয়ে আসবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। জানালেন, তৃণমূলের বহু মন্ত্রীর সঙ্গেই তাঁর কথা হয়। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। বাইরনের বক্তব্য, কার সঙ্গে কার আঁতাত রয়েছে, তা মানুষ বোঝেন। উল্লেখ্য, এদিন বাইরনের শপথ নিয়ে বিজেপি শিবির থেকে তাঁকে শুভেচ্ছাও জানানো হয়েছে। এবার কি বিধানসভায় বিজেপির

সঙ্গে কক্ষ সমন্বয় করবেন বাইরন? প্রশ্ন করা হলে সাগরদিঘির কংগ্রেস বিধায়ক বললেন, ‘‘বিজেপি শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। কিন্তু তাই বলে, রাজনৈতিকভাবে ওদের সঙ্গে জোট করার কোনও পরিকল্পনা নেই। আমাদের বাম-কংগ্রেসই যেমন ছিল, সেটাই ভাল আছে।’’ বাইরন বিশ্বাসের বক্তব্য, ‘‘পাবলিক আর বোকা নেই। কার সঙ্গে কার আঁতাত রয়েছে, মানুষ সব বোঝে। তৃণমূলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। আমি পারলে তৃণমূলের আরও কিছু বিধায়ককে টেনে নেব।’’ কংগ্রেস বিধায়কের দাবি, ‘‘শুভেন্দুদার সঙ্গে আমার কথা হয়। তাতে কী হয়েছে? তৃণমূলের অর্ধেকের বেশি মন্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। আগে কথা হত। ইদানিং কথা হয় না। সবার সঙ্গেই সুসম্পর্ক রয়েছে।’’ প্রসঙ্গত একুশের বিধানসভা ভোটের নির্বাচনী আসন সমঝোতায় সংযুক্ত মোর্চা গড়েছিল বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ। সেই সংযুক্ত মোর্চার তরফে বিধানসভায় একমাত্র প্রতিনিধি ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। বর্তমান রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে গ্রেফতারি পরবর্তী সময় থেকে সর্বাধিক চর্চিত বিধায়কদের মধ্যেও একজন তিনি। তাহলে কি আগামীতে নওশাদের সঙ্গে সমন্বয় করে বিধানসভায় কাজ করবেন বাইরন? প্রশ্ন করায় কংগ্রেস বিধায়ক অবশ্য বিষয়টি পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বলছেন, ‘‘এখনও আলোচনা হয়নি। পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত হবে।’’

গরুপাচার কাণ্ডে বিরাট মোড়! সিবিআই নয়, এবার আসরে সিআইডি, নজরে সাগরদিঘি

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২২ মার্চঃ গরুপাচার কাণ্ডের তদন্তে হাটের মিডিলম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব সিআইডি-র। সাঘরদিঘি এলাকায় হাটের সঙ্গে যুক্ত শেখ সাদিকুলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিআইডি নোটিশ দেয়। বুধবার বহরমপুরে সিআইডি অফিসে আসেন সাদিকুল। এনামুলের মিডলম্যান হিসেবে কাজ করত জেনারুল। সিআইডি-র হাতে গ্রেফতার জেনারুলের থেকেই এই সাগরদিঘির মিডলম্যানের নাম পাওয়া যায়। ২০১৯ সালে বিএসএফের খোয়ারে আনক্লেইমড গরু পাচারের ঘটনায় যুক্ত। সেই ঘটনায় আজ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব সিআইডি-র। বীরভূম থেকে আসার গরু সাগরদিঘি হাটে নিয়ে আসত এবং এরপর সেখান থেকে বাংলাদেশে পাচার হত। গরু পাচার কাণ্ড নিয়ে এখন রাজ্য-রাজনীতি সরগরম। সিবিআই গ্রেফতার করেছিল অনুব্রত মণ্ডলকে, এরপর তাঁকে হেফাজতে নিয়ে দিল্লি নিয়ে যায় ইডি। বর্তমানে তিনি তিহাড় জেলে রয়েছেন। এরই মাঝে সিআইডি গ্রেফতার করে এনামুল ঘনিষ্ঠ জেনারুল শেখকে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। এই রঘুনাথগঞ্জেই জেনারুল শেখের বাড়ি। কে এই জেনারুল শেখ? সিআইডি সূত্রে খবর, এই জেনারুল শেখ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গরুপাচার করত। এমনকী ওই সীমান্ত বিএসএফের একাংশের সহযোগিতায় ওই গরুগুলিকে পাচার করা হতো। আর এই কাজে এনামুলের সঙ্গে জেনারুলের যোগসূত্র ছিল। আর সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা রোজগার করত এই জেনারুল শেখ। সেই জেনারুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই শেখ সাদিকুলের খোঁজ পায় সিআইডি।

রাহুল-আদানি বিতর্ক

মাঝপথে বন্ধ করার ভাবনা সংসদ অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চঃ সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশন আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত চলার কথা। কিন্তু ৩১ মার্চেই তা ইতি টেনে দেওয়া হতে পারে। বিজেপির একাধিক সূত্র থেকে এমন আভাস মিলেছে। বিরোধী দলগুলিও তেমন আশঙ্কা করছে। বিগত সপ্তাহের মতো গত দু’দিন সংসদের দুই কক্ষে তুমুল হট্টগোল চলে। তারই মধ্যে সরকার লোকসভায় দুটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের জন্য সংসদের অনুমোদন নিতে এই বিল পাশ করানো বাধ্যতামূলক। সরকারের কাছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ফিন্যান্স বিল পাশ করানো। তারজন্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় আছে। ফিন্যান্স বা অর্থ বিল পাশ না করালে ১ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার একটি টাকাও খরচ করতে পারবে না। মনে করা হচ্ছে আজকালের মধ্যে ফিন্যান্স বিল ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে নিয়ে সংসদের অধিবেশন আগাম বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ, রাহুল গান্ধি এবং আদানি বিতর্ক নিয়ে শাসক দল বিজেপি ও সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলগুলির কোনওরকম সমঝোতার রাস্তা খোলা যায়নি। বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র মঙ্গলবার রাহুলকে এ যুগের মিরজাফর বলে দেগে দিয়ে বিরোধ আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। বিজেপির দাবি, ‘দেশে গণতন্ত্র নেই’, লন্ডনে বলা এই কথার জন্য রাহুল গান্ধিকে সংসদে দাঁড়িয়েই ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ১৮টি বিরোধী দলের দাবি, আদানি ইস্যুতে সরকারকে সংসদের যৌথ তদন্ত কমিটি গড়তে হবে। শাসকদলের অনেকের আশঙ্কা, জেপিসি হলে সরকারের সঙ্গে আদানিদের সম্পর্কের অনেক অজানা তথ্য সামনে চলে আসবে যা শুধু বিরোধীদের হাত শক্ত করবে তাই-ই নয়, দেশের বণিক মহলের সামনেও সরকারের অস্বস্তি বাড়বে। সরকার কিছুতেই এই দাবি তাই মানতে রাজি নয়। ওই দাবিতে মঙ্গলবার সংসদের করিডরে বিরোধীরা বিক্ষোভ মিছিল করে যার নজির কমই আছে। জেপিসি ছাড়া তারা পিছু হটবেন না, এই বার্তা দিতেই গতকাল করিডরে মিছিল করে বিরোধী দলগুলি। আলাদা মিছিল করে তৃণমূল। পাশাপাশি কংগ্রেসও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, রাহুল গান্ধি ক্ষমা চাইবেন না। এখন দেখার সভায় তাঁকে বলতে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে স্পিকার ওম বিড়লাকে লেখা রাহুলের চিঠির বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয় কি না।

আধার-ভোটার কার্ড সংযোগের সময় বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চঃ আধারের সঙ্গে ভোটার কার্ডকে যুক্ত করার জন্য আরও এক বছর সময় পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে। আগে ঠিক ছিল আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই কাজ করা যাবে। এখন সুযোগ মিলবে ২০২৪-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত। গত বছর থেকে আধার নম্বরের সঙ্গে ভোটার পরিচয়পত্রের নম্বরকে যুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে দেশে। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত? নির্বাচন কমিশন মনে করছে, ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করার কাজে এই সংযোগে বাড়তি সুবিধা হবে। একজন নাগরিকের দুটি পৃথক বিধানসভা বা একই বিধানসভা এলাকায় দুটি আলাদা বুথে নাম আছে কি না আধার সংযোগের ফলে সহজে তা চিহ্নিত করে ফেলা যাবে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে। এই সংযোগের আগেও এই ভাবে ভুয়ো নাম বাদ দিত কমিশন। সংযোগের পর তা প্রায় একশো শতাংশ সম্পন্ন হবে বলে কমিশনের ধারণা। এছাড়া নাগরিকদের লাভ হল, কোনও মামলা মোকদ্দমা, সম্পত্তি বিবাদ ইত্যাদিতে নাম-পরিচয় নিয়ে জটিলতা দূর করতে সহায়তা করবে এই সংযোগ। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, নাগরিকেরা নিজেরাই এই সংযোগের কাজটি ঘরে বসে করে নিতে পারেন। এ জন্য প্রথমে ন্যাশনাল ভোটারস সার্ভিস পোর্টাল খুলতে হবে। তাতে লগ-ইন করার পর ভোটার তালিকায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে নিজের নামের জায়গায় আধার কার্ডের নম্বর যোগ করতে হবে। সংযোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর বা ই-মেলে ওটিপি আসবে। এছাড়া, স্থানীয় বুথে নির্বাচন কমিশন মাঝেমধ্যে শিবির চালু করে। ভোটাররা সেখানে গিয়েও হাতে হাতে সংযোগ সেরে নিতে পারেন। তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই সংযোগ বাধ্যতামূলক নয়। সংযোগ না করালে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড অচল হয়ে যাবে না। ভোটদানেও কোনও সমস্যা হবে না ভোটারের।

অয়নের সঙ্গে কী সম্পর্ক, কেন লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন? প্রকাশ্যে এসে মুখ খুললেন শ্বেতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চঃ কুন্তল, শান্তনুর পরে অয়ন শীলেরও টলিউড যোগের প্রমাণ এসেছে ইডি আধিকারিকদের হাতে। যোগ রয়েছে ইম্পার সঙ্গেও। এবার ইডি-র হাতে আরও বড় চাঞ্চল্যকর তথ্য। চাকরি চুরির টাকাতেই সিনেমা বানিয়েছিলেন অয়ন শীল। অয়নের সংস্থা ‘এবিএস ইনফোজোন প্রাইভেট লিমিটেড’ বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগের টেন্ডার পেতেন। সেই সংস্থাই ছিল ‘কাবাড্ডি কাবাড্ডি’ সিনেমার প্রযোজনার দায়িত্বে। ওই ছবিতেই ডেবিউ করেছিলেন অয়নের বান্ধবী শ্বেতা চক্রবর্তী। আর প্রথম সিনেমাতেই মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন অয়ন-বান্ধবী। ইডি-র কাছে সে খবরই এসেছে। নামকরা অভিনেত্রী না হওয়া সত্ত্বেও প্রথম ছবিতে যে টাকা পাওয়ার কথা, তার থেকে অনেক বেশি টাকা নিয়েছিলেন শ্বেতা। অন্তত তাঁর ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট তাই বলে। ব্যাঙ্কের নথি ঘেঁটেই গোটা বিষয়টি জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এবিএস ইনফোজোন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা হিসাবে হুগলির ঠিকানায় নথিভুক্ত থাকলেও এই সংস্থার মাধ্যমেই প্রযোজনার কাজ শুরু হয়েছিল। অফিস দেখানো হত সল্টলেকের এফডি ব্লকের ঠিকানায়। এই প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে টিভি সিরিয়াল বানাতেও চলেছিলেন অয়ন। সূত্রের খবর, ২০২০ সালে টিভি সিরিয়াল প্রোডাকশনে ব্যবসার জন্য একটি সংস্থার সঙ্গে অযনের সংস্থার মউ স্বাক্ষর হয়। এসবের মাধ্যমেই কালো টাকা সাদা করার চেষ্টায় ছিলেন। আউটডোর শুটিং এর জন্য ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতিকে চিঠি দেওয়া হয়। এখানেই শেষ নয়, কুন্তল ঘোষের মতোই ইম্পার সঙ্গেও অয়নের যোগাযোগ ছিল বলে দাবি ইডির। ইডি আধিকারিকদের কাছে এসেছে একটি গাড়ি কেনার মানি রিসিপ্টও। শুধু অয়নেরই নয়, তিনি যে গাড়ি উপহার হিসাবে শ্বেতাকে দিয়েছিলেন, তারও মানি রিসিপ্ট পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। আসলে অয়নের নামে যে তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা রয়েছে, তা আসলে সিনেমা বানাত। সেটারই অফিস করা হয়েছিল সল্টলেকে। যেখানে ৩৭ ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়ে দুর্নীতির একাধিক নথি হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এদিন সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলে শ্বেতা দাবি করলেন, নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। অয়ন শীলের সঙ্গে তাঁর ২০১৭-১৮ সাল থেকে পরিচয় বলে দাবি করেছেন শ্বেতা। তদন্তে নেমে ইডি জানতে পেরেছে, অয়ন শীলের অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক দফায় লক্ষ লক্ষ টাকা শ্বেতার অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। এ দিন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্বেতা। তিনি দাবি করেছেন, চুঁচুড়ায় অয়নের থেকে তিনি একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য চুক্তি করেছিলেন। সেই ফ্ল্যাটের দাম বাবদ তিনি অয়নকে টাকাও দিয়েছিলেন। শ্বেতার দাবি, ‘‘আমি ওনার থেকে ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। টাকা দিয়েছিলাম। সেই ফ্ল্যাট পরবর্তী সময়ে আমি রেজিস্ট্রি করিনি। সেই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছি। সেই টাকাই উনি ফেরত দিয়েছেন। সব কাগজ আমার কাছে আছে।’’ সল্টলেকে অয়ন শীলের অফিসে শ্বেতা চক্রবর্তীর গাড়ির নথিও ইডি পায় বলে খবর। যদিও শ্বেতার দাবি, তিনি অয়ন শীলের প্রোডাকশন হাউজের হয়ে কবাড্ডি কবাড্ডি সিনেমা এবং একটি শর্ট ফিল্মে অভিনয় করেছিলেন। তারই পারিশ্রমিক বাবদ অয়ন তাঁকে হন্ডা সিটি-র মতো দামি গাড়ি চড়তে দিয়েছিলেন। শ্বেতা বলেন, ‘‘গাড়িটা উনি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। গাড়িটা পারিশ্রমিক বাবদ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। কারণ সিনেমার শ্যুটিংয়ের জন্য আমার এদিক ওদিক যেতে হত।’’ শ্বেতার দাবি, সিনেমায় অভিনয়ের জন্য অয়ন শীলের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি হয়েছিল তাঁর। শ্বেতা দাবি করেছেন, ২০১৭ সাল থেকে অয়ন শীলের সঙ্গে পরিচয় তাঁর। পঞ্চায়েতের অফিসে কাজ করতে গিয়েই দু’জনের আলাপ। অয়নের স্ত্রীকেও তিনি চেনেন বলে জানিয়েছেন শ্বেতা। যদিও তাঁর দাবি, অয়ন তাঁকে ৫৫ লক্ষ টাকা দেননি। তার তুলনায় অনেক কম টাকা দিয়েছেন। পুরোটাই ফ্ল্যাটের দাম বাবদ তিনি অয়নকে দিয়েছিলেন। শ্বেতা জানিয়েছেন, সমস্ত নথিই তাঁর কাছে আছে। ইডি ডাকলেই হাজিরা দেবেন তিনি।

৬০ পুরসভায় দুর্নীতি! তদন্ত চেয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতির পর এখন চর্চায় পুর-দুর্নীতি। ইডি-র হাতে গ্রেফতার হওয়া অয়ন শীলের সংস্থার হাত ধরেই রাজ্যের একের পর এক পুরসভায় নিয়োগ হয়েছে, আর সেই সব নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে বলেই দাবি করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এবার সেই ইস্যুতেই কেন্দ্রকে চিঠি দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, পুর দুর্নীতির তদন্ত যাতে বাংলায় কেন্দ্রীয় দল পাঠানো হয়, তার জন্যে আবেদন জানাচ্ছেন তিনি। কেন্দ্রের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে চিঠি লিখেছেন সুকান্ত মজুমদার। এর আগে মিড ডে মিল ও আবাস যোজনার কাজ খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসেছিল কেন্দ্রের টিম। এবার পুর দুর্নীতির তদন্তেও কি কেন্দ্রীয় দল? এই বিষয়ে অবশ্য চিন্তিত নন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর দাবি, কাজ হচ্ছে স্বচ্ছতার সঙ্গেই। সুকান্ত মজুমদারের দাবি, নগরোন্নয়ন মন্ত্রক দেশের পুরসভাগুলিকে টাকা দেয়। এ রাজ্যের পুরসভাগুলিও টাকা পায় কেন্দ্র থেকে। তাই এ ব্যাপারে কেন্দ্রের অবগত থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি। বিজেপি সাংসদ বলেন, ‘‘৬০টি পুরসভায় নিয়োগ হয়েছে। তৃণমূলের নেতাদের টাকা না দিয়ে কেউ চাকরি পায়নি, একজনও নয়। এ ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্তের টিম পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি কেন্দ্রের কাছে।’’

চৈত্র নবরাত্রির শুভারম্ভ, বৈষ্ণোদেবী-সহ দেশের বিভিন্ন মন্দিরে পূজার্চনা পুণ্যার্থীদের

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃচৈত্র নবরাত্রি উৎসবের শুভারম্ভ হল বুধবার থেকে। আগামী ৩০ মার্চ, বৃহস্পতিবার ৯ দিন ব্যাপী এই চৈত্র নবরাত্রির সমাপ্তি হবে। অশুভের বিরুদ্ধে শুভ জয়কেই এই উৎসব সুচীত করে। উৎসবের শেষ দিনটি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি, রাম নবমী হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। চৈত্র নবরাত্রি দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের দিন হিসেবে পালিত হয়। ৯ দিন ব্যাপী এই উসবে দেবী দুর্গা ৯ টি রূপে পূজিত হয়ে থাকেন।চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিন, বুধবার সকাল থেকেই বারাণসী, বৈষ্ণোদেবী, কামাখ্যা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দিরে পূজার্চনা করেন পুণ্যার্থীরা। বারাণসীর দুর্গা মন্দিরে চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিনে রীতি মেনে পূজার্চনা করেন পুণ্যার্থীরা। জম্মু-কাশ্মীরের কাটরার বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পূজার্চনা করেছেন ভক্তরা। চিত্র নবরাত্রি উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে নবরাত্রির শুভেচ্ছা। শ্রদ্ধা ও ভক্তির এই শুভ মুহূর্ত সমস্ত দেশবাসীর জীবনকে সুখ, সম্পদ ও সৌভাগ্য দিয়ে আলোকিত করুক। নবরাত্রি ছাড়াও এদিন উগাদি, গুড়ি পাডওয়া, নবরেহ, চেতি চাঁদ এবং সজিবু চেরাওবা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বায় উড়তে দেখা গেল ড্রোন! বিএসএফ গুলি করতেই রাতের অন্ধকারে উধাও

জম্মু, ২২ মার্চ ঃভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ড্রোনের গতিবিধি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ড্রোন উাতে দেখল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ড্রোনটি দেখতে পাওয়া মাত্রই বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান, সম্ভবত ড্রোনটি উধাও হয়ে গিয়েছে। তল্লাশি চালানোর পর ড্রোনটি পাওয়া যায়নি বলেই জানা গিয়েছে।বিএসএফ জানিয়েছে, বুধবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ সাম্বা জেলার রামগ। সাব-সেক্টরের চামলিয়াল বর্ডার আউট পোস্ট এলাকায় আকাশে লাল আলো জ্বলতে দেখা যায়। তক্ষণা ওই আলো লক্ষ্য করে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। পরে ওই এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। বিএসএফ জওয়ানরা মনে করছেন, ড্রোনটি পাকিস্তানের দিকে ফিরে গিয়েছে।

ব্রিটিশ হাইকমিশনের বাইরে থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ব্যারিকেড, কিছুই বললেন না মুখপাত্র

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃদিল্লিতে ব্রিটিশ হাইকমিশনের বাইরে থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ব্যারিকেড। বুধবার ব্রিটিশ হাইকমিশনার অ্যালেক্স এলিসের বাসভবনের বাইরে থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। ব্রিটিশ হাইকমিশনের একজন মুখপাত্র বলেছেন, নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য করি না।বুধবার আচমকাই দেখা যায় ব্রিটিশ হাইকমিশনার অ্যালেক্স এলিসের বাসভবনের বাইরে থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে সরকারিভাবে কিছু জানা যায়নি।

৭৮,৮০০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করলেন কৈলাশ, বললেন সু ন্দর এবং আধুনিক দিল্লিকে উৎসর্গ

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ দিল্লির বাজেট পেশ করলেন সে রাজ্যের নতুন অর্থমন্ত্রী কৈলাশ গেহলট। বুধবার দিল্লি বিধানসভায় দিল্লি সরকারের নবম বাজেট পেশ করলেন দিল্লির অর্থমন্ত্রী কৈলাশ গেহলট। ৭৮,৮০০ কোটির বাজেট পেশ করে কৈলাশ গেহলট বলেছেন, এই বাজেট পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং আধুনিক দিল্লিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। বাজেট পেশ করার সময় দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় ধৃত মনীশ সিসোদিয়াকে স্মরণ করেছেন

কৈলাশ গেহলট। সিসোদিয়াকে দাদা আখ্যা দিয়ে কৈলাশ বলেছেন, মনীশ সিসোদিয়া এই বাজেট পেশ করলে আমি আরও বেশি খুশি হতাম, তিনি আমার বড় ভাই। আমি নিশ্চিত সমগ্র বিশ্বের শিশুদের শুভেচ্ছা মণীশ সিসোদিযার সঙ্গে রয়েছে। এটি দিল্লি সরকারের নবম বাজেট এবং আমার প্রথম।২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৭৮,৮০০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন কৈলাশ গেহলট। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দিল্লি সরকারের বাজেটের আকার ছিল ৭৫,৮০০ কোটি টাকা এবং তার আগের বছরে ৬৯,০০০ কোটি টাকা। কৈলাশ গেহলট এদিন বলেছেন, দিল্লি মেট্রোর নেটওয়ার্ক ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে বাসের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৩৭৯, যা সর্বোচ্চ। এখন দিল্লিকে তিরঙ্গার শহর বানিয়েছে সরকার। আসন্ন বাজেট দিল্লির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা জি-২০ আয়োজন করছি। তাই এই বাজেট একটি পরিস্কার, সুন্দর এবং আধুনিক দিল্লিকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ শূন্য, রাজ্যকে ভাতে মারছে কেন্দ্র, তথ্য তুলে সরব তৃণমূল

কলকাতা, ২১ মার্চ ঃকেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। বকেয়া পাওয়া আদায় ও বঞ্চনার প্রতিবাদে এবার আন্দোলনে নামবে তাঁরা। তৃণমূলের আত্মবিশ্বাসী যে বিজেপির এই বঞ্চনার রাজনীতির জবাব ভোটবাক্সে দেবে আমজনতা।রাজ্যের প্রতি এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধরনায় বসছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ২৯ ও ৩০ মার্চ আম্বেদকরের মূর্তির নিচে ধরনা দেবেন তিনি। সেই আন্দোলন ব্লকে ব্লকে পৌঁছে দেওয়ারও বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সাধারণ মানুষ এর জবাব ভোটবাক্সে দেবে বলেও আত্মপ্রত্যয়ী তৃণমূল। শুধু বঞ্চনা নয়, বঙ্গ বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও উসকানির অভিযোগ এনেছে তৃণমূল।বাংলাকে ভাতে মারছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমন অভিযোগে ফের সরব তৃণমূল। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কাজে বাংলার বরাদ্দ শূন্য। এই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা অভিযোগ করেন, আবারও বাংলাকে বঞ্চিত করা হল।ভাতে মারার এই কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিকভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। তৃণমূলের তরফে রাজ্য বিজেপিকেও নিশানা করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রীর দাবি, এখান থেকে বিজেপি উসকানি দিচ্ছে। ২০২১-এর বদলা নিচ্ছে। রাজ্যের বরাদ্দ দিতে নিষেধ করছে। রাজ্য ও কেন্দ্রের বিজেপিকে কাপুরুষ বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। তৃণমূল জানিয়েছে,১০০ দিনের প্রকল্পে ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা বাকি। উপরন্তু এবার ১০০ দিনের কাজের বাজেটে ২৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ কমানো হয়েছে। অথচ কেন্দ্রের কাছে ১০০ দিনের কাজের জন্য বাংলা পুরস্কৃত হচ্ছে। শুধু ১০০ দিনের কাজ নয়, আবাস যোজনার টাকাও বকেয়া রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল।

অমৃতপালের বাইক খুঁজে পেল পুলিশ, খালিস্তানি নেতা এখনও বেপাত্তা

জলন্ধর, ২২ মার্চ ঃ এখনও বেপাত্তা খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিং। গত ১৮ মার্চ থেকে তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পঞ্জাব পুলিশ। ইতিমধ্যেই অমৃতপালের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস এবং জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে পঞ্জাব পুলিশ। খলিস্তানি নেতাকে খুঁজে বার করতে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সাহায্যও নিচ্ছে তারা।এরইমধ্যে অমৃতপালের মোটরবাইক খুঁজে পেল পঞ্জাব পুলিশ। জলন্ধরের এসএসপি স্বর্ণদ্বীপ সিং বলেছেন, 'ওয়ারিস পাঞ্জাব দে'-এর প্রধান অমৃতপাল সিং যে বাইকে করে পালিয়েছিল, সেটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার আবার অমৃতপালের জলন্ধরের বা।িতে যায় পঞ্জাব পুলিশ। জলন্ধরের জাল্লুপুর খেরা গ্রামে অমৃতপালের বাড়ি। কোথায় উধাও হয়ে গেল অমৃতপাল, এখন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন পঞ্জাব পুলিশের মধ্যে। পঞ্জাব পুলিশকে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া অমৃতপালের পালিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োতে তাঁকে একটি বাইকে চেপে পালাতে দেখা যায়। সেই বাইকটি পুলিশ খুঁজে পেলেও অমৃতপাল এখনও নিখোঁজ।

ডিএ আন্দোলনকারীদের তোপ তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর

কলকাতা, ২২ মার্চঃ পাতে পোলাও আছে, তাও ঘিয়ের জন্য ঘেউ ঘেউ করছে একদল। এই ভাষাতেই বকেয়া ডিএ'র দাবিতে সরকারি চাকরিজীবীদের আক্রমণ করলেন তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। আন্দোলন জারি রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই মুহূর্তে দাবি পূরণ অসম্ভব। এরই মাঝে বকেয়া ডিএ'র দাবিতে আন্দোলনকে একে বারেই ভাল ভাবে নিচ্ছে না রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রীর বক্তব্যে তা স্পষ্ট। এদিকে নিজেদের অবস্থান থেকে এক বিন্দু সরতে অনড় আন্দোলনকারীরা। জল গড়িয়েছে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। অর্থা জটিলতা অব্যহত। এরই মাঝে বুধবার সকালে ডিএ আন্দোলনকারীদের বিঁধে একটি ফেসবুক পোস্ট করেন বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। লেখেন, একদল লোকের পাতে পোলাও-মাংস আছে। তাঁরা ঘেউ ঘেউ করছে। বলছে পোলাওয়ে ঘি কম। আরও ঘি ঢালতে হবে। আর একদল যারা খালি পেটে গামছা বেঁধে রাতে ঘুমাতে যায়। আমি সবদিন ওই না খাওয়া লোকটির জন্য লড়েছি আর লড়বড় ঘি বাবুর লড়াইয়ে সে হারবে না জিতবে আমার কিছু যায় আসে না।

করিমগঞ্জের পানীঘাটে নদওয়ার বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ মার্চঃ দীর্ঘ ৬০ বছরের এক ব্যতিক্রমী ইতিহাস উত্তর পূর্ব ভারতের নদওয়াতুত তামীর নামক ইসলামিক সংগঠনের। যার সূচনা হয়েছিল ১৯৬৩ সালে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রখ্যাত মনীষী তথা ৩৩ বছরের অসম বিধানসভার বিধায়ক প্রয়াত মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী (রহঃ)-র হাত ধরে।বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়ে উত্তর পূর্ব ভারতের আনাচে কানাচে নদওয়া নামক সংগঠনটি বিদ্যমান। বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী মরহুম চৌধুরী সাহেবের চিন্তাধারাও ছিল বহুমুখী।গতকাল সোমবার রাতে উত্তর করিমগঞ্জের পানীঘাট বাজার সংলগ্ন ক্রিসেন্ট সেকেন্ডারি স্কুলে এমারতে শরিয়াহ ও নদওয়াতুত তামিরের করিমগঞ্জ জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলনে উক্ত বক্তব্য গুলো উঠে আসে নদওয়া ও এমারতের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মাওলানা ফরিদুদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর বক্তব্যে। প্রসঙ্গক্রমে সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্মীয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান মাওলানা ফরিদুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম আমিরে শরিয়ত প্রয়াত মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী এবং ২য় আমিরে শরিয়ত ড০ আল্লামা তৈয়ীবুর রহমান বড়ভুইয়ার বহুমুখী কার্যকলাপের চিন্তাধারা বাস্তবায় করতে নদওয়া ও যুব নদওয়ার কর্মীদের আহ্বান জানান আমিরে শরিয়ত মাওলানা ইউসুফ আলী।উত্তর পূর্ব ভারতের নাইবে আমিরে শরীয়ত মাওলানা বদরুল হক এমনীর পৌরহিত্যে জেলা নদওয়ার উদ্দোগে আয়োজিত সম্মেলনের প্রস্তাবাদি গুলো যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে জেলা কমিটিকে আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় নদওয়ার মহাসচিব প্রাক্তন বিধায়ক মাওলানা আতাউর রহমান মাঝারভুইয়া।সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন করিমগঞ্জ জেলা জমিয়ত উলামা হিন্দের সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মওলানা হুসাইন আহমেদ। নেজামুল মুসলিমিনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল হামিদ। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নদওয়ার সম্পাদক মাওলানা ড০ ফজলুর রহমান লস্কর, মাওলানা চৌধুরী উসামা মবরু, মাওলানা আসহাব উদ্দিন, মাওলানা আবুল খয়ের মাহবুব বড়ভুইয়া। বদরপুর টাইটেল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা আব্দুল ওয়ারিস, জেলা ক্বাজীয়ে শরিযত মাওলানা ইমদাদুর রহমান, জেলা মুলক্কিন মাওলানা আব্দুল মজিদ, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা এটি এম জাকারিয়া, যুব নদওয়ার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জসিম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক আইনজীবী হুসাইন আহমেদ চৌধুরী, রযেল সিনিযর সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ চৌধুরী, অভ্যর্থনা সমিতির কার্যকরী সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়ারিস, পানীঘাট জিপি সভাপতির প্রতিনিধি মুজাক্কির হুসেন প্রমুখ।সম্মেলনের সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা নদওয়ার সভাপতি মুফতি আব্দুল বাসিত আল-ক্বাসিমি। তাঁর বক্তব্যে সুদ ঘুষ,মদ জোয়া এবং নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপকারিতা উঠে আসে, পাশাপাশি যুব সমাজের সুন্দর ভবিষ্য গড়তে সর্বোপরী সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান মুফতি বাসিত।আবহাওয়া অনুকূলে না থাকলেও প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে সকাল দশটা থেকে শুরু হয় ছবাহি মক্তব সমূহের ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্টান ও প্রদর্শনী সভা। সন্ধ্যা পর থেকে রাত্রি ১১ টা পর্যন্ত চলে আমন্ত্রিত অতিথিদের বিষয় ভিত্তিক আলোচনা। নির্ধারিত কর্মসূচি হিসাবে ড০ আল্লামা তৈযীবুর রহমান মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় যৌথভাবে উত্তর পূর্ব ভারতের আমীরে শরিয়ত মাওলানা ইউসুফ আলী ও নাইবে আমিরে শরিয়ত মাওলানা বদরুল হক এমনী দ্বয়কে। অ্যাওয়ার্ডের নগদ অর্থ পঞ্চাশ হাজার টাকা জেলা নদওয়ার তহবিলে দান করে দেন উভয় গুনীজন। এছাড়াও নদওয়ার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে জ।তি জীবিত কর্মীদের বিশেষ সম্মাননা এবং প্রয়াত কর্মীদের মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয় এদিনের সম্মেলনে।উক্ত সম্মেলনে ৭ টি প্রস্তাবের মধ্যে প্রয়াত কর্মীদের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে তানজিমুল মাদারিসিল ইসলামিয়ার অধীনে মাদ্রাসা সমূহে সন্তানাদি ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী জেলা করিমগঞ্জের সদরে একটি ভিসা অফিস স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি চলমান মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বারংবার ফাঁস হওযায়. ছাত্রছাত্রীদের চরম মানসিক আঘাত হানছে, তসঙ্গে অভিভাবকমহল উদ্বিগ্ন, এহেন পরিস্থিতিতে সরকারের কঠোর ব্যবস্তা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর ঘাট এবং শহরস্থিত পাথারকান্দি রোডের রেল গেইটে উ।াল সেতু নির্মাণ, করিমগঞ্জ - লক্ষীবাজার স।কের পরিসর বৃদ্ধি ও সংস্কারের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় উক্ত সম্মেলনে। মাহফিলের শেষ লগ্নে রমজানের গুরুত্ব মহত্ব নিয়ে আলোচনা শেষে বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে সমবেত মোনাজাত করেন আমিরে শরিয়ত মওলানা ইউসুফ আলী সাহেব।এদিকে উত্তর পূর্ব ভারতের দ্বিতীয় আমিরে শরিয়তের স্মৃতি রক্ষার্থে বিধায়ক কমলাক্ষর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়াত আমিরে শরিয়তের সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আবুল খয়ের মাহবুব বড় ভূঁইয়া প্রাপক পরিবারের পক্ষ থেকে বিধায়ক কমলাক্ষের প্রতি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৩৩, মৃত্যু ৪ জনের

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের অনেকটাই বাড়ল, বৃদ্ধি পেয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১,১৩৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭,০২৬-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৯৮,১১৮-তে পৌঁছেছে। ৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৮১৩-এ পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৬০,২৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৭ হাজার ৬৭৩ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৫,২১,১৮০। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,০৩,৮৩১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পাকিস্তানে ৬.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পে মৃত্যু ১৫ জনের

ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ ঃ পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয়র খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে মঙ্গলবার রাতের ৬.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। আহতের সংখ্যা ১৬০-এরও বেশি। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের সওয়াট উপত্যকাতেই ভূমিকম্পে এই হতাহতের সংখ্যা। পাকিস্তানের আবহাওয়া দফতর অবশ্য জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৮। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের প্রাদেশিক দুর্যোগ

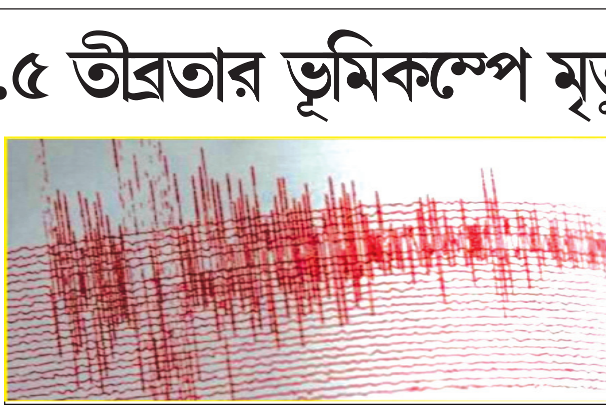

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভূমিকম্পে দুই মহিলা-সহ ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ও আহতের সংখ্যা ১৬০-এরও বেশি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমপক্ষে ১৯টি বাড়ি। মঙ্গলবার রাতে পাকিস্তানের পাশাপাশি আফগানিস্তান ও ভারতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। পাকিস্তানের লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়াল পিন্ডি, কোয়েটা, পেশোয়ার, কোহাট প্রভৃতি এলাকায় কম্পন টের পাওয়া যায়। আবার দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অনুভূত হয় কম্পন। উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের প্রভৃতি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কম্পন অনুভূত হয়। রাতে ভূমিকম্পের আতঙ্কে মানুষজন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চল।

ভারতের বিকাশে সর্বক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রাখছেন বিহারের জনগণঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ প্রতিষ্ঠা দিবসে বিহারের জনগণকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় বিহারের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতের বিকাশে সর্বক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রাখছেন বিহারের জনগণ।২২ মার্চ দিনটি বিহারের স্থাপনা দিবস। বুধবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বিহার দিবসে সে রাজ্যে সমস্ত ভাই ও বোনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সমৃদ্ধ ইতিহাস ও জীবন সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধ বিহারের জনগণ দেশের বিকাশের স্বার্থে সর্বক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রাখছেন। নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশেষ পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা।

মিলল না স্বস্তি, ইডি-র মামলায় ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃদিল্লি আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়াকে আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। দিল্লি আবগারি নীতিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মামলায় ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে মনীশ সিসোদিয়াকে।গত ১৭ মার্চ মনীশ সিসোদিয়াকে ৫ দিনের জন্য ইডি-র হেফাজতে পাঠিয়েছিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সিসোদিয়াকে বুধবার ফের আদালতে পেশ করা হয়। তাঁকে এবার ইডি-র হেফাজতে না পাঠিয়ে, আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।মনীশ সিসোদিয়া এদিন আদালতে অনুরোধ জানান, বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন তাঁকে কিছু ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বই রাখতে দেওয়া হোক। সিসোদিয়ার আর্জি শুনে আদালত বলেছে, আপনি এ বিষয়ে আবেদন করুন, আমরা অনুমতি দেব।

বিহার প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ বিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে বিহারের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। বুধবার তিনি একটি টুইটে লিখেছেন যে বিহারের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র রন্ধনপ্রণালীর কারণে ভারতে বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি বলেন, অমৃত কালের ভারতের উত্থানে বিহারের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিশেষ ভূমিকা থাকা উচিত।

যে সমস্ত দেশ ডিজিটাল রূপান্তর করতে চাইছে, তাঁদের জন্য ভারত একটি রোল মডেলঃডোরিন বোগদান

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ যে সমস্ত দেশ ডিজিটাল রূপান্তর করতে চাইছে, তাঁদের জন্য ভারত একটি রোল মডেল। বললেন আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডোরিন বোগদান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার নতুন দিল্লিতে নতুন আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর এরিয়া অফিস এবং উদ্ভাবনী কেঃেদ্রর সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানেই আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডোরিন বোগদান বলেছেন, যে সমস্ত দেশ ডিজিটাল রূপান্তর করতে চাইছে তাঁদের জন্য ভারত একটি রোল মডেল। ভারত হল বিশ্বের অন্যতম বড় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, ডিজিটাল পেমেন্ট মার্কেট এবং প্রযুক্তিগত কর্মশক্তির আবাসস্থল।আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডোরিন বোগদান আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্বে ডিজিটাল ইন্ডিয়া আধার, ইউপিআই এবং অন্যান্যের মতো গেম পরিবর্তনকারী উদ্যোগের সঙ্গে প্রযুক্তি

উদ্ভাবন এবং অভিযোজনে দেশকে এগিয়ে রেখেছে। তাঁর কথায়, ভারতে উদ্ভাবন দ্রুতগতিতে এবং কম খরচে হচ্ছে, এর আগে কখনও এমনটা দেখা যায়নি।রাষ্ট্রসংঘের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিশেষ এই সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর সদর দফতর হল জেনিভায়। গত বছর মার্চে ভারত এই এরিয়া অফিস গড়ে তোলার জন্যে আইটিইউ-এর সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হয়। নতুন আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন এরিয়া অফিস এবং ইনোভেশন সেন্টার নতুন দিল্লি থেকে কাজ করবে এবং ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান এবং ইরানকে সেবা প্রদান করবে।

বায়রন বিশ্বাসকে অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় জৈনকে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেসের সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসকে অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি জানালেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। অধীর চৌধুরীকে তাঁর প্রশ্ন, রাজনীতিকে কোথায় নামাচ্ছে কংগ্রেস? বিঁধলেন বিজেপি-সিপিএমকেও।বুধবার বিধায়ক পদে শপথ নেওয়ার কথা বায়রন বিশ্বাসের। তাঁর আগেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে বায়রন বিশ্বাসকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বায়রন বিশ্বাস। প্রয়োজনে শপথের জন্য বিধানসভা যাওয়ার পথে ওনাকে গ্রেফতার করা হোক। উনি তৃণমূল নেতাকে মা ও বোন তুলে যে কথা বলেছেন তারপর উনি মুক্তভাবে ঘুরতে পারেন না।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে উদ্দেশ করে কুণাল বলেন, আপনি কি বায়রন বিশ্বাসের মন্তব্যের সমর্থন করেন? যদি না করেন, তাহলে ক্ষমা চান। অন্যথায় ধরে নিতে হবে, আপনারা ওনার মন্তব্যের সমর্থক। শুধু কংগ্রেস নয়, বামেদেরও ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেন কুণাল ঘোষ। তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কৌস্তভ বাগচীর মন্তব্যওঘটনার সূত্রপাত দিন কয়েকআগে। সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনের দিন ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মেহেবুব আলম ও তৃণমূল নেতা সঞ্জয় জৈন বোখারার একটি বুথের ভিতর প্রবেশ করে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস ফোন করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সঞ্জয় জৈনকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ।গত রবিবার বিকেলে ধুলিয়ান ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সঞ্জয় জৈনের বাড়িতে চড়াও হন বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস বলেও দাবি করা হয়েছে। সেই অভিযোগের জেরে সামশেরগঞ্জ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ অবস্থানে শামিল হন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩ মার্চ ঃবুধবার, ৮ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৮ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৮ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার না হও হতে পারে।। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৪৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ১০টা ২০ মিনিট এবং রাত-১০টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১০টা ২০মিনিট। রাত-১০টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৪৩মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৪৩মিনিটের মধ্যে হবে আজ।

রাশিফল

মেষ রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। বিবাহের যোগ আজ থেকেই

বৃষভ রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ।।

মিথুন রাশিঃআপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। শুভ দিন ।

কর্কট রাশিঃপরিশ্রমের বিকল্প নেই। আর্থিক সংকট থাকবে।

সিংহ রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ ভোগ হবে

কন্যা রাশিঃআপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। সংসারে শান্তি হতে পারে।

তুলা রাশিঃ অন্যের সমালোচনায় সময় নষ্ট করবেন না- এতে শরীরের ক্ষতি হয়। আর্থিক ব্যয়

বৃশ্চিক রাশিঃবাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। শুভদিন

ধনু রাশিঃ আপনার বদ অভ্যাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা

মকর রাশিঃ আপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন। সন্তান হতে পারে।

কুম্ভ রাশিঃকোন বন্ধুর দ্বারা জ্যোতিষতাত্বিক পথপ্রদর্শন আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য ভালো করতে উৎসাহিত করবে। বিবাহিত দম্পতিদের আজ তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে

মীন রাশিঃ খুশিতে ভরা ভালো দিন। খরচ বাড়বে কিন্তু আয়ের উত্থান আপনার বিলগুলির তত্বাবধান করবে। খুশিতে ভরা একটি দিন যেখানে স্ত্রী আনন্দ

শহীদ মিনার সংলগ্ন এলাকায় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ধর্ণা তুলে নেওয়ার আবেদন পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ আগামী ২৯ তারিখে তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ এবং যুব সংগঠনের প্রস্তাবিত সমাবেশের জন্য নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে কলকাতা পুলিশ শহীদ মিনার সংলগ্ন এলাকায় বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে চলা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ধর্ণা তুলে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। ডিসি সাউথের কার্যালয় থেকে আজই মেইল করে ওইদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাবেশ থাকায় নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে ধর্ণা আন্দোলন বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হয়েছে বলে যৌথ মঞ্চের তরফে জানা গিয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশেই তারা সেখানে আন্দোলনে সামিল হযেছে সেই কারণে আন্দোলন না তুলে নিরাপত্তার বিষয়টি পুলিশকেই দেখতে হবে বলে যৌথ মঞ্চের তরফে পাল্টা পুলিশকে জানানো হয়েছে।

বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণ এবং মেরামতির জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ এই রাজ্যকে বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণ ও মেরামতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরি করছে। পড়ুয়া এবং গাড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তুলতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কোলাঘাটের সরকারি পলিটেকনিক কলেজে এই উৎকর্ষ কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হবে বলে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সচিব অনুপ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন। সম্প্রতি কলকাতায় ব্রিটিশ হাই কমিশনার এবং রাজ্য সরকারের কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বৈদ্যুতিক গাড়ি সংক্রান্ত এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানেই যৌথ উদ্যোগে এই উৎকর্ষক কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ২০২১ সালে দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গেই ইঞ্জিনিয়ারিং - এর ডিপ্লোমা স্তরেই ভেহিকেল সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম চালু করা হয়। প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা বর্তমানে টাটা মোটরসে কর্মরত রয়েছে। এই উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরীর মাধ্যমে নতুন কৌয়াদের পাশাপাশি বর্তমানে গাড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণ ও মেরামতির বিষয়ে দক্ষ করে তোলা হবে।

জঙ্গলে সাফারিতে ব্যবহৃত গাড়িগুলির বর্তমান অবস্থা জানতে রিপোর্ট তলব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের বিভিন্ন জঙ্গলে সাফারিতে ব্যবহৃত গাড়িগুলির বর্তমান অবস্থা জানতে জরুরী ভিত্তিতে স্বাস্থ্য রিপোর্ট তলব করেছে। রিপোর্ট জমা না দিলে বা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি হলে তা সাফারির তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে বলে জানিয়ে বন দপ্তর জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপড়ামারি ও মূর্তিতে দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের চিঠি দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বন্যপ্রানীদের আকৃষ্ট করতে জঙ্গলের ভিতরে পর্যটকরা যেন কোন ভাবেই কোন কড়া সুগন্ধী জাতীয় দ্রব্য না নিয়ে যেতে পারে তার উপরে নজরদারি রাখার কথা বলা হয়েছে। ছবি তোলার জন্য গাড়ি থামানো যাবে না। উল্লেখ্য সম্প্রতি জলদাপাড়া অভয়ারন্যে জিপ সাফারির সময় জঙ্গল থেকে হঠাৎই দুটি গন্ডার বেরিয়ে এলে পর্যটক বোঝাই জিপটি রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে উল্টে বেশ কয়েকজন আহত হন।

ময়লা ফেলায় বেনিয়ম করলেই কঠোর শাস্তি, কড়া নির্দেশ মেয়রের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ পুরসভার আইন না মেনে ময়লা ফেললেই এরপর থেকে গুনতে হবে বড় অঙ্কের জরিমানা। স্পষ্ট জানালেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বুধবার ১২১ নম্বর ওয়ার্ড বেহালা পরিদর্শন করেন ফিরহাদ হাকিম। খতিয়ে দেখেন সাধারণ মানুষ পুরসভার সবুজ এবং নীল বালতি ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করছেন কিনা। শুকনো ময়লা এবং ভেজা ময়লা পৃথকভাবে ফেলছে কিনা। পাশাপাশি পুরসভার কম্প্রেসার মেশিনে শুকনো ময়লা এবং ভেজা ময়লা কীভাবে পৃথক করা হচ্ছে, সেটাও খতিয়ে দেখেন। তিনি জানান, মানুষ যদি এই নিয়ম মানে তবে ধাপার মাঠ আর তৈরি হবে না। যাঁরা মানবেন না, তাঁদের বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করা হবে না। আর রাস্তায় ময়লা ফেললে বড় জরিমানা ধার্য করা হবে। উচ্চমাধ্যমিকের পর মানুষকে এব্যাপারে সচেতন করতে আরও জোরদার প্রচার করা হবে বলেও জানান কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

২০২৩ সালের হজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়ায়

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২২ মার্চ ঃ ২০২৩ সালের হজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়ার রনমহল ফাতিমাতুজজাহারা বালিকা মাদ্রাসায়। অলবেঙ্গল খাদিমুল হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আয়োজনে হজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় ৩০০ জন এই হজ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ২০২৩- এ সৌদি আরবে যারা হজ করতে যাবেন এবং সেখানে হজ করতে গিয়ে অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য বিষয় নিয়ে প্রর্দশনীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগনান খাজুট্টির মল্লিক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রধান মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত ডা, সামিনা মল্লিক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটির সদস্য নাইয়ার ইকবাল হাসমি, প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আয়ুব আলী মোল্লা, তৌহিদ আলম মল্লিক মুদাসসার মোল্লা, আলহাজ্ব আব্দুল হোসেন, হাজি সেখ লিয়াকত আলী, হাজি মহসিন হালদার, মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

মেয়াদ বাড়ল আধার আপডেটের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ বর্তমানে প্রত্যেকটি মানুষের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন হয় আধার কার্ডের। হাসপাতালে ভর্তি থেকে ঘুরতে যাওয়ার টিকিট সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় আধার কার্ডের। এবার মেয়াদ বাড়ল আধার আপডেটের। যেহেতু বর্তমানে আধার কার্ড কেবল পরিচয়পত্র নয়, আধার কার্ড এখন ১২ সংখ্যার অনন্য নম্বর নয় এর মাধ্যমে হতে পারে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজও। দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের নাম, মোবাইল নম্বর, বায়োমেট্রিক বিবরণ রেকর্ড করা হয়। সম্প্রতি আধারের উপযোগিতা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আধার আপডেট রাখা খুবই জরুরি। এবার বিনামূল্যে আধার আপডেট করার আরও দিন বাড়ল। আগামী ১৪ জুন পর্যন্ত বিনামূল্যে আধার কার্ডের তথ্য আপডেটের সুযোগ পাওয়া যাবে। এমনিতে আধার কার্ডের বিবরণ আপডেটের জন্য ৫০ টাকা ফি প্রয়োজন হয়। যদিও আগামী তিনমাস বিনামূল্যে আধার কার্ডের তথ্য আপডেট করা যাবে।

চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তাল সল্টলেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ বুধবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত ছিল সল্টলেক চত্বর । বেলা বাড়াতেই আরও বাড়ে উত্তেজনা। বুধবার আবার চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে আরও উত্তেজনা সল্টলেকে। বুধবার চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সল্টলেকে। অভিযোগ উঠেছে, অবিলম্বে মেধা তালিকা প্রকাশের দাবি তুলে বুধবার সকালে এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল আপার প্রাইমারির চাকরিপ্রার্থীরা । এর পরে এদিন সেক্টর ফাইভ মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসএসসি ভবন পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল তাদের তরফে। কিন্তু, প্রথমেই তাঁদের আটকে দেয় বিধাননগর পুলিশ। আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে কার্যত ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় পুলিশের । রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। একাধিক চাকরিপ্রার্থীকে চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে নিয়ে যেতে দেখা যায় পুলিশ কর্মীদের ।

শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২২ মার্চ ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের নৈহাটিতে ঘর থেকে শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার (৫২)। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০ বছর আগে স্কুলে চাকরি পান কৃষ্ণপ্রসাদ। তিনি বাকরা উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে খাবার খেয়ে নিজের ঘরে চলে যান কৃষ্ণপ্রসাদ। পাশের ঘরে ছিল তার স্ত্রী। বুধবার সকালে স্ত্রীর বারবার ফোন করেও শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এরপর তার ঘরের দরজা ভেঙে কৃষ্ণ প্রসাদকে ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বসিরহাট থানার পুলিশ। তাকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা কৃষ্ণপ্রসাদকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে নিহতের কাছ থেকে কোনো সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রদবদল

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ২২ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নিজেদের সংগঠন কে মজবুত রাখতে সচেষ্ট শাসক বিরোধী উভয় শিবির। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নিয়োগ দুর্নীতি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কিছুটা কোনঠাসা হলেও, পঞ্চায়েত ভোটে যেন তার প্রভাব না পড়ে, সেই বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল। ভোটের আগে এবার পরিবর্তন করা হলো হাসনাবাদ পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি কে। হাসনাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন অঞ্চল সভাপতি মনোনীত হলেন রমেশ চন্দ্র দাশ। তৃণমূল সূত্রে খবর সম্প্রতি হাসনাবাদ পঞ্চায়েতের সভাপতি কালিদাস দাস অসুস্থতার কারনে দলীয় পদ থেকে সরে দাঁড়ান। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হলো রমেশ দাসকে। আগামী দিনে দলীয় সংগঠনকে মজবুত করা ও মানুষের পাশে থাকাই তার মূল লক্ষ্য জানান নতুন সভাপতি।

খালে পড়ল লরি

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ২২ মার্চ ঃ বুধবার সকালে হিঙ্গলগঞ্জের নেবুখালি- হাসনাবাদ রোড সংলগ্ন এবিএস মদনমোহন বিদ্যাপীঠের কাছে পথদুর্ঘটনা, রেশনের চাল ভর্তি বস্তা সমেত লরি উল্টে পড়ল রাস্তার পাশের খালে । স্থানীয়রা জানান, নেবুখালির দিক থেকে ছুটে আসা বাস ও হাসনাবাদ থেকে হিঙ্গলগঞ্জ অভিমুখী রেশনের চাল ভর্তি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় আহত হন বেশ কয়েকজন। স্থানীয়রা জানান আহতদের সান্ডেলের বিল হাসপাতালে পাঠানো হলে, প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছোট রাস্তায় দুই গাড়ির চালকের অসতর্কতার দরুন এই ধরনের দুর্ঘটনা বলে জানান এলাকার লোকজন।

সাতসকালেই উত্তর হাওড়ার ঘুসুড়িতে লোহার স্ক্র্যাপ কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা , জখম ৬ শ্রমিক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২২ মার্চ ঃ বুধবার সাতসকালে উত্তর হাওড়ার ঘুসুড়িতে লোহার স্ক্র্যাপ কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় জখম হন ৬ শ্রমিক। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। আহতদের প্রথমে ঘুসুড়ির টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে এবং পরে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিনের ঘটনা নিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ অনুপম সিং বলেন, 'এদিন সকাল ৮টা নাগাদ মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকার কৃষ্ণতারণ নস্কর লেনের লোহা কাটাই এবং স্ক্র্যাপের কারখানায় লোহা কাটাইয়ের সময় বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় ৬ জন জখম হন। খবর ঘটনাস্থলে পুলিশ দমকল বাহিনী, সিইএসসির দল এসে পৌঁছায়। এই ঘটনার অভিযোগ দমকল করলে তদন্ত শুরু করা হবে। দেখা হবে এই ঘটনার জন্য কে দোষী। যে বা যারা দোষী তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এলাকার বাসিন্দা সৌমেন ঘোষ জানান, ঘুসুড়ির গুহ রোডে ঘটনাটি ঘটে। এখানে বেআইনি উপায়ে ব্যবসা করা হয়। আগের বছর কালীপুজোর সময় একই সাথে ৩ টে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছিল। সকালবেলায় এখানে সিলিন্ডার কাটতে গিয়ে বিস্ফোরণ হয়। এদিন এমনই বিস্ফোরণ ঘটেছে যে এলাকা কেঁপে উঠেছে। ওই সময় প্রায় ১২ জনেরও বেশি কর্মী কাজ করছিল। ৬ জন গুরুতর জখম হন। এমন জনবহুল এলাকায় এই ধরনের কারখানা খোলা আইনি হতে পারে না। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বাবাই মন্ডল বলেন, সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে পাশাপাশি বাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে গিয়েছে। অনেক বাড়িতে চিড় ধরে গিয়েছে। এখানে বিস্ফোরণে একজনের পা বাদ হয়ে গিয়েছে। ৬ জন জখম হয়েছে। আগের বছরেও কালীপুজোর সময় ৩ টে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছিল। এই ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। ২ দিন বন্ধ থাকে। আবার চালু হয়। এইবারের বিস্ফোরণের মাত্রা অনেক বেশি আকারের ছিল। জখমদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, মালিপাঁচঘড়া থানা সূত্রের খবর, এই ঘটনার আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চেষ্টা করা হবে যাতে এই ধরনের কারখানা মানুষের আবাসস্থলের কাছে যাতে না থাকে। ঘটনাস্থলে তদন্তকারী দল আসবে। তাঁরা দেখবেন কি কারণে এমন ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটল। এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারখানার মালিক যদি দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানা গেছে, হাওড়ার গুহ রোডের ওই কারখানায় পরিত্যক্ত গ্যাস ট্যাঙ্কার কাটতে গিয়ে এদিন ওই ঘটনা ঘটে। ঘটনায় ৬ শ্রমিক জখম হয়। এদিন সকাল আটটা নাগাদ কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সিলিন্ডার দিয়ে পরিত্যক্ত গ্যাস ট্যাঙ্কারের লোহার বডি কাটছিলেন তারা। হঠাৎই ফুলকি থেকে আগুন লেগে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়েন তারা। বিকট শব্দে এলাকার লোকজন ছুটে আসে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। এলাকার লোকজন ছুটে এসে জখম শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া অন্য একটি সূত্রে জানা গিয়েছে এই কারখানায় বেআইনিভাবে পরিত্যক্ত গ্যাস সিলিন্ডার কাটাই করা হতো। এদিন বিস্ফোরণের পরেই কারখানার ভিতরে দেখা গিয়ে দেখা যায় পড়ে রয়েছে দেহের অংশ। যা ঘিরে বিস্ফোরণের তীব্রতা কত বেশি ছিল তা ভেবে শিউরে উঠছেন সকলেই।

এসটিএফের অভিযানে সল্টলেকে আবার উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মাদক ও দু'টি গাড়িও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ সল্টলেক থেকে আবার উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ মাদক। রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিধাননগরের নওভাঙা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দু'টি বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। অভিযোগ, গাড়িগুলির মধ্যে থেকে পাওয়া গিয়েছে প্রায় ২ কিলোগ্রাম হেরোইন। গত ১৬ মার্চ এই নওভাঙাতেই বড়সড় মাদক কারবারের পর্দাফাঁস করেছিল পুলিশ। এক মহিলা-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে মিলেছিল ৫ কেজি মাদক। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই আরও ২ কেজি নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করা হল মঙ্গলবার। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে নওভাঙা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দু'টি বিলাসবহুল গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তদন্তকারীরা। গাড়িগুলি নিয়ম মেনেই পার্ক করানো হয়েছিল। বাইরে থেকে দেখে কোনও সন্দেহ হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তদন্তকারীরা হাজার হাজার কাগজের পুরিয়া পান। পুরিয়ার মধ্যে রাখা ছিল হেরোইন। মোট ৩০ হাজার হেরোইনের পুরিয়া গাড়ি দু'টি থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। যার ওজন প্রায় দেড় কেজি। পাশাপাশি, আলাদা করে আরও এক প্যাকেট মাদক উদ্ধার করা হয়। সেখানে আরও ৫০০ গ্রাম হেরোইন ছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। সব মিলিয়ে মোট উদ্ধারকৃত মাদকের পরিমাণ ২ কেজি। এর আগে মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নওভাঙা সেক্টর-৪ এলাকা থেকে মবিন খান এবং মেহতাব বেগমকে গ্রেফতার করেছিল এসটিএফ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেই এই মাদকভর্তি গাড়ি দু'টির সন্ধান মিলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সুকৌশলে এই মাদকের পুরিয়া মাদকাসক্ত ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। ধৃতেরা পশুপালনের ব্যবসা করতেন। মূলতঃ ছাগল পুষতেন তাঁরা। ধাপার মনপুর এলাকায় তাঁদের একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। ছাগলের ব্যবসার আড়ালেই মাদকের রমরমা কারবার চলত বলে দাবি এসটিএফের। এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদেরও খুঁজছে পুলিশ।

বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর এক ফেসবুক পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য

বনস্পতি দে, হুগলি, ২২ মার্চ ঃ নিয়োগ দুর্নীতি থেকে বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের দাবি দাওয়া নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এরই মাঝে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর এক ফেসবুক পোস্ট। ফেসবুকে মনোরঞ্জন লেখেন, ''একদল লোকের পাতে পোলাও মাংস আছে। তারা ঘেউ ঘেউ করছে। বলছে পোলাওয়ে ঘি কম আছে। আরও ঘি ঢালতে হবে। আর একদল যারা খালি পেটে গামছা বেঁধে রাতে ঘুমাতে যায়। আমি সবদিন ওই না খাওয়া লোকটির জন্য লড়েছি আর লড়ব। ঘি বাবুর লা৷ইয়ে সে হারবে না জিতবে আমার কিছু যায় আসে না।'' পোলাও মাংস খাওয়া লোকের আরও চাই স্বভাবকে কটাক্ষ তৃণমূল বিধায়কের। কিন্তু এই 'পোলাও মাংস খাওয়া লোক' বলতে বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী কাকে কটাক্ষ করতে চেয়েছেন সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নেটিজেনদের একাংশের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়িয়ে পড়া শাসক দলের কিছু নেতা-কর্মী তাঁর নিশানায়। অন্যদিকে, মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ঘেউ ঘেউ' শব্দবন্ধের ব্যবহার দেখে আবার নেটিজেনদের সিংহভাগ দাবি করছেন যে বছর কয়েক আগে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য এই শব্দবন্ধ শোনা গিয়েছিল। সেই পথে হেঁটে তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী আসলে বকেয়া ডিএ-এর দাবিতে আন্দোলনে বসা রাজ্য সরকারি কর্মীদেরই নিশানা করেছেন। তৃণমূল বিধায়ক বলেন, ''গোটা ভারত দেশটা এখন দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। একদল লোকের হাতে সব কিছু আছে তবুও তারা আরও চাই আরও চাই করছেন। এর মধ্যে সব ধরনের লোক আছেন, ব্যবসায়ী থেকে রাজনীতবিদ, আরও নানা ধরনের লোক আছে। কিন্তু, অন্য স্তরের লোকের হাতে কিছু নেই। এদের মধ্যে আছে খেটে খাওয়া মানুষ, শহরের ফুটপাতে থাকা মানুষ। এরা সামনে এসে নিজেদের কথা বলতে পারে না। অথচ তারা অত্যন্ত খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। আমি তাদের হয়েই কথা বলেছি। যাদের অনেক আছে, তাদের আরও চাই-ই বিপদ ডেকে আনছে।'' এখানেই শেষ নয়, সরকারি কর্মীদের উদ্দেশ্যে করে বলছেন কিনা সেই প্রশ্নে বিধায়ক বলেন, ''যে যার মতো করে ভেবে নিচ্ছে। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি নির্দিষ্ট করে কোনও একটি স্তরের মানুষকে আক্রমণ করে কথাটি বলিনি। আমি বলেছি সমাজের সেই এক শতাংশকে যাদের হাতে মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশ কুক্ষিগত আছে।'' তবে দলের নেতা-কর্মীদের নাম দুর্নীতি জড়ানো প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মনোরঞ্জন ব্যাপারী। যদিও এতেই থামছে না বিতর্ক। বরাবরই বিভিন্ন ইস্যুতে সরব তৃণমূল বিধায়কের পোস্টে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অমর্ত্য সেনকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্ছেদ নোটিশ পাঠানো নিয়েও বিজেপি দলকে কটাক্ষ করে একটি পোস্ট করেছিলেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী। সেখানেও হুগলির বলাগড়ের বিধায়ক বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে নাম না করে 'ঘেউ ঘেউ' শব্দের ব্যবহার করেছিলেন।

হুগলির আরও এক নেতার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ, অস্বীকার নেতার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ মার্চ ঃ হুগলি জুড়ে তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজপাট দেখে চক্ষু চড়কগাছ সকলের । হুগলিতে তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা কুন্তল ঘোষের কীর্তিও কম নয়। হুগলি জেলায় দুর্নীতি চক্রে এ বার আরও এক তৃণমূল নেতার নাম সামনে এল। তিনি হলেন হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গোপাল রায়। অভিযোগ, গোপালকে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে অনেকের চাকরি গিয়েছে আদালতের নির্দেশে। চাকরির জন্য গোপালকে কয়েক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি চাকরিহারাদের। আদালতের নির্দেশে স্কুলে গ্রুপ ডি বিভাগে চাকরি গিয়েছে ১ হাজার ৯১১ জনের। চাকরিহারাদের মধ্যে রয়েছেন পুরশুড়ার রসিকচক গ্রামের বাসিন্দা কৌশিক মণ্ডলও। মুক্তারপুর হাইস্কুলের কর্মী ছিলেন তিনি। হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে তাঁর। চাকরিহারাদের তালিকায় ৭৫ নম্বরে নাম রয়েছে কৌশিকের। কৌশিকের ভাতৃবধূ রিমা পোরেল মণ্ডল এবিপি আনন্দকে বলেন, টাকা দিয়েই চাকরি হয়েছিল। আমার জানা সাত-আট জন রয়েছেন। প্রায় ৬ লক্ষ করে টাকা দেওয়া হয়েছিল। কৌশিকের গ্রামেই থাকেন অসীম মণ্ডল। তিনিও গ্রুপ ডি-র চাকরি হারিয়েছেন। চাকরিহারাদের তালিকায় ২০ নম্বরে নাম রয়েছে তাঁর। অসীম প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে চাকরি পান বলে জানা গিয়েছে। অসীমের মা মায়ারানি মণ্ডল বলেন, চাকরি চলে গিয়েছে। তবে টাকা দেয়নি। টাকার কথা বলতে পারব না। তাঁদের এক প্রতিবেশী জানান, জমি বিক্রি করে অসীমের চাকরির জন্য টাকা জোগাড় করে তাঁর পরিবার। তাঁর ছেলেকেও একই পথ ধরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতা গোপাল। তিনি বলেন, পুরোটাই চক্রান্ত। আমি চুরি করে থাকলে, জেল খাটব, ইডি-সিবিআইয়ের কাছে যাব। আমি টাকা নিইনি। ২০১৮ সালে আমি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। জানিয়েছিলাম, এখানে একটা চক্র চলছে। এর বিরুদ্ধে আমি লড়াই করেছিলাম। একাধিক সংস্থায় শান্তনুর স্ত্রী প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে ডিরেক্টর হিসেবে নাম রয়েছে পুরশুড়ার তৃণমূল কর্মী রাকেশ মণ্ডলের। তৃণমূল কর্মী রাকেশ ধনেখালি ব্লক অফিসের যুব দফতরের ঠিকা কর্মী। বালি ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। শান্তনুকে নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, শান্তনুকে চিনতাম। রিসর্ট জানতাম। তবে এত সম্পত্তি জানতাম না। দু'টো কাগজে সই করায় কয়েক দিনের ব্যবধানে। সেই কাগজের এক দিকে প্রিয়াঙ্কা এবং আমাকে সই করায়। তখন জানতাম না। এখন বুঝতে পারছি। শান্তনুকে ইতিমধ্যেই দল থেকে বহিস্কার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে জেলা কর্মাধ্যক্ষ পদে এখনও রয়েছেন। গোপালের বিরুদ্ধে এ বার কোনও পদক্ষেপ করা হয় কিনা, তা-ই দেখার।

পার্লারে আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ কলকাতায় আবারও ভয়ংকর আগুনের ঘটনা। উত্তর কলকাতার শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন ক্রসিং এর সামনে, একটি পার্লারে সকাল ১১.৩০ টায় সময় আগুন লাগে। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। ঘটনাস্থলে আসে বটতলা থানার পুলিশ । ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন। তারপর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে।

আকাশ পরিষ্কার হলেও এখনই পিছু ছাড়ছে না বৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ কয়েকদিন বৃষ্টির পর আকাশ এখন অনেকটাই পরিষ্কার। তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী এখনই পিছু ছাড়ছে না বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে আরও ৪৮ ঘণ্টা চলবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জায়গায় এদিনও বৃষ্টি হতে পারে। আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি হলেও উত্তরবঙ্গে আরও ৪৮ ঘণ্টা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত পার্বত্য এলাকায়। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আগামী তিন দিন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মুর্শিদাবাদ, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনাতেও রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে বিকেলের পর থেকে সার্বিকভাবে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হবে। শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশঃ কমতে শুরু করবে। শুষ্ক আবহাওয়া উইক এন্ডে। তবে উত্তরবঙ্গে উপরের দিকের পাঁচ জেলায় শনিবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। এদিন কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎসহ দুই-এক পশলা হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিকেলের পর থেকে কলকাতায় আপাতত বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

ব্যাঁটরায় ড্রেন থেকে 'কাটা হাত' উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ মার্চ ঃ হাওড়ার ব্যাঁটরায় ড্রেন থেকে 'কাটা হাত' উদ্ধারের ঘটনায় বুধবার দুপুরে ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যাপক চাঞ্চল্য। পরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা যায় এটা রাবারের তৈরী হাত। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে পুলিশ। হাওড়ার ব্যাঁটরার দেশপ্রাণ শাসমল রোডে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সামনে হাই ড্রেন থেকে বুধবার দুপুরে মিলেছিল 'কাটা হাত'। এই ঘটনায় প্রথম থেকেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ব্যাঁটরা থানার পুলিশ। ব্যাঙ্ক কর্মীদেরও নজরে আসে পুরো ঘটনা। হাতের একটি আঙ্গুলও কাটা ছিল বলে রটে গিয়েছিল। তা দেখতে উৎসুক মানুষের ভীড় জমে যায়। বুধবার দেশপ্রাণ শাসমল রোডের একটি ড্রেন থেকে উদ্ধার হয় ওই 'কাটা হাত'। পুলিশ এসে সেটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে থানায় আনার পর সেটি পরীক্ষা করে আসল সত্য বেরিয়ে আসে। দেখা যায় এটা মানুষের 'কাটা হাত' নয়। এটা রাবারের তৈরী নকল হাত। সম্ভবত কোনও ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের পর সেটি কেউ ড্রেনে ফেলেছিল। আর যা নিয়ে এদিন শোরগোল পড়ে যায়।

সুন্দরবন রক্ষায় সুন্দরী সুন্দরবন অ্যাপ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ২২ মার্চ ঃ বিশ্বের সবচেয়ে আশ্চর্যতমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুন্দরী সুন্দরবন। আর এক শ্রেনীর অসাধু মানুষের নজরে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই সুন্দরবন। আর এবার সুন্দরবনকে রক্ষা করবে 'সুন্দরী সুন্দরবন' অ্যাপ। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার সুন্দরবন রক্ষার জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার শুরু হল। একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি। যার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন নানা ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে, তেমনি বিভিন্ন বিষয়ে আবেদন ও জানানো যাবে। পাশাপাশি কেউ কোন তথ্য জানতে চাইলেও এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবন সংক্রান্ত সেই তথ্য প্রদান করা হবে। এছাড়া যে কেউ এই অ্যাপ্লিকেশনে সুন্দরবন সংক্রান্ত ছবি, তথ্য আপলোডও করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। সব মিলিয়ে সুন্দরবনকে আরও ভালভাবে জানতে, বুঝতে ও সুন্দরবন এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান ও জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষার তাগিদে এই মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। আর এই সুন্দরবন রক্ষায় এই অ্যাপটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

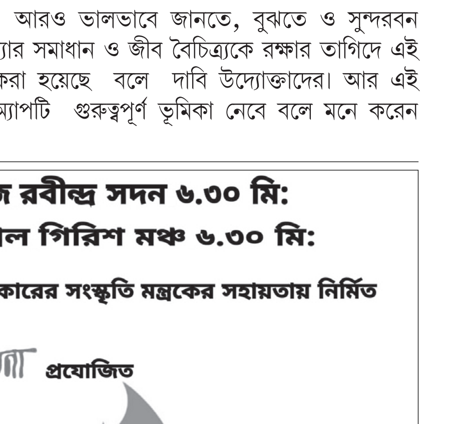

আজ রবীন্দ্র সদন ৬.৩০ মি:
৫ এপ্রিল গিরিশ মঞ্চ ৬.৩০ মি:
ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় নির্মিত
অন্যচেতনা প্রযোজিত
অনল পাশ
নাটক : সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
নির্দেশনা : শঙ্কর ভট্টাচার্য
হলে টিকিট।
৯৮৩০০২৮৩৯৯

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১১১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ চৈত্র , ১৪২৯

শহিদ-ই-আজম

সম্পাদকীয়

চট্টগ্রামের মাস্টারদার মতোই বিপ্লবী ছিলেন ভগৎ সিং। বিপ্লবী সূর্য সেনের জন্মের দিনের পরের দিনই হচ্ছে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির দিন। শোনা যায় ভগৎ সিংহের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গর্জন করতে শুরু করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ভয় পেয়ে গিয়েছিল ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির দিন ঘোষণা করতে। সেই সময়ে বহু ব্রিটিশ পৃষ্টপোষকেরা উপদেশ দিয়েছিল ইংরেজদের দ্রুত ভগৎ সিংকে ফাঁসি দিতে পরামর্শ দিয়েছিল। নাহলে ভারতের জনগণের রোষকে একেবারে থামানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। জনপ্রিয় বিপ্লবী ছিলেন ভগৎ সিং। ২৩ মার্চ ১৯৩১ সালে তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগী শিবরাম রাজগুরু উভয়েই ছোট বিপ্লবী গ্রুপ হিন্দুস্তান সোশালিস্ট রিপাবলিক্যা অ্যাসোয়েশনের সদস্য ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর। ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার সান্ড্যার্সকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। ব্রিটিশ সিনিয়র পুলিশ সুপার জেমস স্কটেক মারতে গিয়ে একজন সান্ডার্সকে ভুল করে মেরে দিয়েছিলেন। লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর জন্য স্কটকে দায়ী করা হয়েছিল। সান্ডার্স বাইসাইকেল করে পুলিশ স্টেশন থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাজগুরু তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তাতে তিনি আহত হয়েছিলেন। সেই সময়ে ভগৎ সিং তাঁকে কাছাকছি থেকে বেশ কয়েকবার গুলি করেন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল আটটি গুলি লেগেছে। ভগৎ সিংয়ের আর একজন সহযোগী চন্দ্র শেখর আজাদ ভারতীয় পুলিশের হেড কনস্টেবল চন্নান সিংকে গুলি করে হত্যা করেন। ভগৎ সিং এবং রাজগুরু পালিয়ে যাওয়ার সময়ে এই পুলিশ অফিসার তাদেরকে তাড়া করেছিলেন। পালিয়ে যাওয়ার পর প্রকাশ্যে ছদ্মনাম ব্যবহার করে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে বলে পোস্টার দেওয়া হয়েছিল। তারপর পুলিশ তাঁর বহু সন্ধান করে কোন খোঁজ খবর গ্রহণ করতে পারছিল না। বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লিতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় বেঞ্চের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। সেই সয়ে মনে করা হয়েছিল এর সঙ্গে ভগৎ সিংয়ের যোগ রয়েছে। গ্রেফতার করা হয় তাকে। কারাগারে থাকার সময়ে যতীন দাসের সঙ্গে অনশনে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতীয় বন্দিদের কারাগারে থাকার ব্যবস্থা ভালো করতে হবে বলে দাবি করতে শুরু করে। ১৯২৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অনাহারে যতীন দাসের মৃত্যু হয়। এদিকে ভগৎ সিং সান্ডার্স এবং চন্নান সিং হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে ২৩ মার্চ মাত্র একুশ বছরবয়সে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ভগৎ সিং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলা গ্রহণ করার ফলে তিনি জনপ্রিয় নেতা হতে পারেননি। ভগৎ সিং সমাজতন্ত্র মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তবুও তিনি সশস্ত্র সংগ্রামকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁকে শহিদ-ই-আজম বলে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সালে পাঞ্জাবের লায়লপুরে জেলার বাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল বিদ্যাবতী এবং পিতার নাম ছিল কিষান সিং। তাঁর চাচা প্রগতিশীল রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি বাঙ্গা জেলার দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে লাহোরে ন্যাশনাল কলেজে যোগদান করার সময়ে তিনি গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। লালা লাজপত রায় এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেই সয়ে ভগৎ সিংয়ের ওপরে তরুণদের আস্থা তৈরি হতে থাকে। সবাই তখন ভেবে নিয়েছিল যে ভগৎ সিং হচ্ছে সত্যিকারের তরুণ বিপ্লবী নেতা। ১৯২৬ সালের একটি বোমা মামলায় তাঁকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে ১৯২৭ সালে। নওজোয়ান ভারত সভা কর্তৃক প্রকাশিত স্বপ্লমূল্যের পুস্তিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আবার ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

মানবাধিকার নেই আফগানে । গুতেরেস

রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তেনিয়ো গুতেরেস অবশ্য বলেছেন, তালিবানদের উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে যথাযথ সরকার গঠন করা। মানবাধিকার এবং মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তালিবান সরকারকে। চলতি মাসের গোড়ায় কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো পোশাকে ঢাকা আফগান মেয়েদের দেখে চমকে উঠেছিলেন অধ্যাপিকা বাহার জালালি। তালিবান শাসনের সমর্থনে মহিলা জমায়েত হতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের সকলের হাতে ছিল তালিবান পতাকা। কিন্তু সেই সময়ে অধ্যাপিকা বাহার জালালি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন একটা কিছু করতে হবেই। তিনি মনে করেছিলেন আফগান মহিলাদের পোশাক নিয়ে ভুল বার্তা যেতে শুরু করে দিয়েছে সারা বিশ্বে। তার পরেই ঝলমলে রঙিন পোশাক পরে তিনি ছবি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। হ্যাশট্যাগে লেখেন, ডুনটটাচমাহক্লোদস। উদ্দেশ্য একটাই তালিবানের পোশাকের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া। প্রবল জনপ্রিয় হয় সেই পোস্ট। তার দেখাদেখি অন্য আফগান মহিলারাও রঙিন পোশাক পরে নিজেদের ছবি পোস্ট করতে শুরু করে। নারী স্বাধীনতার পক্ষে সাওয়ালের পক্ষে তিনি বলেছেন, কেন তিনি এইভাবে পোশাক বিপ্লব করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি যখন সাত বছরের তখন তিনি আমেরিকায় বসবাস করতেন। ওয়াশিংটনের কাছে মেরিল্যাণ্ডে গ্লেনউডেতিনি থাকতেন। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আফগান মহিলারা হিজাব পরে না। আমরা শিফনের এক ধরনের স্কার্ফ পরে, যেখানে চুল দেখা যায় স্পষ্ট করে। আফগানিস্তানের ইতিহাস, ঐতিহ্য যারা জানেন তারা বুঝতে পারবেন সেদিন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব মহিলারা পোশাক পরে এসেছিল সেটা আফগান মহিলাদের পোশাক নয় বা তাদের সংস্কৃতি নয়। আফগানিস্তানে মেয়েরা ও ভাবে পোশাক পরে না। তারা রঙিন পোশাক পরতে ভালোবাসে। সেটা গোটা বিশ্বকে বোঝানোর দরকার রয়েছে। মাঝখানে দীর্ঘ সময় আফগানের বাইরে থেকেছেন। ২০০৯ সাল থেকে সাড়ে আটটি বছর কাবুলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান স্টাডি সেন্টারে জেন্ডার স্টাডি পড়াতেন। তারপরে তিনি আমেরিকাতে ফিরে আসেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

হে আমার পালনকর্তা তুমি আমার ভেতর থেকে সকল কপটতাকে দুর করে দাও এবং কপট মানুষও যদি আমার সঙ্গ লাভ করে তবে তারা যেন সহজ সরল হয়ে যায়

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন

১৩০ তম জন্মদিন পালন করা হচ্ছে দেশের সর্বত্র

রবীন্দ্রকুমার শীল

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ। এ বছর তাঁর ১৩০ তম জন্মদিন পালন করা হচ্ছে দেশের সর্বত্র। সূর্য সেন বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন মাস্টারি করার পর। তিনি প্রথম দিকে মাস্টার হয়ে দেশের ছাত্রদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলন দেশের তরুণদের যদি শিক্ষিত করা যায় তাহলে দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব। অশিক্ষিত তরুণ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে গেলে দেশের কপালে বহু দুঃখ লেগে থাকবে। সেই কারণে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে শিক্ষক হয়ে আগে দেশ থেকে অশিক্ষাকে দূর করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর সেই চিন্তা একেবারে ঘুরে গিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এর পিছনে কিছু কারণ লুকিয়ে রয়েছে। বিপ্লবী সূর্য সেন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে গ্রহণ করে নিজেকে তৈরি করা চেষ্টা করতে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় সময়েই বলতেন দেশের তরুণদের শিক্ষিত এবং শক্তিশালী করতে হবে। শিক্ষিত এবং শক্তিশালী তরুণ সমাজ গড়ে না তুলতে পারলে কিন্তু দেশকে গঠন করা একেবারে অসম্ভব। ইংরেজরা শিক্ষিত এবং শক্তিশালী। তার ফলে তারা বিশ্বকে নিজেদের কব্জায় রাখতে পেরেছে বলে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন। সেই কারণে তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে শিক্ষিত হওয়ার সুপরামর্শ দান করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মীয় নেতা হয়েও তিন কোনও সময়ে দেশের তরুণ সমাজকে বলেন নি গীতা পাঠ করতে। সেই কারণে মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁর ছাত্রদের কোনও দিন ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করতে শেখাননি। তিনি সব সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়তে তাঁর ছাত্রদের বলতেন। বলতেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস পড়তে। তিনি গীতা পড়ার ওপরে বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। তার কারণ তিনি একান্তভাবে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কোনও নিজেকে ভীতু করে রাখতেন না। তিনি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে ছিলেন যে ভারতবাসীরা শৌর্যের প্রতীক। তাদের ধর্ম হচ্ছে মানব সেবা। সেবাই করাই ভারতবাসীর মূল লক্ষ্য। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। শুধু পুজো অর্চনা ভারতবাসীরা করে না। তারা রীতিমতো পড়াশুনা করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে এবং শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। কলেজ জীবন শুরু হওয়ার সময় থেকেই তিনি স্বদেশি আন্দোলনের ওপরে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর বিপ্লবী দল তৈরি করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। তিনি তখন নিজেকে শিক্ষক হিসাবে প্রস্তুত

করা ব্রত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। দেশকে শিক্ষিত করাই ছিল তখন তাঁর মূল মন্ত্র। গান্ধিজির অহযোগ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে জাতীয়দাবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যখন তিনি বেরহামপুরে কলেজের ছাত্র ছিলেন। তখন তিনি চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধিজির পথকে অনুসরণ করাই তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার সূচনা। কিন্তু বাংলার তরুণ সমাজ গান্ধিজির আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। বাংলার অধিকাংশ তরুণরা বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল। মাস্টারদা সূর্য সেন পরবর্তীকালে বিপ্লবী অরবিন্দের কর্মধারার দ্বারা আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। বিপ্লবী অরবিন্দ যে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সূচন করে গিয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে একেবারে নিভে যায়নি। তার উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে চট্টগ্রামের মাস্টারদার বিপ্লবী কার্যকলাপ। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে শুধু মাত্র চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে কংগ্রেস তাদের আন্দোলনকে সীমিত রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মাস্টারদা সূর্য সেন সেই পথকে একেবারে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। বহু বার কংগ্রেস নেতারা চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দকে তাদের আন্দোলনে যুক্ত করানোর জন্য। কিন্তু বিপ্লবী অরবিন্দকে কংগ্রেসী আন্দোলন বেশি আকৃষ্ট করতে পারেনি। অরবিন্দ কলকাতায় এসে যুগান্তর বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করলেন। এবং অনুশীলন সমিতিকেও পরিচালনা করতে শুরু করলেন। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করা ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় পথ খোলা নেই সেই বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন অরবিন্দ। তারপরে অরবিন্দ বিপ্লবী পথ পরিহার করে আধ্যাত্মিক জীবন পণ্ডিচেরীতে অতিবাহিত করতে যখন চলে গেলেন তখনও তাঁর সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের যোগ ছিল। তিনি সেখান থেকে পরামর্শ দিতেন বটে। কিন্তু তিনি কোনও সময়ে আর প্রত্যক্ষ বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। কিন্তু তিনি যে মন্ত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন তা কিন্তু বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ধিক ধিক করে জ্বলতে শুরু করে দিয়েছিল। তার একেবারে নিভে যায়নি। বিপ্লবী ভগৎ সিং বিপ্লবী অরবিন্দের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মাস্টারদা সূর্য সেন যখন চট্টগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে গ্রহণ করে শক্তিশালী তরুণ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন থেকেই তার মনের মধ্যে একটি সুপ্ত বাসনা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল যে চট্টগ্রাম অঞ্চলটাকে স্বাধীন করতে হবে। সেখানে কোনও ইংরেজ প্রভুদের থাকা চলবে না। ভারতবাসীরা বিশেষ করে চট্টগ্রামের বাসীরা এই স্থানের প্রশাসন পরিচালনা করবে এবং একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেই স্বাধীন সরকারই চট্টগ্রামকে শাসন করতে থাকবে। কিন্তু তার জন্য তৈরি করতে হবে বাহিনী। তিনি বাহিনী তৈরি করতে তরুণদের শারীরিক কসরৎ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ওপরে জোর দিতে থাকলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে যদি চট্টগ্রামকে ইরেজ শাসন থেকে মুক্ত করা যায় তাহলে কিন্তু আবার চট্টগ্রামকে দখল করা ইংরেজদের পক্ষে অসম্ভব হবে। সেই কারণে তিনি চট্টগ্রামের প্রতিটি পরিবারের তরুণদের আহ্বান করলেন তাঁর বাহিনীতে যোগদান করতে। তিনি সেই সময়ে ইংরেজ শাসকদের বুঝিয়ে ছিলেন দেশের তরুণদের শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার জন্য ক্লাব খোলা হয়েছে। এই ক্লাবের লক্ষ্য হল শারীরিক প্রশিক্ষণ এবং তরুণদের শিক্ষিত করে তোলা। মাস্টারদা সুর্য সেনের নাম তখন চট্টগ্রামের ইরেজ শাসকেরা জানতো। তার অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছিল যে মাস্টারদা সূর্য সেন ছাত্র তৈরি করতেই এই সব শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তলে তলে ইরেজদের চট্টগ্রাম থেকে বহিস্কৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেটা ইরেজ শাসকেরা একেবারে অনুভব করতে পারেনি। তারা এই দিকটাকে একেবারে অবহেলা করলেই এর ওপরে নজর রেখে দিয়েছিল। কিন্তু সামরিক কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করলেন। গোপনে তরুণদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন সূর্য সেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ শাসকেরা দেশকে শাসন করছে কতগুলি প্রশাসনিক প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে। তার মধ্যে রয়েছে রেল ব্যবস্থা থেকে শুরু করে টেলিগ্রাম ব্যবস্থা। ইংজেদের মতো মিলিটারি প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না মাস্টারদা। তার ফলে ইংরেজরা দুর্বল মাস্টারদা বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিল। বিশাল বি প্লবী সংগঠন চালু রাখতে গেলে টাকার প্রয়োজন। সেই কারণে আসাম বাঙ্গাল রেলওয়ের কোষাগার লুঠ করে। সেই লুট করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিনি এবং তাঁর সহযোগী অম্বিকা চক্রবর্তীর দুই বছরের কারাগারে ছিলেন। পুলিশ সেই সময়ে তদন্ত করে বুঝতে পেরেছিল যে কোষাগার লুঠ করার পিছনে অন্য কোনও ছক রয়েছে। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েই সূর্য সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তীর ওপর আড়াল থেকে নজর রাখতে শুরু করে পুলিশের গোয়েন্দারা। তারা জানার চেষ্টা করে মাস্টারদার ক্লাব তৈরি করার পিছন অন্য কোনও রাজনৈতিক পরিকল্পনা রয়েছে কিনা। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পুলিশ সূর্য সেনের ঘরের খবর পায়নি। তার কারণ তিনি স্বয়ং ছাড়া আর কাউকে কোনও রকম ভাবে ক্লাব গঠন করার পিছনে তাঁর কোন কৌশল চলছে তা কেউ জানতে পারতো না।

আইসিসি-র রায় 'টয়লেট পেপার' বলছে রাশিয়া

আইসিসি-র রায় 'টয়লেট পেপার' বলছে রাশিয়া। তারা এই আইসিসি-র গ্রেফতারি পরোয়ানাকে একেবারে তোয়াক্কা করছে না। ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু করে নারী এবং শিশু নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে এসে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টে পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ফলে হেগ আদালতে কাঠগড়ায় উঠতে হবে একদিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে। যুদ্ধাপরাধে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। রাশিয়ার গোটা বিষয়টিকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে এটা এ ধরনের পাগলামি। রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ আইসিসির রায়তে টায়লেট পেপার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি টুইট করে বলেছেন যে আইসিসি পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। কিন্তু কাগজ কোথায় ব্যবহার করতে হয় সেটা আগে জানা উচিত। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। রাশিয়া আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে রায়কে অস্বীকার করলেও এর সঙ্গে যুক্ত থাকার রাষ্ট্রগুলিতে পুতিনের সফর করা চলবে না সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার শিশু অধিকার বিষয়ক প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশনার মারিয়া লোভা বেলোভার এর বিরুদ্ধে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আইসিসির সদস্য কোনও দেশে পা রাখ লেই এই দুইজনকে গ্রেফতার করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আইসিসির আইনজীবী করিম খান বলেছেন য আইসিসির সদস্য দেশ হচ্ছে ১২৩টি। এর কোনও একটিতে প্রবেশ করলে গ্রেফতার করা হবে পুতিনকে। তবে আইসিরি কেনও নিজস্ব বাহিনী নেই। সহযোগী দেশগুলির বাহিনীর ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে। ফলে যদি কোনও দেশ তাদের মত বদল করে তাহলে আইসিসির কোনও কথা বলার অধিকার নেই। তবে এই ঘটনা অস্বাভাকি নয়। কারণ অপরাধী যখন পুতিন স্বয়ং। এর আগে সুদানের প্রাক্তন নেতা ওমর আল-বশিরের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে। আইসিসির গ্রেফতরি পরোয়না থাকা সত্ত্বেও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, জর্ডনসহ বেশ কয়েকটি দেশ ঘুরেছেন। ২০১৯ সালে ওমর গদিচ্যুত হন। তারপরে সুদান তাকে আইসিসির হাতে তুলে দেয়নি। কলম্বিয়া আইন স্কুলের অধ্যাপক ম্যাথু বলেছেন, আইসিসি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাকে কার্যকর করাটা খুবই কঠিন হবে। কারণ আমেরিকা চিনের মতো রাশিয়া আইসিসির সদস্য নয়। আইসিসি পুতিনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করতে পেরেছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ইউক্রেনের বিচার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে আইসিসি। এদিকে রাশিয়া পুরো প্রক্রিয়াকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে তাদের কোনও নাগরিককে আইসিসির হাতে তুলে দেবে না। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি লোভাবেলোভা বলেছেন, ওই আদালতে বিচার ব্যবস্থাকে রাশিয়া মানে না। ফলে আইনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যাবে যে এটা একেবারে ফাঁকা। অভিযুক্ত লোভাবেলোভা বলেছেন, এমনিতে আমার বিরুদ্ধে বহু দেশে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তবুও তার মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছি। কোনও কিছুতেই বাধা পাইনি। জাপান আমার কাজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু আমরা কাজ চালিয়ে যাব। রাশিয়ার সরকারি চ্যানেলের প্রধান মার্গারিটো সিমেন্যান সোশ্যাল মিডিয়াতে বলেছেন, দেখি কোন দেশ পুতিনকে গ্রেফতার করে। আইসিসির বক্তব্য এর আগে বহু রাষ্ট্র নেতা আইনের সাজা ভোগ করেছেন। আইনজীবী খান বলেছেন, অনেকেই ভেবেছিলেন তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবেন। কিন্তু দেখ তে পাওয়া গিয়েছে আইনের জালে ফেঁসে গিয়েছিলেন। লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট জেমস টেলরকে ২০১২ সালে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। যুগাস্লাভ যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত সাইবেরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট স্লোবোডান মিলোসেভিক বিচার চলাকালীন দ্য হেগ কুঠুরিতে মারা গিয়েছিলেন। ২০০৮ সালে ধরা পড়েন বসনিয়ার প্রাক্তন নেতা রডোভান কারাজিক। গণহত্যায় দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। তাঁর মিলিটারি নেতা রাটকো মাডিক ২০১১ সালে গ্রেফতা হন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল তাঁর। রাশিয়ার বিরুদ্ধেও আশাবাদী আইসিসি। এদিকে তিন দিনের চিন সফর করতে শুরু করে দিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। চিন এবং রাশিয়া কোনও আন্তর্জাতিক আইনকে একেবারে তোয়াক্কা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এর জন্য এই দুই দেশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তারা শক্তিশালী সেনা বাহিনী তৈরি করে যখন তখন যা বলছে তাই সবাকে মান্য করে চলতে হবে সেই দিনটাকে এখন ভুলে যেতে হবে। রাশিয়া আজকে যেটাকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে কালকে সেটা বেঠিক পর্যায়ে চলে যাবে। এদিকে চিনের সঙ্গে রাশিয়ার সামরিক বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

'ভারতের সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ বিজয় অর্জন কঠিন হতো'

এ দিকে ভারতের সহযোগিতা ছাড়া এ বিজয় অর্জন কঠিন হতো।বাংলাদেশ বিজয়ের গৌরবগাথামুক্তিযুদ্ধে অনেক দেশ সক্রিয়ভাবে বংলাদেশকে সহযোগিতা করে। কেউ আবার সমর্থন জানায় নীতিগতভাবে। রাষ্ট্র হিসেবে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে প্রতিবেশী ভারত। তারা নিজের দেশে বাংলাদেশের মানুষকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, সেনাবাহিনীসহ সব ধরনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহায়তা দিয়েছিল। ভারতের সামরিক সহায়তার কারণেই মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। ভুটানের পর দ্বিতীয় বিদেশী রাষ্ট্র হিসেবে ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। উপমহাদেশের পরাশক্তি ভারতের এই স্বীকৃতি বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়ে ভূমিকা রেখেছিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে দেয়া চিঠিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানান এবং ভারতের পার্লামেঃেট ওই দিন সকালে এ বিষয়ে তার বিবৃতির কথাও উল্লেখ করেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে লেখা ইন্দিরা গান্ধীর সেই চিঠি স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষের দিনগুলোয় মুজিবনগর সরকারকে তাৎপর্যপূর্ণ প্রেরণা জুগিয়েছিল। জুলাই থেকে নবেম্বর পর্যন্ত ভারত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার প্রত্যাশিত সমাধানের জন্য কূটনৈতিক ও সামরিক প্রচেষ্টা জোরদার করে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সব ধরনের সমর্থন দেয়ার জন্য ভারত তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দেন দরবার করে এবং কার্যকর কূটনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন আদায় করে নেয়। ৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে ভারত। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিত্রশক্তি হিসেবে অংশগ্রহণের ফলশ্রুতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হয়। ভারতের পর মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় মিত্রশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। দেশটি ভারতকে আশ্বাস দেয়, যুক্তরাষ্ট্র বা চীন যুদ্ধে সম্পৃক্ত হলে তারা এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কেবল আমাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেই নয়, বাংলাদেশের পুনর্বাসন কাজেও সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশে দাঁড়িয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণে রাশিয়ার অনেককে জীবন দিতে হয়েছে। ১৯৭১-এর ৩ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেঃট ইয়াহিয়া খানকে লেখা সোভিয়েত প্রেসিডেঃট নিকোলাই পদগোর্নির চিঠিতে শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের খবরে উদ্বেগ, শক্তি ব্যবহার না করে রাজনৈতিক পথেই সংকট মোকাবিলার পরামর্শ ও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার কথা রয়েছে। ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হলে ভারতের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশটি ছিল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভুটান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৩ ডিসেম্বর তারা স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। সরকার ছাড়াও তৎকালীন ভুটানের জনগণ বাংলাদেশের প্রতি তাদের নৈতিক সমর্থন জানায়। সমাজকর্মী হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন উগিয়েন তেসারিং যিনি বিদেশী বন্ধু হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা লাভ করেছেন। নেপালের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে সরকারী ও বেসরকারীভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রথমত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি অংশ গুর্খা রেজিমেঃট। গুর্খারা মূলত নেপালী। এরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। সেসব সৈন্যের এখনও অনেকে জীবিত আছেন এবং নেপালে বসবাস করছেন। অন্যদিকে ভারতে নির্বাসিত নেপালের কৈরালা পরিবার যুদ্ধে অংশ নেয়। তারা কিছু অস্ত্রও জোগাড় করেছিলেন। ভারতীয় নেতা জয় প্রকাশ

নারায়ণের অনুরোধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সেগুলো দিয়ে সাহায্য করেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর প্রথম বিদেশী সুপ্রশিক্ষিত তিব্বতী বাহিনী রেজিমেঃট স্পেশাল ফ্রঃিটয়ার ফোর্স (এসএফএফ) আমাদের হয়ে লড়াই করেছে। চীনের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে লড়ার জন্য গঠিত দেরাদুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই তিব্বতী গেরিলারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের হয়ে লড়েছেন। ব্রিগেডিয়ার দাপোন রাতুকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী মিজোরামের দেমাগিরি ঘাঁটিতে মোতায়েন হবার পর তিব্বতী কমান্ডোরা প্রথম লড়াই করেছে মিজো গেরিলাদের বিরুদ্ধে। পরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিব্বতী গেরিলাদের বিজয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে। তাদের সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণক্ষ রাখতে তাদেরকে চারটি এমআই ফোর হেলিকপ্টার বরাদ্দ দেয়া হয়। মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলো এবং ধীরে ধীরে ওগুলো জয় করতে শুরু করে। যুদ্ধের শেষ দিকে পাকবাহিনীর ৯৭ ব্রিগেড ও দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন পার্বত্যাঞ্চল দিয়ে বর্মার দিকে পিছু হটতে চাইলে তিব্বতী বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করে। কাপ্তাই বাঁধ ধ্বংস, পার্বত্য চট্টগ্রামকে মিজোদের দখল থেকে মুক্ত করে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য যুদ্ধের অনুকূল পরিবেশ তৈরির সেই মিশন অত্যন্ত সফলভাবেই সম্পন্ন করে এসএফএফ। একাত্তরের বিজয়ের দিনটিতে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল তিব্বতী এই পাহাড়ী যোদ্ধারা। ঠিক তার আগে দোহাজারী ব্রিজ ধ্বংস ও দখল করে পাকিস্তানীদের বর্মায় পালানোর পথ রুদ্ধ করে দেয় তারা। শত্রুমুক্ত চট্টগ্রামে প্রটোকল ভেঙ্গেই কুচকাওয়াজ করে এসএফএফ। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধুর ভূমিকা পালন করে যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে র সদস্যরা জোরালোভাবে বাঙালীর স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থন জানান। শরণার্থীদের জন্য অর্থ ও ত্রাণ সহায়তা দেন। একাত্তরের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাক্রম সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানাতে যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২৫ মার্চ গণহত্যার কয়েক দিনের মধ্যেই হাউস অব কমন্স সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। ২৯ মার্চ হাউস অব কমন্স সভায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্রও কমনওয়েলথবিষয়ক সচিব স্যার এ্যালেক্স ডগলাস হিউম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানোয় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পাকিস্তানকে তাদের সামরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের পরামর্শ দেন। কয়েকজন ব্রিটিশ এমপি নিজেদের উদ্যোগে পশ্চিম বাংলায় শরণার্থী শিবির ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রতি সহমর্মী ও সমব্যথী ব্রিটিশ পার্লামেঃেটর এমপিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন রাসেল জন স্টোনহাউস। হাউস অব কমন্স সভায় তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করবেই। স্বাধীনতা লাভ করতে তাদের অনেক সময় লাগতে পারে। এক হাজার মাইল দূরের ৭৫ মিলিয়ন মানুষের একটি দেশে পাকিস্তান তাদের শাসন ধরে রাখতে পারবে না। বিশেষ করে সেখানকার মানুষ যখন তা চাইছে না।' মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের সহায়তার পরিমাণ ছিল এক কোটি ৪৭ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড। মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলে জাপানী জনগণ ও সরকার। জাপানী সমর্থনের নেপথ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন জাপান ডায়েটের প্রভাবশালী সদস্য হায়াকাওয়া। পাক বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞে জাপান সরকার উদ্বেগ প্রকাশ এবং জাপানী জনগণের প্রতিবাদের প্রেক্ষাপট তৈরিতে উদ্যোগ নেন হায়াকাওয়া। জাপানী মিডিয়াও পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জাপানীদের সমর্থনের লক্ষ্যে জাপানের বুদ্ধিজীবী, শিল্প মালিক, শ্রমিক, ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে জাপান তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়। স্বীকৃতিদানের এক মাসের মধ্যে ঢাকায় জাপানী দূতাবাসের কার্যক্রম শুরু হয়। হায়াকাওয়ার নেতৃত্বে তিন সদস্যের জাপানী সংসদীয় প্রতিনিধি দল প্রথম বাংলাদেশ সফরে আসে। দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী সাতোর কাছে বাংলাদেশকে ১০ মিলিয়ন ডলারের জরুরী অনুদান প্রদান এবং পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের হিস্যা আদায়ে জাপানের মধ্যস্থতা করার দুটি প্রস্তাব পেশ করেন। মুসলিম এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মিসর এবং ইরাক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথমদিকের রাষ্ট্রগুলোর একটি মিসর। দেশটির মিডিয়ায়ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে কায়রোর আধা সরকারী সংবাদপত্র আল আহরামে সম্পাদক ড. ক্লোভিস মাসুদ ভারত থেকে শরণার্থীদের নিরাপদে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাগিদ দেন। এর পাশাপাশি একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের কথাও বলেন। এছাড়া কিউবা, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তারা নানা রকম কর্মসূচী পালন করে। অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচার মাধ্যমগুলো পাক বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে ছিল সোচ্চার। তাদের একাত্মতা বাঙালীর যুদ্ধজয়ে অনুপ্রেরণা ও শক্তির অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে। বাংলার আকাশে নতুন সূর্য উদিত হয়েছে।

চোরকে গণপ্রহার

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২২ মার্চ ঃ ভরদুপুরে তালা ভেঙে বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা, চোরকে গণধোলাই এলাকাবাসীর। ঘটনাটি ঘটেছে কান্দি ও বহরমপুর থানার মাঝামাঝি উদয়চাঁপুরের নতুন রাস্তাপাড়া গ্রামে। চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য পড়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকাবাসীরা জানান, বুধবার দুপুরে ১টার সময় সমসুদ্দিনের বাড়িতে বাড়িতে কেউ ছিল না, সেই সময় দু'জন একটি বাইকে এসে একজন বাড়ির তালা ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢুকে এবং ভিতরে থেকে খিল দিয়ে বাড়িতে থাকা সোনা ও চাঁদির জিনিসপত্র চুরি করছিল। আর অন্যজন রাস্তার উপর বাইকে বসে বসে নজরদারি করছিল। পাশের বাড়ির মানুষের সন্দেহ হলে বাড়ির মালিক সমসুদ্দিনকে ফোনে ডাকেন এবং এসে দেখা যায় বাইকে থাকা ব্যক্তি পালিয়ে যাচ্ছে। এরপর বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায় তালা ভাঙা অথচ দরজা লাগানো। চিৎকার করতেই প্রাচীর টপকে চোর মাঠের দিকে পালাতে থাকে। গ্রামবাসীরা চোরকে ধরে জিজ্ঞাসা করে কী কী জিনিস চুরি করেছে, কিন্তু চোর অস্বীকার করে। এরপর শুরু হয় গণধোলাই, চোরের কাছ থেকে বেরোতে থাকে সোনার গয়না, হেড ফোন ইত্যাদি। এরপর তাকে গাছে বেঁধে জিজ্ঞাসা করা হয় বাড়ি ও নামধাম। জানা গিয়েছে তাঁর নাম রমজান সেখ, বহরমপুর থানার অন্তর্গত খাগড়া স্টেশনে বাড়ি তার। সঙ্গে থাকা অপর জনের বাড়ি বেলডাঙা। ধৃত চোর রমজান সেখ বলে, আমরা প্রথমে কান্দি থেকে হেডফোন এবং কিছু চাঁদির গয়না চুরি করে তারপর এখানে এসেছি। নেশার মধ্যে করেছি আমাকে ছেড়ে দিন। বাড়ির মালিক সামসুদ্দিন সেখ বলেন, এর আগে সোনার আঙটি, বালা চুরি হয়েছে, আজকে আবারও তালা ভেঙে চুরি! আমরা গরীব মানুষ, জিনিসপত্র যাতে ফির পাই তার ব্যবস্থা করুক পুলিশ। এরপর বহরমপুর থানার পুলিশ এসে ধৃত চোর রমজানকে ধরে বহরমপুর থানায় নিয়ে আসে। যদিও এই চুরির ঘটনা প্রথম নয়, এর আগেও দুবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য এলাকায়।

পথ দুর্ঘটনায় বাস

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২২ মার্চ ঃ আবারও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। যাত্রী বোঝাই বাসের পেছনে সজোরে লরির ধাক্কা। যদিও অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল বাসে থাকা যাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গিয়েছে, কলকাতা থেকে শিলিগুড়িগামী বাসটি যাওয়ার সময় দুটি লরি একে অপরকে টেক্কা দিয়ে চালাচ্ছিল। তখনই একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটির পিছনে সজরে ধাক্কা মারে। বাসটির পিছনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভেঙে যায় বাসের বেশ কিছু অংশ। যদিও বাসের মধ্যে ছিল প্রচুর সংখ্যক যাত্রী তবে দুর্ঘটনা হলেও অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান যাত্রীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় পুলিশে। একসঙ্গেই ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে দুর্ঘটনার তদন্তে নেমেছে। তবে এই ঘটনায় ঘাতক লরির চালক ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দীর্ঘদিন ধরে যেমন কাজ চলছে তেমনি পথ দুর্ঘটনার সংখ্যাও বাড়ছে। স্থানীয়দের দাবি, যতদিন না পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তার কাজ শেষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের কড়া নজর রাখা উচিত, না হলে যতদিন যাবে ততই বাড়বে দুর্ঘটনা।

মহিলাদের নথিপত্র সংগ্রহ করে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে প্রতারণা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ মার্চ ঃ নাম মাত্র টাকার বিনিময়ে এলাকার বেশ কিছু মহিলাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে এবং তা ব্যবহার করে তাদের নামে একাধিক ব্যাঙ্ক ও মাইক্রো ফাইনান্স সংস্থা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে সেই টাকা শোধ না করার অভিযোগ উঠল সমাপ্তি মহাপাত্র ও শিখা মহাপাত্র নামে দুই মহিলার বিরুদ্ধে। বাঁকুড়ার কোতলপুরের খুনডাঙ্গার ঘটনা। খুনডাঙ্গা গ্রামের সমাপ্তি মহাপাত্র ও শিখা মহাপাত্র সম্মিলীত ঋণ নিলেও বর্তমানে তা না করায় ঋণদাতা ব্যাঙ্ক ও সংস্থার তরফে ঋণগ্রহিতাদের ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়া শুরু হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই বুধবার ওই দুই মহিলার বাড়িতে ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মহিলারা। খবর পেয়ে গ্রামে পৌঁছায় কোতলপুর থানার পুলিশ। পুলিশের তরফে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হলে বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয় মহিলারা। স্থানীয় সূত্রে জানা খবর, কোতলপুরের খুনডাঙ্গা মহাপাত্রপাড়া এলাকার বাসিন্দা সমাপ্তি মহাপাত্র ও শিখা মহাপাত্র এলাকার মহিলাদের নথি সংগ্রহ করে তাঁদের নামে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও মাইক্রো ফাইনান্স সংস্থা থেকে ঋণ তোলেন। বিনিময়ে এলাকার মহিলাদের মাথাপিছু মাত্র দু'হাজার টাকা করে সাহায্যও করেন। সমাপ্তি ও শিখা মহাপাত্র সেই ঋণের মাসিক কিস্তিও এতদিন পরিশোধ করে আসছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা একাধিক কিস্তি শোধ না করায় ব্যাঙ্ক ও মাইক্রো ফাইনান্স সংস্থার আধিকারিকরা এলাকার মহিলাদের বাড়িতে গিয়ে কিস্তির টাকা দেওয়ার চাপ দিতে শুরু করেন। যা শুনে রীতিমতো আকাশ থেকে পড়েন ওই মহিলারা। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষোভের পারদ চড়তে থাকে এলাকার মহিলাদের। এদিন সকালে এলাকার মহিলারা সম্মিলিতভাবে চড়াও হন সমাপ্তি ও শিখা মহাপাত্রর বাড়িতে। দু'জনের বাড়ি ঘেরাও করে শুরু হয় বিক্ষোভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোতলপুর থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, তাঁরা জানতেনই না যে তাঁদের নামে এমন লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ তুলে তা আত্মসাৎ করেছেন ওই দুই মহিলা। এরকম প্রায় ৯০ জন মহিলা আছেন বলে তারা দাবি করেন। অভিযুক্ত সমাপ্তি মহাপাত্র অন্যের নামে ঋণ নেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ঋণের কিস্তি তিনি শোধও করে যাচ্ছিলেন। বর্তমানে আর্থিক সমস্যার কারণে শেষ দু'মাসের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় সমস্যা তৈরি হয়েছে।

বর্ধমানে পথশ্রী ট্যাবলোর উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ মার্চঃ রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তার নির্মান, পুনঃনির্মান ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন পথশ্রী প্রকল্পের কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে রাজ্যের বারো হাজার কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। বুধবার পথশ্রী প্রকল্পের প্রচারের জন্য বুধবার সুদৃশ্য ট্যাবলো উদ্বোধন করলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা। জেলাশাসক ছাড়াও ট্যাবলো উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মন্ডল। এদিন জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা জানান, আমাদের এই সুদৃশ্য ট্যাবলো বর্ধমান পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় যাবে, পাশাপাশি জেলার কিছু কিছু ব্লকে ঘুরবে এই ট্যাবলো। মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে যে নতুন রাস্তা উদ্বোধন হবে তারই প্রচার করবে এই ট্যাবলো। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল জানিয়েছেন, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে তারই প্রচার ট্যাবলো আজ জেলা থেকে উদ্বোধন করা হলো। বর্ধমান পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা সহ বিভিন্ন সাবডিভিশনেও ঘুরবে এই ট্যাবলোটি। জনবহুল এলাকায় মানুষের কাছে পথশ্রী প্রকল্পের প্রচার করা হবে এই ট্যাবলোর মাধ্যমে।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারায় যাবজ্জীবন

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২২ মার্চ ঃ ৪ বছর আগে গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শাশুড়ি ও ভাসুরের। গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিল মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা আদালতের বিচারক সৌমেন গুপ্ত। বুধবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম দ্রুত নিস্পত্তিকরণ আদালতের বিচারক অভিযুক্ত হারাধন সেখকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে ভরতপুর থানার চোয়াতোড় গ্রামের গৃহবধূ শান্তনা বিবির বিয়ে হয়েছিল কান্দি থানার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামে। বিয়ের পর পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে শাশুড়ি মঞ্জিলা বিবি ও ভাসুর হারাধন সেখের বিরুদ্ধে। এরপর মৃত শান্তনা বিবির মা তানজিলা বেওয়া ভরতপুর থানায় মেয়েকে খুনের অভিযোগ দায়ের করলে অভিযুক্ত হারাধন সেখ ও মঞ্জিলা বিবিকে গ্রেফতার করে ভরতপুর থানার পুলিশ। যদিও বিচারাধীন থাকাকালীন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় মঞ্জিলা বিবির। বুধবার সেই মামলায় ১৭ জন সাক্ষ্য গ্রহণের পর কান্দি আদালতের বিচারক অভিযুক্ত হারাধন সেখকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ সহ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত শান্তনা বিবির মা তানজিলা বেওয়া বলেন, আমার মেয়েকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে, আর ফিরে পাব না! প্রতি রাতে আমার বুক জ্বলে। তবে আদালতের রায় শুনে মনটা অনেক শান্তি পেল।

দলিল জাল করে প্রতারণা

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ২২ মার্চ ঃ নকল (জাল) দলিল করে ১ একর ৮৪ শতক জমি নিজের নামে রেকর্ড করে নেওয়ার অভিযোগ উঠল কালনায়। কালনার রসুলপুর এলাকার মেহের আলী শেখ নামে ১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। তার পরই কালনা-১ নম্বর ব্লকের ভূমি সংস্কার দপ্তর অফিসে অভিযোগকারীদের ডেকে শুনানি করলেন কালনা-১ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সৈয়দ মাসদুল আনোয়ার। কালনার রসুলপুর গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ আবদুল হাসান, ইরফান আলী মল্লিকের পরিবার ও সৈয়দ আমিরুল ইসলাম কালনা বিএলআরও অফিসে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই বিষয়টি খতিয়ে দেখে জানা যায় মেহের আলী শেখ, সৈয়দ আবদুল হাসানের পরিবর্তে অন্য লোক নিয়ে গিয়ে নিজের নামে রেকর্ড করে নেয় মেহের আলী। পরবর্তী সময় সৈয়দ আব্দুল হাসানের পরিবারের লোকেরা তা জানতে পেরেই অভিযোগ দায়ের করেন কালনা ১ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরে। একইভাবে বাকিদের জমিও নিজেদের নামে রেকর্ড করিয়ে নেয় মেহের আলী। এরপর ওই তিন ব্যক্তি ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগের ভিত্তিতে, কালনা-১ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দপ্তরে শুনানি শেষে বিএলআরও সৈয়দ মাসদুল আনোয়ার বলেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেছি আমরা। ওনারা প্রতারিত হয়েছেন। আমরা আইন অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তির তরফে এই বিষয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

বিস্ফোরণ কেঁপে উঠল বহরমপুর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২২ মার্চ ঃ ভরদুপুরে বহরমপুরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। এক ব্যবসায়ীর তালাবন্ধ বাড়িতে ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্থানীয়রা। মজুত বোমায় বিস্ফোরণ, বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ঘটনাটি ঘটে বুধবার দুপুরবেলায় বহরমপুর থানার পাকুরিয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেল তিনটে নাগাদ পাকুরিয়া এলাকার বাসিন্দা বাচ্চু মন্ডলের বাড়ির সামনে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান এলাকার বাসিন্দারা। বিস্ফোরণের শব্দে বাচ্চু মণ্ডলের বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে যায় এবং এক প্রতিবেশী অজ্ঞান হয়ে যান। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত বহরমপুর থানার পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছায়। বাচ্চু মন্ডল স্ত্রী মাম্পি মন্ডল বলেন, আমার স্বামী আগে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস করতেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তিনি রাজনীতি ছেড়ে জমি বিক্রি এবং মিষ্টির দোকানের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। আমার স্বামীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য কেউ বা কারা চক্রান্ত করে বাড়ির সামনে বোমা রেখে গিয়েছিল বলে আমার সন্দেহ। কিন্তু কোনওভাবে সেই বোমাগুলি আজ দুপুরে ফেটে যায়। আমরা পুলিশকে বলেছি গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখার জন্য। বহরমপুর থানার আধিকারিকরা বলেন, প্রাথমিক তদন্তে তাদের অনুমান কমপক্ষে তিনটি বোমা একসঙ্গে বিস্ফোরণ হয়েছে ওই এলাকায়। কে বা কারা বোমাগুলি এলাকাতে রেখে গিয়েছিল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনাতে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

মালদায় মাটি খোঁড়ার সময় প্রাচীন পাথর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মার্চ ঃ ভবন নির্মাণের জন্য মালদা আদালত চত্বরে চলছিল খনন কাজ। মাটি খোঁড়ার সময় বেরিয়ে প্রাচীন পাথর। প্রায় ত্রিভুজ আকৃতির একটি পাথর, চারিদিকে নকশা কাটা, মাথার উপর ছোট গর্ত। আদালত চত্বরে এমন পাথর উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রথমে দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন এই পাথর পতাকা উত্তোলনের জন্য ব্যবহার করা হতো হয়তো। কারণ বর্তমান মালদা জেলা আদালত চত্বর এক সময় নীলকর সাহেবদের নীলকুঠি ও অফিস ছিল। আবার অনেকের ধারণা এই পুরনো পাথরটি শিবলিঙ্গ। বিভিন্ন মানুষ নানান মতামত দিচ্ছেন। যদিও জেলার ইতিহাসবিদরা পাথরটি দেখে অনুমান করছেন, এটি পাল সেন আমলের ইতিহাস। এই পাথরটি আসলে ভোটিভ স্তূপ। বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন। মালদার জগজীবন পুর গ্রামে বৌদ্ধবিহার আবিস্কার হয়েছে। তাই থেকে প্রমাণিত মালদায় বৌদ্ধদের অবস্থান ছিল। তাই ভোটিভ স্তূপ উদ্ধার হওয়াও স্বাভাবিক। তবে ইংরেজবাজার চত্বরে এই স্তূপ উদ্ধার কিছুটা অবাক করছে জেলার ইতিহাসবিদের। কারণ এর আগে এই এলাকায় বৌদ্ধদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে মালদায় এই ধরনের ইতিহাস আবিষ্কার স্বাভাবিক। কারণ এখানে বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার হয়েছে। আদালত চত্বরে উদ্ধার এই ইতিহাসের সংরক্ষণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামল তৃণমূল

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২২ মার্চ ঃ পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি প্রকল্পে কেন্দ্রের বঞ্চনাসহ কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে বুধবার অনুষ্ঠিত হলো নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এক বিশাল প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিল। বুধবার বিকেলে নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক অফিসের সামনে থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমানকৃষ্ণ সাহা, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল কর, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস ঘোষ-সহ সংগঠনের বিভিন্ন নেতৃত্ব ও কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক। এদিনের এই মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ও ঝাঁজালো আক্রমন করতে শোনা যায় তৃণমূলের তরফে। এদিনের মিছিল থেকে আঁধার-প্যান সংযুক্তিকরণের জন্য এক হাজার টাকা ফাইন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল কর বলেন, এটা একটা তুঘলকি সিদ্ধান্ত। এটা লুটের সরকার চলছে, এখন তো হাজার টাকা ফাইন করছে। শুনছি আগামী দিনে ফাইন আরও বাড়বে, সাধারণ মানুষের থেকে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা লুটছে, সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে। তিনি আরও বলেন, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এর তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাই। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদি সরকারের পতন নিশ্চিত। এদিনের এই প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিল সন্ধ্যা ছ'টায় মহেশগঞ্জ হাসপাতালের সামনে শেষ হয়। সেখানেই বক্তব্য রাখেন পৌরপতি বিমানকৃষ্ণ সাহা। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, কেন্দ্র সরকার যেভাবে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা করছে আমরা আন্দোলন করে দাবি আদায় করেই ছাড়বো। সব মিলিয়ে একাধারে যেমন রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন দুর্নীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীদের নাম জড়িয়েছে, আবার একাধিক নেতৃত্ব জেলে, সেখানে এদিনের নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে এত সংখ্যক কর্মী-সমর্থক উপস্থিতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/প্রোজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইন নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ জিএসইউ-টিআরডি-এবিএসএস-১৫ এসটিএন-০০১-২৩, তারিখ ঃ ১৫.০৩.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে বর্ধমান, রামপুরহাট, বোলপুর, পাকুড়, নবদ্বীপ ধাম, খাগড়াঘাট স্টেশন, শেওড়াফুলি, বালি, আজিমগঞ্জ, ডানকুনি, সাঁইথিয়া, কাটোয়া, তারকেশ্বর, চন্দননগর, অম্বিকা-কালনা স্টেশনের মানোন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত ৫০ হার্ৎজ সিঙ্গল ফেজ ২৫ কেভি এসি ওএইচই ডিজাইন, সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ এবং তার পরিবর্তন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,৪৩,৬১,০১৭.৩০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৭১,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৪.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০টা। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডার-দাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান– ই-টেন্ডারিং সম্পর্কিত বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিরমূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডারিং পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ইএমডি বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-459/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **(সিনি. ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ)ঃ ক্রমিক নং-১। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ২২৬_২০২২-২৩, তারিখ ঃ ২১.০৩.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে বর্ষাকালে আপৎকালীন সামগ্রী হিসাবে পাথর খাদানের স্টোন ডাস্ট। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১০,৩১,৩১০.৭৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০৫,২০০ টাকা। **ক্রমিক নং-২। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ২২৭_২০২২-২৩, তারিখ ঃ ২১.০৩.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে বর্ষাকালে আপৎকালীন সামগ্রী হিসাবে বুল্লা/রেল পাইলিং সরবরাহ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯৪,০৩,১৭৯.৪২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৮৮,১০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১১ (এগারো) মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৪.২০২৩ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডার-দাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান– ই-টেন্ডারিং সম্পর্কিত বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিরমূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডারিং পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ইএমডি বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-458/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

Office of the
RAMMOHAN-II GRAM PANCHYAT
(Under Khanakul-I Panchyat Samity)
Vill-Sekendarpur, P.O.- Helan, P.S.-Khanakul, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দক্ষ ঠিকাদারগনকে জানানো যায় যে, রামমোহন-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে 15th CFC তহবিল থেকে **NIT No-64/RAM-II/2023 (Ref:- WB/HOOG/KHAI/RAM-II/64/22-23)** তাং **17/03/2023** মোট ৪টি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আবেদনের শেষ তারিখ **25/03/2023**। বিশদ বিবরনের জন্য পঞ্চায়েত কার্যালয়ে কাজের দিন যোগাযোগ করুন।

Sd/-Prodhan
Rammohan-II Gram Panchyat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati,
PO & Dist. - Hooghly, West Bengal.
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from the bonafide Authorized Dealer for the (1) Supply of 01 No. Mobile Bio Toilet Trailer for 6 Seater as per specification. Last date of submission of E-tender is **08.04.2023. Tender ID No.: 2023_MAD_497214_1. NIT No.: WBMAD/C/HCM/SWM/NIT7/3e/23.** For more details please visit the website i.e. **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

G20

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন সিলকরা "**ওপেন টেন্ডার**" অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

কাজের নাম	ই-টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য	বায়না মূল্য
বিনা-ঝাঁসি সেকশান ঃ চ্যানেল স্লিপার সঙ্গে এইচ-বিম স্লিপার বদল গুরুত্বপূর্ন ব্রিজে নং. ১০০৬ / ১ ডাউন ও আপ মেন লাইনে।	জেএইচএস-ইঞ্জি-সি-২০২৩-২৭	₹ ২২৮৪৯২৬০.২৩	₹ ২৬৪৩০০.০০

টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ২০.০৪.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা।

সম্পাদনের তারিখ / মেয়াদ গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে ঃ ৬ মাস।

-টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে **২০.০৪.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত।

-বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট- **www.ireps.gov.in**।

422/23(K)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

e-Tender Notice

NIT NO-WB/BWN/KGP/NIT 17/2022-23 dt-22-03-2023
NIT NO-WB/BWN/KGP/NIT 18/2022-23 dt-22-03-2023
NIT NO-WB/BWN/KGP/NIT 19/2022-23 dt-22-03-2023

Online Bids are invited for the year 2022-2023 from bonafied contractors for Listed works under SBM, 15 TH FC TIED AND 15 TH FC UNTIED. Last Date of Online bid Submission **30-03-2023.** For details information contact

Sd/-PRODHAN
KHANDAGHOSH GRAM PANCHAYAT
KHEJURHATI, OARI, PURBA BARDHAMAN

INVITING TENDER NOTICE

Undersigned is inviting Tender notice towards **NIT No. 27/Dev/EO/Pur/2022-23 Date. 16.03.2023.** Last date of submission of tender is **up to 4:00 pm., 29.03.2023** and will be opened **on 31.03.2023 at 04:00 p.m.** For details pl. contact to the office of the undersigned or visit the website **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
Pursurah, Hooghly

Corrigendum Notice
e-TENDER NO: 7/MJDGP/2022-23, Dated 20/03/2023

Bidders must submit their labour registration certificate, otherwise the bidder will not consider as eligible.

Sd/- Pradhan
Majhidih Gram Panchayat

Khandari Gram Panchayat
Unara-Jambedia , Bankura
e-NIT No.-05/KGP/23 Dated-22/03/2023
e-NIT No.-06/KGP/23 Dated-22/03/2023
e-NIT No.-07/KGP/23 Dated-22/03/2023

*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from **www.wbetnder.gov.in** and Khandari Gram panchayet Office.

Sd/-Pradhan
Khandari Gram Panchayat

Panchghara Gram Panchayat
Joykrishnapur, Begampur, Hooghly
NOTICE OF INVITING TENDER

The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: **NIT NO: PGP/188/2023, DT: 21/03/2023**, Sl No: 1, **NIT NO: PGP/189/2023, DT: 21/03/2023**, Sl No: 1 to 3 and **NIT NO: PGP/190/2023, DT: 21/03/2023**, Sl No: 1 to 2, Bid submission start date (Online) **21/03/2023 at 6.30 pm** and last date for online Bid submission **up to 28/03/2023 3.00 pm.** The details information and uploading / Downloading are available in the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan,
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT

Franklin Templeton Mutual Fund

Cordially invites you for a program under it's
Investor Education and Awareness Initiative.

Venue :
Delicious Food & Beverages (Yellow Chilli),
Opp Cosmos Mall, Siliguri-734001

Date: 25th March, 2023
Time: 7.00 p.m.

Contact Person: Ajit Kumar Gupta (8388818301)

Due to limited seats, entry will be provided to registered attendees only. Please call on the above number to register by tomorrow.

All Covid protocols will be followed.

We look forward to your participation.

FRANKLIN TEMPLETON

Registered office: One International Centre, Tower 2, 12th & 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai - 400013

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Franklin Templeton Mutual Fund

Cordially invites you for a program under it's
Investor Education and Awareness Initiative.

Venue :
RUPS, Dankuni,
TN Mukherjee Rd, Hooghly

Date: 25th March, 2023
Time: 5.30 p.m.

Contact Person: Barun Banerjee (9002434555)

Due to limited seats, entry will be provided to registered attendees only. Please call on the above number to register by tomorrow.

All Covid protocols will be followed.

We look forward to your participation.

FRANKLIN TEMPLETON

Registered office: One International Centre, Tower 2, 12th & 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai - 400013

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Market), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT NO. : KMC/MKT/SAKHERBAZAR/03/2022-23 (2nd Call)

Name of work **: Urgent repairing works at Sakherbazar Super Market.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,85,148.00.** Earnest Money **: Rs.3,750.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of bid **: 06.04.2023 at 11 a.m.** Date and time of opening of bid **: 08.04.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.03.2023 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT NO. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/413 (1ST Call)
Name of work **: Repairing of road at different places of Ballygunge Park, Ballygung Park Road, Samsul Huda Road in Ward No.65, Br.-VII.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,97,561.79 (Excl. Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.**

2. NIT NO. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/414 (1ST Call)
Name of work **: Repairing of road at different places of Nasiruddin Road, Congress Exibition Road, New Park St. in Ward No.64, Br.-VII.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,96,283.83 (Excl. Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.**

3. NIT NO. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/415 (1ST Call)
Name of work **: Repairing of road at different places of C.N. Roy Road, P.G. Road, Tapsia Road in Ward No.66, Br.-VII.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,99,733.17 (Excl. Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 120 Days.**

4. NIT NO. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/416 (1ST Call)
Name of work **: Repairing of road at different places of Arupota Road, Atalsur Road, G.K. Road in Ward No.58, Br.-VII.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,99,786.47 (Excl. Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 120 Days.** Last date and time of submission of all bids : **08.04.2023 at 12 noon (for Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **25.03.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 4)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 4).**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT NO. : KMC/ASPH/PB/MH-05/2022-23 (1ST Call)
Name of work **: Restoration of road surface at Cossipore Road Block 78 in Ward No.001, Br.-I under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,02,033.73.** Earnest Money **: Rs.8,500.00.** Period of Completion **: 20 Days.** Last date and Time of Submission of Bid **: 01.04.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.03.2023** after **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites tender online item rate two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/SD/MDPS/D/12/22-23
Name of work **: Manufacturing, supply, fitting and fixing of entire volute casing for centrifugal LT pump unit no.3 at Duttabagan Drainage Pumping Station.** Estimated Amount **: Open quotation.** Earnest Money **: Rs.8,975.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 03.04.2023 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **24.03.2023** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

1189 / 22-23

চিরেকাতে সরকারি ভাষা কমিটির সভা

চিত্তরঞ্জন ২২ মার্চ ঃ আজ, ২২ মার্চ, ২০২৩, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি (চিরেকা) এর জেনারেল ম্যানেজারের অফিস প্রশাসনিক ভবন সভা মিলনায়তনে সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির ১৫১ তম সভা আয়োজিত হয়েছিল। যার সভাপতিত্ব করেন শ্রী সতীশ কুমার কাশ্যপ, জেনারেল ম্যানেজার, চিরেকা। এ সময় প্রধান প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী কাম মুখ্য সরকারি ভাষা কর্মকর্তা জনাব উপেন্দ্র কুমার পান্ডে এবং সকল বিভাগীয় প্রধানসহ সরকারি ভাষা বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সরকারি ভাষা কর্মকর্তা ডাঃ মধুসূদন দত্ত। অনুষ্ঠান চলাকালীন, হিন্দিতে প্রশংসনীয় কাজ করা কর্মচারীদের মহাব্যবস্থাপকের কর কামাল কর্তৃক প্রশংসাপত্র ও নগদ পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। শ্রী কাশ্যপ তার ভাষণে বলেন, দাপ্তরিক ভাষা হিন্দি সবচেয়ে দক্ষ ও সক্ষম ভাষা। তিনি বলেন, প্রাত্যহিক কাজে সরকারী ভাষা গ্রহণ এবং এর অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। বৈঠকে, সমস্ত দপ্তরের দ্বারা দাপ্তরিক ভাষায় করা কাজগুলির উপর জমা দেওয়া প্রতিবেদনগুলিও পর্যালোচনা করা হয় এবং হিন্দির প্রচারের বিষয়েও আলোচনা হয়।

বারাণসীতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ আগামী ২৪ মার্চ, শুক্রবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিনের বারাণসী সফরে ওই দিন নিজের সংসদীয় কেন্দ্রে রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অমিত শাহ জানালেন বিহার দিবসের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার বিহার দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু এদিন টুইট করেছেন, বিহার দিবসে রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা। ভগবান মহাবীর, ভগবান বুদ্ধ এবং গুরু গোবিন্দ সিং জির সঙ্গে যুক্ত এই গৌরবময ভূমি গণতন্ত্রের জননীও। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বিহারের পরিশ্রমী ও মেধাবীরা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নতুন গল্প লিখবে। মোদী টুইটে লিখেছেন, বিহার দিবসে আমাদের রাজ্যের সকল ভাই ও

বোনদের অনেক অনেক অভিনন্দনে। সমৃদ্ধ ইতিহাস ও প্রাণবন্ত সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত, বিহারের জনগণ দেশের উন্নয়নে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতুলনীয় অবদান রাখছে। নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিযে তিনি তৈরি করেছেন বিশেষ পরিচিতি। শাহ টুইটে লিখেছেন, সকলকে 'বিহার দিবস'-এর শুভেচ্ছা। প্রাচীন কাল থেকেই বিহার ভারতের শিক্ষা ও নীতির কেন্দ্র ছিল। মোদীজির নেতৃত্বে আমরা ভারতের এই মুকুট রত্নটির প্রতিপত্তি, সমৃদ্ধি এবং গৌরব পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি রাজ্যের মানুষের অব্যাহত সমৃদ্ধি কামনা করি।

ইআর-এর হাওড়া বিভাগ দ্বারা আয়োজিত জাতীয় পেনশন প্রকল্পের উপর সম্মেলন

২২ মার্চ ঃ জাতীয় পেনশন স্কিম সম্পর্কে সচেতনতা ছড়ানোর জন্য রেলের কর্মকর্তাদের জাতীয় পেনশন প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ICICI প্রুডেনশিয়াল ফান্ডস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের সহযোগিতায় ২১.৩.২০২৩ তারিখে হাওড়া বিভাগ কর্তৃক ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কনফারেন্স হলে আয়োজিত একটি সচেতনতা সম্মেলন। . এনপিএস এর প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা যেমন মার্কেট লিংক স্কিম, পেনশন অ্যাকাউন্টে নিয়মিত গ্রাহকের অবদান, উত্তোলনের সুবিধা, এনপিএসে অবদানের স্বেচ্ছায় বৃদ্ধির বিধান, অনলাইন অ্যাক্সেস সুবিধা ইত্যাদি নিয়ে এই ধরনের সভা, সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়, কর্মকর্তারা। এর উপকারিতা জেনে আনন্দিত। ডিআরএম হাওড়া ইআর কর্মীদের মধ্যে এনপিএস সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাওড়া ডিভিশনের প্রধান

স্টেশন, ডিপো এবং রেলওয়ে অফিসে যেমন হাওড়া কারশেড, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, রামপুরহুট ইত্যাদিতে এই ধরনের সেমিনার আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছেন। ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম হল একটি স্বেচ্ছাসেবী, সংজ্ঞায়িত অবদান অবসর সঞ্চয় স্কিম যা গ্রাহকদের তাদের কর্মজীবনের সময় পদ্ধতিগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। NPS নাগরিকদের মধ্যে অবসর গ্রহণের জন্য সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে চায়। এটি ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত অবসর আয় প্রদানের সমস্যার একটি টেকসই সমাধান খোঁজার একটি প্রচেষ্টা।

ধামি সরকারের মেয়াদকে ব্যর্থতা বলেছে রাজ্য কংগ্রেস

হালদওয়ানি, ২২ মার্চ ঃ ধামি সরকারের এক বছরের মেয়াদকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছেন কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি করণ মাহারা। তিনি বলেন, সরকার উত্তরাখন্ড পেপার ফাঁস মামলা, অঙ্কিতা ভান্ডারী হত্যা মামলা এবং জোশীমঠ বিপর্যয়ের মতো বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি করণ মাহারা আরও বলেন, রুদ্রপুরে দখল অপসারণের নামে ব্যবসায়ীদের হয়রানি করা হচ্ছে। বিনা নোটিশে ব্যবসায়ীদের দোকান ভাঙা হয়েছে, যা বরদাস্ত করা হবে না। কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বলেন, উত্তরাখণ্ডে বেকারদের চাকরি দেওয়ার নামে পেপার ফাঁসের মতো ঘটনা ঘটেছে। অঙ্কিতা হত্যা মামলার ভিআইপির নাম আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। যোশীমঠ উত্তরাখণ্ডের সংস্কৃতি ও ধর্মের কেন্দ্র, এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই সরকারের এক বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, পেপার ফাঁস মামলা হোক বা অঙ্কিতা ভান্ডারী হত্যাকাণ্ড, কেন বিজেপি কর্মীরা জড়িত? মাহারা বিধানসভা অধিবেশন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, সরকার জানত বিরোধী দলের নানা প্রশ্নে বিদ্ধ হবে সরকার, তাই বিধানসভার অধিবেশন শান্তিপূর্ণভাবে চলতে চায়নি সরকার। সরকার এমন একটি ইস্যু সামনে এনেছে, যা কংগ্রেস বিধায়কদের ক্ষোভ বাড়িয়েছে এবং সরকার প্রশ্ন থেকে পালিয়েছে।

পঞ্জাবে শান্তি ভঙ্গের অভিযোগে ১৫৪ জন গ্রেফতার

চণ্ডীগড়, ২২ মার্চ ঃ পঞ্জাবের বেশ কিছু এলাকায় জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা । এরই মাঝে রাজ্যে 'শান্তি ও সম্প্রীতি' বিঘ্নিত করার অভিযোগে ১৫৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পঞ্জাব পুলিশ । এমনটাই জানিয়েছেন, পঞ্জাব পুলিশের আইজি সুখচেন সিং গিল । তিনি বুধবার এক প্রেস বিবৃতিতে একথা জানান । আইজি সুখচৈন গিল নিশ্চিত করেছেন যে পঞ্জাবের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । তাঁর কথায়, রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার জন্য মোট ১৫৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অন্যদিকে, ঘটনার পর পাঁচ দিন কেটে গেলেও এখনও অধরা অমৃতপাল সিং । পঞ্জাব পুলিশ গত শনিবার থেকে অমৃতপাল সিং এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। আইজি জানান, অমৃতপাল সিংয়ের বিরুদ্ধে একটি লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) এবং জামিন অযোগ্য পরোয়ানা (এনবিডব্লিউ) জারি করা হয়েছে । পলাতক অমৃতপালকে গ্রেফতারের চেষ্টা করা হচ্ছে । পঞ্জাব পুলিশ এই কাজে অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছে বলে তিনি জানান ।

চলুন বেড়িয়ে আসি

মহানন্দা অভয়ারণ্যের এক ঘাটে জল খায় বাঘ ও হরিণ

করোনা ভাইরাসের জেরে লকডাউন কিছুটা শিথিল হলেও ছয়ে ছুটির ঘোর যেন কাটতেই চাইছে না। সেই আনন্দেই যেদিকে খুশি বেড়িয়ে পড়ছে ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি। কেউ ছুটছেন সাগরে, তো কেউ জঙ্গলে। কারও পছন্দ আবার শুধুই পাহাড়। সেই তাঁরা, যাঁরা হিমালয়ের পথে অগ্রসর হওয়ার মনস্থ করেই ফেলেছেন, তাঁদের জন্য অপেক্ষায় বসে মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। সবুজে মোড়া বন্য অরণ্যে এক ঘাটে জল খায় বাঘ ও হরিণ।

অবস্থান-হিমালয়ের পাদদেশে তিস্তা ও মহানন্দা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য শিলিগুড়ি থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত সুকনা এই অরণ্যের প্রবেশ দ্বার।

কীভাবে যাবেন-আলাদা করে পরিকল্পনা না করে বরং শৈল শহরে ঢুঁ মারার পথে টুক করে মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘুরে দেখতে খুব বেশি সময় লাগে না। কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে শিলিগুড়ি

পৌঁছে যে কোনও গাড়িকে বললেই নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে সুকনা অরণ্যের গেটে। শিলিগুড়ি থেকে অভয়ারণ্যে পৌঁছতে তিরিশ মিনিট সময় লাগে। বাগডোগরা থেকে মহানন্দা অভয়ারণ্যে পৌঁছতে এক ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

ইতিহাস-প্রায় ১৫৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের সুকনা অরণ্য ১৯৫৫ সালে গেম স্যানচুয়ারি হিসেবে পরিচিত ছিল। বাইসন, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণকে রক্ষা করতে ১৯৫৯ সালে এটিকে অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সরকার। সর্বোচ্চ ১৩০০ মিটার উঁচু এই বনের ৬০ ভাগ পার্বত্যভূমি এবং অবশিষ্ট অংশ সমতল।

কী কী দেখবেন-কোনও রকম ভাবে টিকে থাকা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মহানন্দ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অন্যতম আকর্ষণ। দেখা মেলে এশীয় হাতি, বাইসন দেশী বন শুকর, সম্বর হরিণ, চিতাবাঘ, পাহাড়ি কালো ভাল্লুকেরও। বিভিন্ন মরসুমে এই বনে ভিড় করে বিভিন্ন প্রজাতি ও রংয়ের পরিযায়ী প্রাণী। যা দেখে মুগ্ধ হন পর্যটকরা।

কোথায় থাকবেন- মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বা সুকনা বন ঘুরে দেখতে সময় লাগতে পারে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা। এর জন্য নিকটস্থ কোথায় হোটেল বুকিংয়ের প্রয়োজন নেই। তবে জঙ্গলে কেউ রাত কাটাতে চাইলে সেনার কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে।

ইছামতীর তীরে পারমাদনে ঘুমিয়ে নীরবতার সৌন্দর্য্য

করোনা ভাইরাসের প্রভাব কিছুটা লাঘব হওযার পরে বাহিরমুখী হচ্ছেন ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি। পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্রে বাড়ছে পর্যটকদের চাপ। সতর্ক এবং কড়া হচ্ছে প্রশাসন। সে সব ঝঞ্ঝাট যাদের মোটেই পছন্দ নয়, তাঁরা নিরিবিলিতে ঘুরে আসতেই পারেন বনগাঁর বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। এই হরিণালয়ের সৌন্দর্য্য ইতিহাসকে বহন করে চলে।

অবস্থিতি-উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমায় ঘুমিয়ে রয়েছে শান্ত, সমাহিত বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বা পারমাদন ফরেস্ট। কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্থান বনগাঁ শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

কীভাবে যাবেন-শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে পৌঁছতে হবে বনগাঁ শহরে। বাস কিংবা গাড়িতেও সড়ক পথে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া শহরে পৌঁছে যাওয়া যায়। মূল শহর থেকে বাস কিংবা ভাড়া করা গাড়িতে সহজেই পৌঁছে যেতে

পারবেন বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বা পারমাদন ফরেস্টে। অনেকে আবার কলকাতা থেকে নিজস্ব গাড়িতে সরসারি পৌঁছে যান সেই বনে।

ইতিহাস ও জীব বৈচিত্র-৯২ হেক্টরের বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে ১৯৬৫ সালে ১৫টি চিত্রা হরিণ আনা হয়েছিল। এক বছর পর গহীন অরণ্যে আরও ২৬টি একই প্রজাতির হরিণ ছাড়া হয়েছিল। বর্তমানে প্রায় ২৫০টি চিত্রা হরিণের ঘর এই পারমাদন ফরেস্ট। ২০০০ সালের বন্যা বহু জৈব প্রাণ কেড়ে না নিলে বনে হরিণের সংখ্যা ৪০০-এর কাছাকাছি পৌঁছে যেত বলে স্থানীয়দের দাবি। হরিণের পাশাপাশি নানা মরসুমের পরিযায়ী পাখিরাও বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অন্যতম আকর্ষণ।

অন্যান্য আকর্ষণ-কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত এই বনের পাশ দিয়ে গিয়েছে সুন্দরী ইছামতী। নদী অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে ওপার বাংলা। আর জঙ্গলের অন্য পারে উপজাতি অধ্যুষিত মঙ্গলগঞ্জ গ্রামে ইংরেজদের নির্মম অত্যাচারের স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে কুখ্যাত নীলকুঠি। যা দেখতে ভিড় জমান পর্যটকরা।

নর্মদা নদীতে স্নান করতে গিয়ে চার যুবকের সলিল সমাধি, দেহ উদ্ধার ১

বারওয়ানি, ২২ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশের বারওয়ানি জেলা সদর থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরে আনজাদ থানা এলাকার লোহারা ঘাটে বুধবার স্নান করতে গিয়ে নর্মদা নদীতে ডুবে চার যুবকের সলিল সমাধি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও এসডিআরএফ'র দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। বলা হচ্ছে, চার যুবকের মধ্যে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, বাকি তিনজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। আনজাদ থানা সূত্রে জানা গেছে, গুজরাটের টোকরিয়ান গ্রাম এবং ধর জেলার মির্জাপুর গ্রামের ১১ জন লোক নর্মদা নদীতে স্নান করতে বুধবার সকালে মালনপুর থেকে একটি নৌকায় লোহারা ঘাটে আসেন। এখানে স্নান করতে গিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাকে বাঁচাতে তার তিন বন্ধুও নদীতে নেমে যায় ও তারা গভীর জলে তলিয়ে যায়। ঘটনাটি সকাল ১০টার বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনের খবর পেয়ে পুলিশ ও এসডিআরএফ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নর্মদায় ডুবে যাওয়া যুবকদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে।

অখিল রেল হিন্দি নাট্যোৎসবে মেট্রো রেল, কলকাতার জন্য প্রেরণা পুরস্কার

২২ মার্চ ঃ রেল কোচ ফ্যাক্টরি, কাপুরথালায় ১১.০৩.২০২৩ থেকে ১৪.০৩.২০২৩ পর্যন্ত রেলওয়ে বোর্ড আয়োজিত 'অখিল রেল হিন্দি নাট্যোৎসব'-এ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নাট্য দল প্রেরণা পুরস্কার পেয়েছে। পুরস্কার হিসাবে, ট্রুপকে রেলওয়ে বোর্ড 'ট্রফি', সার্টিফিকেট এবং সম্মানী অর্থ প্রদান করে। নাট্যোৎসবে সমস্ত জোনাল রেলওয়ে থেকে মোট ২২টি প্রতিনিধি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। কলকাতার মেট্রো রেলওয়ে দ্বারা একটি নাটক 'দয়াশঙ্করের ডায়েরি' মঞ্চস্থ হয়েছিল যা উপস্থিত দর্শকদের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। নাটকটি পরিচালনা ও মঞ্চস্থ করেছেন মেট্রো রেলের কর্মীরা। নাটকটির পরিচালক শ্রী দেবপ্রকাশ ব্যানার্জী, ইএমও এবং একক শিল্পী জনাব অভীক দাস, অফিস সুপার, পার্সোনেল ব্রাঞ্চ। প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার কাম মেট্রো রেলওয়ের মুখ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফিসার জনাব সতীশ কুমার নাট্যোৎসবে তাদের চমৎকার অভিনয়ের মাধ্যমে মেট্রো রেলকে গর্বিত করার জন্য নাট্যদলের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানান এবং সেই সাথে তাদের প্রস্তুতির জন্য মঙ্গল কামনা করেন। আসছে বছর. অনুষ্ঠানে উপস্থিত, উপমুখ্য সরকারি ভাষা আধিকারিক মিঃ দামোদর হেমব্রম এবং রাজভাষা আধিকারিক মিসেস কিরণ বোসও তাঁকে উৎসাহিত করেন।

কুপওয়ারায় মা শারদা মন্দিরের উদ্বোধন করলেন অমিত শাহ

শ্রীনগর, ২২ মার্চ ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় মা সারদা মন্দিরের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার সকালে দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মা সারদা মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মা শারদা মন্দির উদ্বোধন করার পর অমিত শাহ বলেছেন, শুভ দিনে ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে মাতা শারদার মন্দির। আজ আমি সেখানে নেই, তবে যখনই আমি জম্মুতে যাব, এই মন্দিরে প্রার্থনা করার পরে আমার সফর শুরু হবে। মা সারদা মন্দিরের উদ্বোধনে খুশি প্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। মেহবুবা মুফতি বলেছেন, শারদা মন্দিরের উদ্বোধন খুবই ভালো উদ্যোগ। এ জন্য কাশ্মীরি পণ্ডিতরা অপেক্ষায় ছিলেন এবং তাঁরা এই মন্দির খুলতে চেয়েছিলেন। খুবই ভালো প্রয়াস।

তামিলনাড়ুতে গুদামে বিস্ফোরণে মৃত্যু ৬ জনের

কাঞ্চিপুরম, ২২ মার্চ ঃ তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আতশবাজির গুদামে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৬ জন। এই বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১১ জন। মৃতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। যে সময় আতশবাজির গুদামে বিস্ফোরণ হয় তখন ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কাঞ্চিপুরম জেলার কুরুভিমালাই গ্রামের ঘটনা। কাঞ্চিপুরমের জেলা কালেক্টর এম আরতি বলেছেন, আতসবাজির গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের পরই বিস্ফোরণের কারণ জানা যাবে।বিস্ফোরণে আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আলাদা হয়ে গেল শান-এ-পঞ্জাব এক্সপ্রেসের দু'টি বগি

পানিপত, ২২ মার্চ ঃ বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল শান-এ-পঞ্জাব এক্সপ্রেস। বুধবার অমৃতসর থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে পাণিপত ও সমলখা স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় আচমকাই আলাদা হয়ে যায় ট্রেনটির দু'টি বগি। যদিও ট্রেনের গতি কম থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। ট্রেনে উপস্থিত সকল যাত্রীরা বর্তমানে নিরাপদে রয়েছেন। তবে এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ রেল চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে ওই নির্দিষ্ট রুটে। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অমৃতসর থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল শান-এ-পঞ্জাব এক্সপ্রেস। পাণিপত ও সমলখা স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় আচমকাই আলাদা হয়ে যায় ট্রেনটির দু'টি বগি। ট্রেনে থাকা সমস্ত যাত্রী নিরাপদে থাকলেও, এই ঘটনায় প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচলে প্রভাব পড়ে। পরে, কোচগুলির ক্লিপিং সংযুক্ত করা হয় এবং ট্রেনটি পুনরায় যাত্রা শুরু করে।

ভাড়া আগের মতোই থাকবে

গোরখপুর, ২২ মার্চ ঃ রেল প্রশাসনের দ্বারা ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার কথা মাথায় রেখে, ২২ মার্চ, ২০২৩ থেকে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণীর অর্থনীতির ভাড়া আগের মতোই থাকবে। এছাড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণীর ইকোনমিতে যাত্রীদের জন্য বেডরোল পাওয়া যাবে। সংরক্ষিত টিকিটে এসি থার্ড ক্লাস ইকোনমি ৩ই (৩এম) এবং এসি থার্ড ক্লাস ইকোনমি ৩ক (৩.ডি) এবং এসি থার্ড ক্লাস ইকোনমি কোচে কোচ আইডি 'এম' (ডি) লেখা থাকবে এবং আগের মতোই এসি থার্ড ক্লাস কোচ আইডিটি 'বি' (ভি) হিসাবে লেখা হবে।

মরণোত্তর পদ্মশ্রী পেলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

আগরতলা, ২২ মার্চ ঃ মরণোত্তর পদ্মশ্রী পেলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিজেপি জোট শরিক আইপিএফটির প্রাক্তন সভাপতি নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। আজ তাঁর ছেলে সুব্রত দেববর্মা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে পদ্মশ্রী গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ত্রিপুরায় বিশিষ্ট সমাজসেবী বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া পদ্মশ্রী গ্রহণ করেছেন। এবিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাকে পদ্মশ্রী(মরণোত্তর) সম্মানে ভুষিত করেছেন। এই গৌরবময় মূহুর্তে আমি শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁকে স্মরন করি এবং ত্রিপুরার জাতি জনজাতির সার্বিক কল্যাণে তাঁর অবদানের প্রতি এই সম্মাননা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পানিসাগরে আসাম রাইফেলস এর অভিযান ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার ২

পানিসাগর (ত্রিপুরা), ২২ মার্চ ঃ ত্রিপুরার পানিসাগরে এক অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেলস-এর বিশেষ বাহিনী। অভিযানে বৃহৎ পরিমানের নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, কয়েকদিন ধরে ব্যাপক হারে ড্রাগস এবং নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়েছে ২১ সেক্টর আসাম রাইফেলস-এর রাধানগর ব্যাটালিয়ন। গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরের ভিত্তিতে আজ বুধবার বিকালে পানিসাগর এলাকায় অভিযানে নামে ব্যাটালিয়নের বিশেষ দল। এরপর পানিসাগর পুলিশ থানার কর্মীদের সহযোগিতা নিয়ে বিকাল তিনটা নাগাদ চামটিলা গ্রাম থেকে ১৮ লক্ষ টাকার ৬ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই ড্রাগস কারবারিকে আটক করে । পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মাদক সামগ্রী বহনকারী টি আর ০৫ ডি ০৬১৮ নম্বরের একটি মারুতি আল্টো গাড়ি। বাজেয়াপ্ত মাদক সামগ্রী, মারুতি আল্টো গাড়ি সহ আটক ব্যক্তিদের আরও তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য পানিসাগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। জানা গেছে, নির্দিষ্ট ধারায় আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তাদেরকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিলেন শ্রী সুনীল কুমার ঝা

মালিগাঁও, ২২ মার্চঃ ১৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েছেন ইউপিএসসি ১৯৮৬ ব্যাচের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ারস-এর অফিসার শ্রী সুনীল কুমার ঝা। তিনি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিবারাণসী (বর্তমানে আইআইটিবারাণসী) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতক। জেনারেল ম্যানেজারনির্মাণ হিসাবে তিনি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ সহ সিকিম এবং উত্তর পূর্ব রাজ্যের সমস্ত রেলওয়ে নির্মাণ কার্যের সামগ্রিক ইনচার্জ হয়ে থাকবেন। ১৯৮৮ সালে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে তিনি ভারতীয় রেলওয়েতে যোগ দিয়েছিলেন। ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে সেন্ট্রাল রেলওয়ের কল্যাণের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি হাওড়া ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (কোঅর্ডিনেশন) এবং পূর্ব রেলওয়ের চিফ প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের বারাণসীর ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারএর দায়িত্বেও ছিলেন। নতুন দ্রীতে থাকা সময়কালে তিনি নর্দান রেলওয়ের চিফ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কনস্ট্রাকশন) এবং সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে পরিষেবা দিয়েছেন। হাওড়া ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (কোঅর্ডিনেশন) হিসেবে তাঁর প্রথম বছরে ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ প্রায় এক দশকেরও অধিক সময় পরে ওভারঅল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্ড লাভ করেছিল। এছাড়াও, তাঁর সময়ের দ্বিতীয় বছরে ছয়টি ইঞ্জিনিয়ারিং এফিসিয়েন্সি শিল্ডের মধ্যে চারটি লাভ করেছিলেন। এছাড়াও, তাঁর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার অধীনে হাওড়া রেল মিউজিয়ামএর কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং আট মাসের রেকর্ড সময়ের মধ্যে সেটি সম্পূর্ণ হয়।

ইস্টার্ন রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকনস্ট্রাকশন কলকাতার হিসেবে কাজ করার সময় তাঁর অধীনে মন্দারহিলদুমকারামপুরহাটের নতুন লাইনের কাজ সফলভাবে চালু করা হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ নতুন লাইনটি হাই ব্যাঙ্ক ও ডিপ কাটিং থাকা নকশাল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ২০১৭-এর এপ্রিল থেকে ২০১৯এর এপ্রিল পর্যন্ত নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের বারাণসীর ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কাজ করেছেন। প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলার সময় সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া তাঁর কাজগুলি সকল স্তরের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। নর্দান রেলওয়ের নিউ দিল্লির চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কনস্ট্রাকশন) থাকাকালীন তাঁর সময়ে প্রচুর পরিকাঠামোমূলক কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট ও হাই ডেনসিটি নেটওয়ার্ক প্রোজেক্টে কাজ করেছিলেন এবং সফলভাবে সেগুলি চালু করেছিলেন। এছাড়াও বিলাসপুর মানালি লেহএর খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল সার্ভে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফলভাবে সম্পূর্ণ করেছিলেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করার পূর্বে তিনি বিলাসপুর ভিত্তিক সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কনস্ট্রাকশন) হিসেবে কাজ করেছিলেন।

নতুন নির্মিত বিজি লাইন পরিদর্শন করেছে কমিশনার রেলওয়ে সেফটি ইস্টার্ন সার্কেল

২২ মার্চ ঃ শ্রী সুভোময় মিত্র, কমিশনার রেলওয়ে সেফটি ইস্টার্ন সার্কেল আজ (২২.০৩.২০৩) পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনের মোহনপুর হাঁসডিহা সেকশনে মোহনপুর এবং হারলাটানর স্টেশনের মধ্যে নবনির্মিত (১৫.৯৮ কি.মি.) ব্রডগেজ লাইন পরিদর্শন করেছেন। চলমান পণ্য এবং যাত্রী পরিবহনের জন্য (বিদ্যুতায়িত বিভাগ)। শ্রী বিজয় কুমার শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক (নির্মাণ) পূর্ব রেল, শ্রী পারমানন্দ শর্মা, বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক আসানসোল সহ পূর্ব রেলের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই পরিদর্শনের সময় শ্রী মিত্রের সাথে ছিলেন। শ্রী মিত্র স্টেশন চত্বর, প্যানেল রুম, রিলে রুম, আইপিএস রুম, ইমার্জেন্সি কাউন্টার, সিগন্যালিং সিস্টেম, মোহনপুর এবং হারলাটানর স্টেশনের সংযোগ বিচ্ছিন্নপুনঃসংযোগ এবং ইন্টারলকিং সিস্টেম পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের অংশ হিসাবে, শ্রী মিত্র, কমিশনার রেলওয়ে নিরাপত্তা মোহনপুর এবং হারলাটানর স্টেশনের মধ্যে নতুন লাইনে মোটর ট্রলি পরিদর্শন করেছেন যেখানে, সেতু, রেলওয়ে ট্র্যাক ফিটিং, পি ওয়ে সম্পদ এবং লেভেল ক্রসিং গেটগুলিও পরিদর্শন করা হয়েছে।

Name Change

I, MOHAMMED ISHAQUE, S/o Late Mohammed Islam resident of G.C. Road, Mathpara, Abdul Latif Road, Near Kallu Kath Gola, PO-Titagarh, PS-Rahara, Dist-North 24 Parganas, Kolkata-700119 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm and declaring that MD. ISHAQUE instead of MOHAMMED ISHAQUE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/03/2023. MD ISHAQUE and MOHAMMED ISHAQUE denotes the name of same and one identical person who is myself and nobody else.

Name Change

I, SARKAR SHAMBHUNATH (old name) S/o LATE KAMAL SARKAR resident of 203-Madhya Durganagar, North Dumdum, North 24 Parganas, Pin-700065 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAMBHUNATH SARKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/03/2023. SARKAR SHAMBHUNATH and SAMBHUNATH SARKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, ARPITA SAHA (old name) W/o SANTU SAHA resident of Kalinagar Govt. Colony, PO-Krishnagar, PS-Kotwali, Dist-Nadia, Pin-741101 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforthbe known as) ARPITA SAHA MAJUMDAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/03/2023. ARPITA SAHA and ARPITA SAHA MAJUMDAR both are same and one identical person.

Name Change

I, SHUVAJIT PURKAIT resident of Vill-Sherpur, PO-Usthi, PS-Usthi, Dist-South 24 Parganas, Pin-743513 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm my father's actual name SHRI ASHIS KUMAR PURKAIT instead of ASHIS PURKAIT, vide an affidavit sworn before the LD.1st Class Judicial Magistrate at Diamond Harbour, 24 Pgs(S) on 10/02/2023. SHRI ASHIS KUMAR PURKAIT and ASHIS PURKAIT both are same and one identical person.

Name Change

I, SAMPA MALAKAR PAUL alias SAMPA MALAKAR(old name) D/o SADHAN MALAKAR resident of Siddha Town, Block-Peacock, Flat No-PE 302, Sir Ramesh Mitra Road, Beraberi, Sikher Bagan, Rajarhat-Gopalpur, N 24 Pgs-700136 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAMPA RANI MALAKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/03/2023. SAMPA MALAKAR PAUL, SAMPA MALAKAR and SAMPA RANI MALAKAR both are same and one identical person.

Name Change

I MEHERUNNESHA BIBI D/O MOSIBAR MOLLA R/O PURBA SADIGACHI,PO-BHEBIYA,PS-HASNABAD, NORTH24PARGANAS-743456 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MEHERUN MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/03/2023

Name Change

I, AminuddinGazi @ AminaddinGazi S/o MochharaliGazi resident of Vill. -Mahishpukur, P.O.-Chakpatli, P.S. -Hasnabad, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal , India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name ABU ANAS GAZI instead of ABU ANES GAZI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 20/03/2023. ABU ANAS GAZI and ABU ANES GAZI both are same and one identical person.

Name Change

I, KULSUM BIBI WIFE OF AMINUDDIN GAZI RESIDENT OF VILL.-MAHISHPUKUR, P.O. - CHAKPATLI , P.S.- HASNABAD , DIST. - NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 743426 , SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS " KULCHUM GAZI " VIDE AN AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS ON 20/03/2023 .

স্টিম রোলার চালানো হয়েছে আমাদের উপর, তবে বিজেপিতে যাচ্ছি না ঃ মিহিলাল

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২২ মার্চ ঃ স্টিম রোলার চালানো হয়েছে আমাদের উপর। তবে বিজেপিতে যাচ্ছি না, বলে জানালেন মিহিলাল সেখ। তিনি বলেন, মঙ্গলবার শহীদ স্মরণে কেউ কেউ রাজনীতি করতে চেয়েছেন। কিন্তু ওই দিনটি স্বজন হারা পরিবারের কাছে আতঙ্কের দিন। দুঃখের দিন। আমরা কারো কাছে বিক্রি হই নি। সহানুভূতি দেখাতে যাঁরা এসেছিলেন, তাদেরকে স্বাগত বলেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে রাজনীতিতে যোগদান করতে হবে। তবে শুভেন্দু অধিকারী পরিবার পিছু দশ হাজার টাকা মুখ বন্ধ খামে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া প্রসঙ্গে মিহিলাল বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর যা মনে হয় দিয়েছেন। আমরা কিছুই চাই নি। মুখ্যমন্ত্রীকেও কিছু চাই নি। শুধু বিচার চেয়েছিলাম। আমাদের উপর স্টিম রোলার চালানো হয়েছে। আমাদের পরিবারের সদস্যদের ফাঁসানো হয়েছে। যারা জেল খাটছেন, তাদের কারো মা, কারো স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তাহলে বিচারটা হল কোথায়? শুধু তাই নয়, যারা আমাদের পরিবারের লোকজনকে নৃশংসভাবে খুন করলো, তারা জেলে বহাল তবিয়তে আছে। বিরিয়ানি খাচ্ছে। আর আমাদের পরিবারের সদস্যদের সেলে কষ্টে রাখা হয়েছে। আমার পরিবার, পলাশের পরিবার কুড়ি বার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছে। শুধু অনুরোধ করতে যে আমাদের পরিবারের ছেলেদের সিউড়ি রামপুরহাটে রাখার ব্যবস্থা করুন। যাতে দেখা করার কষ্ট লাঘব হয়। কিন্তু তাদের কাউকে কাউকে পুরুলিয়ায় মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকার জেলখানায় পাঠানো হয়েছে। এটা স্টিম রোলার চালানো নয়? সঞ্জু সেখ, পলাশ সেখ এরা কোথায়? চার বছর বয়সে স্বামী মারা যাওয়ার পর পলাশের মা আর দ্বিতীয় বিবাহ করে নি। পলাশকে মানুষ করেছে। সেই মাকে আগুনে পুড়িয়ে মারলো। প্রতিবন্ধী, শিশুকেও ওরা রেয়াত করে নি। অথচ ওই আসামীরা জেলখানায় বিরিয়ানি খাবে? আর যারা পরিবারের সদস্যদের হারালো, তাদের সেলে রাখা হবে? রামপুরহাট এক নম্বর ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ লক্ষ টাকা করে পরিবার পিছু ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। চাকরি দিয়েছেন। বাড়ি দিয়েছেন। সুরক্ষা দিয়েছেন। এছাড়াও সমস্ত প্রকার সাহায্য দিয়ে চলেছেন। আমরা অন্যান্য বগটুইবাসীর মতো ভেবেছিলাম যে হয়তো প্রতিযোগিতা দেখাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের দ্বিগুণ চাকরি অর্থাৎ কুড়িটি চাকরি, দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ সহ আরও অনেক কিছু দেবেন। কিন্তু কী দিলেন? শুধুই কথার ফুলঝুরি। এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপি দলের পার্থক্য। মানুষকে বিভ্রান্ত করা ওদের কাজ। আর মানুষের পাশে থেকে উন্নয়ন করা ওদের কাজ। বিজেপি মিথ্যা প্রচার করে বলছে, ওরা আগে শহীদ বেদি করেছে। আমরা কন্ট্রাক্ট দিয়েছি আগেই। সে তার সময় ও সুযোগ অনুযায়ী করেছে। তৃণমূল বিজেপিকে নকল করে না। বরং এর উল্টোটা হয়। বুধবার মিহিলাল সেখকে ফোন করলে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা বিজেপিতে কোনোভাবে যোগ দিচ্ছেন না। তবে তিনি স্বীকার করেন যে মুখবন্ধ খামে দশ হাজার টাকা করে পরিবার পিছু শুভেন্দু অধিকারী দিয়েছেন। বানিরুল সেখের ছেলে কিরণ সেখ বলেন, আমরা আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এতটাই ক্ষুব্ধ যে উনি চলে যাওয়ার পর সেই জায়গাটা জল দিয়ে ধুয়ে দিই।

দুর্গাপুর জোড়া খুন মামলায় ৮ জন কয়লা মাফিয়ার যাবজ্জীবন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২২ মার্চ ঃ ২০১৬ সালে কয়লা মাফিয়া শেখ আমিন এবং শেখ মুজাহার হত্যাকাণ্ডে রায় দিল দুর্গাপুর মহকুমা আদালত। ৮ জন বিচারাধীন বন্দি মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা দায়রা আদালতের (দ্বিতীয়) বিচারক প্রিয়ব্রত দত্ত দোষী ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। সাজাপ্রাপ্তরা হল শেখ সানিউল ওরফে সানাই, শেখ শাকিবুল, শেখ কাশেম, শেখ নুরুল হোদা, শেখ জাহাঙ্গীর, শেখ জনিয়ুল, বাবর আলি এবং শেখ শাহজাহানকে। ২০১৬ সালে লাউদোহা থানা এলাকায় কয়লা কারবার নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। তারপরেই ঈদের দিন কয়লা মাফিয়া শেখ আমিনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আমিনকে বাঁচাতে গিয়ে কৈলাশপুর গ্রামের এক যুবক শেখ মুজাহার গুলিবিদ্ধ হন। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনদিন পর মারা যান তিনি। সেই ঘটনার তদন্তে দুর্গাপুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বিগত কয়েকবছর ধরে ধৃতরা বিচারাধীন অবস্থায় জেলে ছিলেন। মঙ্গলবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের দোষী সাব্যস্ত করেন। আর আজ তাদের সাজা ঘোষণা করা হয়। এদিন রায় ঘোষণার পর আদালত চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। সরকারি আইনজীবীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ শুরু করে অভিযুক্তদের পরিবার-পরিজনরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এবং কমব্যাট ফোর্স মোতায়েন করা হয়।

ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ মার্চ ঃ সকালে ঝলমলে রোদের দেখা মিললেও, দুপুর গড়াতেই ফের ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায়। ফলে দিনের তাপমাত্রা এক লাফে অনেকটাই নেমে গিয়েছে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে যে, শুক্রবারের আগে ডুয়ার্সের আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা নেই। শীতের বিদায়ের পরেও ফের তাপমাত্রা নেমে যাওয়ার দরুণ আবার শীতের আমেজে মজেছেন ডুয়ার্সের বাসিন্দারা। বুধবার দুপুর থেকে ডুয়ার্সের কালচিনি, হাসিমারা, হ্যামিল্টনগঞ্জ, দলসিংপাড়া, জয়গাঁ সহ বিভিন্ন এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসে। মানুষজন একপ্রকার গৃহবন্দী। আগামী তিনদিন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ জুড়ে শনিবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

খড়িবাড়ি ব্লকে ২টি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ বুধবার খড়িবাড়ি ব্লকে নতুন ২ টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাদক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির মদনজোত ও সুবলভিটায় নতুন দুটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শুরু হল। প্রায় ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবন করা হবে। এএনএম ও জিএনএম এবং আশাকর্মীরা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দাযিত্বে থাকবেন। এই নিয়ে খড়িবাড়ি ব্লকে মোট ১৮ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হল। এই বিষয়ে খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সফিউল আলম মল্লিক জানান, ব্লকে ১১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। নতুন ৭ টির নাম ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটির কাজ চলছে আজ থেকে দুটির কাজ শুরু হল।

দুষ্কৃতীদের দ্বারা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ মার্চ ঃ তুফানগঞ্জে দোলমেলায় ঘুরতে এসে দুষ্কৃতীদের দ্বারা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম দশম শ্রেনীর ছাত্র। বর্তমানে চিকিৎসাধীন তুফান গঞ্জ হাসপাতালে। আহত ছাত্রের নাম বাপ্পা বর্মন। এই বিষয়ে তার দাদা জানান, তাদের বাড়ি বারোকোদালী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনমতিয়া এলাকায় এবং তার ভাই এবার বিবেকানন্দ বিদ্যালয় থেকে দশম শ্রেনীর পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ায় মঙ্গলবার রাতে বন্ধুদের সাথে তুফানগঞ্জ দোলমেলায় আসে। সেই সময় কয়েকজন যুবক তাকে আচমকাই আক্রমন করে এবং মেলার পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার পিঠে আঘাত করে। বাড়ির লোকজন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে গভীর রাতে তাকে ভর্তি করে হাসপতালে। তবে কি কারনে তার উপর আক্রমণ সেই বিষয়ে পরিস্কার কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন বাড়ির লোকজন।

ফুলবাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস, আহত বেশকয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ ফুলবাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবাহী বাস। আহত বেশকয়েকজন যাত্রী। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি - জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি জিয়াগঞ্জ এলাকায়। জানা গিয়েছে, একটি যাত্রীবাসী বেসরকারি বাস শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় জিয়াগঞ্জ এলাকায় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে সামনে থাকা একটি কন্টেনারে ধাক্কা মারে বাসটি। এরফলে বাসে থাকা বেশকয়েকজন যাত্রী আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক গার্ড ও এনজেপি থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগীতায় আহতদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটিকে উদ্ধার করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আসানসোল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের বরখাস্তের নোটিসে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২২ মার্চ ঃ হাই কোর্টে আপাতত স্বস্তি মিলল আসানসোল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার চন্দন কোনারের। তাঁর বরখাস্তের নোটিসে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল আদালত। রেজিস্ট্রারকে সম্প্রতি বরখাস্তের নোটিস দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডঃ সাধন চক্রবর্তী। তার জেরে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। পরবর্তীতে আসানসোল থানায় রেজিস্ট্রার-সহ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগও করা হয়। উপাচার্যের বরখাস্তের নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন রেজিস্ট্রার। তিনি অভিযোগ করেন, নিয়ম না মেনে বেআইনিভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁকে। সেই মামলায় স্বস্তি পেলেন রেজিস্ট্রার। বরখাস্তের নির্দেশের উপর ৩ সপ্তাহের স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি বিশ্বজিত বসু। ঘটনার সূত্রপাত ১০ মার্চ। ওইদিন বকেয়া ডিএ'র দাবিতে ধর্মঘটে ডাক দেওয়া হয়েছিল যৌথ মঞ্চের তরফে। আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সেই ধর্মঘটে অনুপস্থিত কর্মীদের সরকারি নির্দেশনামা উপেক্ষা করে পুরো বেতন দিয়েছেন ও সেদিনকার উপস্থিতির তালিকা অর্থ দফতরে পাঠাতে অসহযোগিতা করছেন। এই অভিযোগ তুলে তাঁকে বরখাস্তের নোটিস দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

আটায় কাঁকড় - বালি রেশনের নিম্ন মানের সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগ শুনতে হল রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীকে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ মার্চ ঃ রেশনের মালপত্রের মান নিয়ে অভিযোগ শুনতে হল রাজ্যের খোদ খাদ্য মন্ত্রীকেই। দুয়ারে 'একদিন' কর্মসূচিতে গিয়ে রেশনে নিম্নমানের আটা সরবরাহের অভিযোগ শুনতে হল রাজ্যের খাদ্যপ্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডিকে। সম্প্রতি বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের লায়েকপাড়া গ্রামে দলীয় কর্মসূচি চলাকালীন স্থানীয় গ্রামবাসীরা মন্ত্রীর কাছে এই অভিযোগ তুলে ধরেন। অভিযোগ পেয়ে আটার নমুনা চেখে দেখার পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। বিজেপি এক্ষেত্রেও কাটমানির অভিযোগ সামনে এনেছে। রেশনের মাধ্যমে সরবরাহ করা আটার মান অত্যন্ত খারাপ। আটার মধ্যে বালি, কাঁকড় যেমন থাকে তেমনই আটার স্বাদ তেতো হয়ে যাওয়ায় তা খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে রেশন থেকে পাওয়া আটা বাড়িতে ব্যবহার না করে এলাকার মানুষকে ফেলে দিতে হয়। মাঝেমধ্যেই রেশনের মাধ্যমে এমন নিম্নমানের আটা সরবরাহের অভিযোগে বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের লায়েকপাড়া এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। এরপর ওই এলাকায় তৃণমূলের অঞ্চলে একদিন কর্মসূচিতে যান রানিবাঁধের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডি। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে ঘটনার কথা জানান এলাকার রেশন গ্রাহকরা। এমনকী রেশনে সরবরাহ করা আটার প্যাকেটের নমুনাও দেখান এলাকাবাসী। মন্ত্রী নিজে সেই প্যাকেট থেকে আটা নিয়ে পরীক্ষা করেন। পরে ওই প্যাকেটটি নমুনা হিসাবে রেখে দেন। এলাকাবাসীর এই অভিযোগের সত্যতা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় রেশন ডিলার। তাঁর দাবি বিষয়টি জেলা খাদ্য দফতরে জানানো হয়েছে। এলাকার মানুষের ক্ষোভের কথা জানতে পেরে মন্ত্রীর আশ্বাস দ্রুত এই ব্যাপারে পদক্ষেপ যদিও এই বিষয়টিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে তর্কাতর্কি। বিজেপির কটাক্ষ মন্ত্রী জানেন কাটমানি কোথায় খাওয়া হয়। কেনই বা রেশনে এমন নিম্ন মানের আটা সরবরাহ করা হয়। তাই এব্যাপারে মন্ত্রী ভাল বলতে পারবেন।

বালি পাচারের ভুয়ো নথি উদ্ধার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ মার্চ ঃ কিছুদিন আগেই বিশ্ববাংলা লোগো লাগানো বালি পাচারের ভুয়ো চালানের কথা সামনে আসে মিডিয়ায়। ভুয়ো প্যাড ও চালানের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার বালি পাচার করছিল বালি মাফিয়ারা। এই খবর সামনে আসতেই অস্বস্তিতে পরে জেলা প্রশাসন। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এবার বালিপাচারে বিশ্ববাংলা প্যাড কান্ডে আরও কিছু সূত্র এলো পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের হাতে। ডি এস পি (হেড কোয়ার্টার) অতনু ঘোষাল বুধবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান পুলিশের হাতে আরো কিছু নথিপত্র এসেছে। এগুলোর মধ্যে আছে বেশ কিছু বিশ্ববাংলা ভুয়ো প্যাড। এছাড়াও উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু কাগজপত্র। জানা গেছে ধৃতের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার চৈতা থেকে এগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। অতনু ঘোষাল জানান, এই চক্র কতদিন ধরে কাজ করছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এছাড়াও অন্য কোনো চক্র এই ধরণের প্যাডের নেটওয়ার্ক চালায় কী না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বিশ্ব বাংলার লোগো সম্বলিত ভুয়ো প্যাড ছাপিয়ে বালি পাচারের অভিযোগে ধৃত মূল চক্রীকে সোমবার বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্তের নাম নাজমূল ইসলাম ওরফে নাজমূল মন্ডল ওরফে নাজিম ভাই। তার বয়স মাত্র ২৮ বছর। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার চৈতা গ্রামে। আদালতের নির্দেশে সে এখন পুলিশ হেফাজতে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগে শক্তিগড় থানা একটি ওভারলোড বালির লরি আটক করে। চালক সে সময় বিশ্ববাংলা লোগো ছাপানো কুপন দেখায়। তাতে লেখা ছিল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পরিবহন ডিপার্টমেন্ট সুরক্ষা কমিটি' জানা যায়, গোটাটাই ভুয়ো। সতর্ক করা হয় আশেপাশের জেলাকে। সতর্ক করা হয় সব থানাকে। এরপর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বালি পাচার চক্রের কিং পিনদের সন্ধান চলতে থাকে। এই ডুপ্লিকেট বিশ্ববাংলা লোগো বসানো প্যাড বানানোর মূল পান্ডা কে মুম্বাই থেকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ। পুলিশ জানাচ্ছে, এই ডুপ্লিকেট প্যাড ধৃত ব্যক্তি ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি করতো। এই কারবারের মূল পান্ডা গ্রেফতার হওয়ার পরেই রাজ্য জুড়ে নজরদারি আরো বাড়ানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

পোলবায় শুরু হল দুয়ারে চিকিৎসক, খুশি এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ মার্চ ঃ দুয়ারে সরকারের পর এবার পোলবায় শুরু হল দুয়ারে চিকিৎসক। বুধবার থেকে পোলবায় শুরু হল শিবির। মূলতঃ হার্ট, ব্রেন সহ যে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা সহজে গ্রামীণ ও জেলা হাসপাতাল গুলিতে মেলে না সেই সমস্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে শিবিরে। বুধবার গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। আসেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত। দুজনেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। প্রান্তিক মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প চলছে। এবার রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে শুরু হল 'দুয়ারে পিজি হাসপাতালের ডাক্তার'। পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব থাকায় অনেক সময় গ্রামীণ হাসপাতালগুলি থেকে রেফার করার অভিযোগ ওঠে। কখনও আবার চিকিৎসকের অভাবে সঠিক পরিষেবা না মেলার অভিযোগ ওঠে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাংলার উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলির অন্যতম এসএসকেএম হাসপাতাল। সেখানকার পরিষেবাই এবার প্রান্তিক এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করল স্বাস্থ্য দফতর। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে প্রতিষ্ঠা দিবসে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, গ্রামের মানুষ পিজি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন না। আমি চাই এই হাসপাতালের ডাক্তাররা গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিক। পিজি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত করা হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকেও। বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, মানুষের জন্যই সরকার, সেটা দুয়ারে সরকার হোক বা দুয়ারে ডাক্তার। মানুষকে পরিষেবা দেওয়াটাই সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'দুয়ারে পিজি হাসপাতালের ডাক্তার' কর্মসূচি প্রথম শুরু হয় কেশিয়াড়িতে। ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি এই কর্মসূচি হয়। তার জন্য কেশিয়াড়ি রবীঃদ্র ভবন ও খাজরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়। এই দুটি শিবিরে পরিষেবা দেওয়ার জন্য কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ২৫ জনের একটি দল উপস্থিত হন। এছাড়া জুনিয়র চিকিৎসক সহ টেকনিশিয়ানরাও ছিলেন। দুটি শিবিরকে ছোটোখাটো হাসপাতালের আদলে প্রস্তুত করা হয়। কেশিয়াড়ি ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশাকর্মীরা রোগীদের নাম তালিকাভুক্ত করেন।

ডাকঘরে পোস্টমাস্টারের অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২২ মার্চ ঃ ডাকঘরের মধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক পোস্ট মাস্টারের। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার প্রতাপপুরে। প্রতাপপুর পোস্ট অফিসের মধ্যেই পোস্টমাস্টারের ঝুলন্ত দেহ দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম প্রদ্যুৎ তেওয়ারি ওরফে তপু (৫০) বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তার তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানা পুলিশ। তবে সুইসাইড নোট ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে তিনি এক প্রমোটারের কাছে লক্ষাধিক টাকা পাবেন বলে সুইসাইড নোটে লিখেছেন। মৃত্যুর পর নিজের সন্তানকে চাকরি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ওই সুইসাইড নোটে। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকার প্রচুর মানুষের হাজার হাজার টাকা পোস্ট অফিসে জমা দেওয়ার নাম করে তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। সেই টাকার প্রকল্প মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় ফেরত না পাওয়ার কারণে ক্রমশঃ চাপ বাড়ছিল তার উপর। সেই কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। এদিকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বহরমপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ ২ যুবক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ শিলিগুড়ির ঠাকুরনগর এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে এসে গ্রেপ্তার হল দুই যুবক। ঘটনায় উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। উদ্ধার হওয়া এই ব্রাউন সুগারের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। ধৃত দুজন হল বিশাল মুখিয়া ও মিকি পাসওয়ান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুজনের বাড়ি সালুগাড়া এলাকায়। বুধবার দুপুরে তারা একটি চারচাকা গাড়ি করে ঠাকুরনগরে এসেছিল ওই ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে। কিন্তু শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের কাছে আগাম খবর থাকায় ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে তাতে তল্লাশি চালালে দুটি প্যাকেট থেকে উদ্ধার হয় এই ব্রাউন সুগার। জানা গেছে একটি প্যাকেটে ৩০৮ গ্রাম ও অপর একটি প্যাকেটে ২৮২ গ্রাম ব্রাউন সুগার ছিল। ধৃতদের এই চক্রে বড় কোন মাথা রয়েছে কিনা তা তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

চিতাবাঘের আক্রমণে আহত ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা বামনডাঙ্গা চা বাগানের ১৮ নম্বর সেক্সনের মডেল গ্রামে চিতাবাঘের হামলায় একজন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। আহত ব্যক্তির নাম ফাগু মুন্ডা (৩৬)। জানা গেছে, ফাগু মুন্ডা এদিন সকালে গরু চরাতে গিয়েছিল। তখনই হঠাৎ একটি চিতাবাঘ তাকে আক্রমণ করে। এতে ফাগু মুন্ডা গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন ফাগু মুন্ডাকে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ফাগু সেখানে চিকিৎসাধীন। প্রসঙ্গত, এর আগেও ডায়না ও গোরুমারা জঙ্গলে ঘেরা বামনডাঙ্গা চা বাগানে চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটেছে যাতে বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

৩০ টন কয়লা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২২ মার্চ ঃ আবার অবৈধ কয়লা উদ্ধার করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। তবে এবার দুস্কৃতীরা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে রাজস্থানের লরিতে কয়লা পাচার করছিল বলে মনে করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত্রে রামপুরহাট - দুমকা রাস্তায় নাকা চেকিং করার সময় ঝনঝনিয়া মোড়ের কাছে একটি ১৮ চাকার লরিকে থামায় পুলিশ। এরপরেই তল্লাশি চালিয়ে লরির মধ্যে কয়লার হদিশ পায়। ওই কয়লার কোন বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি লরি চালক। এরপরেই পুলিশ কয়লা বোঝাই রাজস্থানের লরিটিকে আটক করে। গ্রেফতার করা হয় লরি চালক মহেন্দ্র গুর্জারকে। তার বাড়ি রাজস্থানের ভিলবারা জেলার কাছোলা থানার আমলি গ্রামে। লরি থেকে ৩০ টন কয়লা উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘরে ফিরলেন বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার রিচা ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ ছ'মাস পর আজ, বুধবার শিলিগুড়ি শহরের কৃতী ক্রিকেট কন্যা রিচা ঘোষ ঘরে ফিরছেন। অনূর্ধ্ব-১৯ টি-

২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের রানার্স আপ ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য রিচা ঘোষ দেশে ফিরেই মহিলাদের প্রথম আইপিএলে বেঙ্গালুরু আরসি'র হয়ে গা ঘামান। ব্যস্ত ক্রিকেট সফরের জন্য ছ'মাস বাড়িতে আসা হয়নি রিচার। বিশ্বজয়ের পর বুধবারই প্রথম শহরে আসছেন। বাড়িতে শেষ এসেছিলেন গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। অবশেষে বুধবার শিলিগুড়িতে ফিরলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রিচা। এদিন সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন ভারতীয় দলের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। সেখান থেকে হুট খোলা গাড়িতে চেপে শিলিগুড়ির হাতিমোড়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন রিচা। তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ভাসছে শিলিগুড়িবাসী। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে তাকে সংবর্ধনা জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

'জলই জীবন' তাই জল বাঁচাতে পথনাটিকা

দুরন্ত বার্তা, ২২ মার্চ ঃ জলই জীবন তাই জল বাঁচাতে পথনাটিকার মতো অভিনব পন্থা অবলম্বন করল ঐক্যতান। ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষ্যে এদিন ছাতনার শিউলিগড়িয়া গ্রামে শিল্প সংস্কৃতি সংগঠন ঐক্যতানের উদ্যোগে পথনাটক অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের জল মন্ত্রকের এবারের বিশ্ব জল দিবসের ট্যাগলাইন আছে ক্যাচ দ্য রেইন ... তাই মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য ছাতনায় জল দিবসে শুশুনিয়া ঐক্যতানের পথনাটক ক্যাচ দ্য রেইন পরিবেশিত হল। নাটকটির পরিচালক কৌশিক মন্ডল জানান ১০ জন কলাকুশলীদের নিয়ে এই নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়। পথনাটকটি দেখতে এদিন প্রচুর পথচারী ভিড় জমান।

সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে, করোনা নিয়ে বৈঠকে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ আতঙ্কের কিছু নেই। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। বুধবার করোনা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বৈঠকের পরে এমনই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংক্রমণ ঠেকাতে নতুন করে মাস্ক পরা, দূরত্ববিধি বজায় রাখার মতো সতর্কতামূলক পদক্ষেপের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। দেশে ফের করোনা সংক্রমণ বাড়ার প্রেক্ষিতে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে করেছেন। করোনা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ বাড়ার কারণেই এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সতর্কতা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ, নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য)-সহ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। দেশের করোনা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি এই বৈঠকে সংক্রমণের সম্ভাব্য স্ফীতির মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে সামগ্রিক ভাবে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা বলেন মোদী।

কার্শিয়াংয়ে ভষ্মীভূত টিরিসর্ট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি

দুরন্ত বার্তা, কার্শিয়াং, ২২ মার্চ ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত গেল ঐতিহ্যবাহী ধুমিত চা-বাগানের রির্সট। বুধবার দুপুরে হঠাৎই এই টি-রিসর্টে থেকে আগুন বেরতে দেখেন কর্মীরা। তাঁরাই খবর দেন দমকলে। প্রাথমিকভাবে দমকলের দু'টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্শিয়াং শহর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী ধুমতি চা-বাগান। চা-বাগানের ওই রিসর্টটি পর্যটকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। রিসর্টটি সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রিসর্টের ৩টি ঘরকে আগুনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন দমকলকর্মীরা। শর্ট-সার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে অনুমান প্রাথমিক তদন্তে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান কার্শিয়াংয়ের মহকুমাশাসক।

সামান্য উত্থান শেয়ার বাজারে, খুশির হাওয়া দালাল স্ট্রিটে

মুম্বই, ২২ মার্চ ঃ বুধবার সামান্য উঠল শেয়ার বাজার। এদিন সামান্য উত্থানে খুশির হাওয়া দালাল স্ট্রিটে। সপ্তাহের তৃতীয় দিনে সামান্য উত্থান মুখ দেখল শেয়ার বাজার। এদিন বাজারে সামান্য উত্থানে সেনসেক্স পৌঁছল ৫৮ হাজারের কাছাকাছি। নিফটি দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজারের উপরে। বুধবার সেনসেক্সের উত্থান হয়েছে ১৩৯.৯১ পয়েন্ট বা ০.২৪ শতাংশ। বাজার শেষে এই সূচক দাঁড়িয়েছে ৫৮ হাজার ২১৪.৫৯ পয়েন্টে। এদিন নিফটির অগ্রগতি হয়েছে ৪৪.৪০ পয়েন্ট বা ০.২৬ শতাংশ। দিনের শেষে নিফটি হয়েছে ১৭ হাজার ১৫১.৯০ পয়েন্ট। এদিন নিফটির ৫০টি কোম্পানির মধ্যে ৩২ টিতে অগ্রগতি হয়েছে। পিছিয়েছে ১৮ টি কোম্পানি। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা এনএসই অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২০৬০ টি কোম্পানির মধ্যে ১২৫৭ টি বৃদ্ধির মুখ দেখেছে। কমেছে ৭৫৩ টি কোম্পানির শেয়ার দর। গত সপ্তাহের মঙ্গলবারও আদানি ধস অব্যাহত। আদানি গ্রুপের প্রায় সবকটি কোম্পানি এদিন পতনের মুখ দেখেছে। ফোর্বস ধনীদের তালিকায় গে।তম আদানির অবস্থান এখন ৩৮ নম্বরে। পাঁচ সপ্তাহ আগে ছিল ৩ নম্বরে আদানি গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি আদানি এম্টারপ্রাইজ পড়েছে বিপুল ৯.২৮ শতাংশ। তবে আদানি পোর্টের শেয়ার মূল্য সামান্য ০.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আদানি পাওয়ারের পতন ৪.৯৮ শতাংশ। আদানি উইলমার ৪.৯৯ শতাংশ পড়েছে, মিডিয়া কোম্পানি এনডিটিভির পতন ৪.৯৮ শতাংশ। ৪.৯৯ শতাংশ পড়েছে আদানি গ্রিন ও আদানি টোটাল গ্যাস। ৫ শতাংশ পতন আদানি ট্র্যান্সমিশনে। এসিসি সিমেন্ট পড়েছে ২.০৩ শতাংশ, অম্বুজা সিমেন্ট পড়েছে ৪.৪৫ শতাংশ। আদানিদের শেয়ার সম্পদ পতন বিশ্বের কর্পোরেট ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

ভারতীয় দলে বড় ধাক্কা

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নেই শ্রেয়স! বিশ্বকাপেও অনিশ্চিত

মুম্বই, ২২ মার্চঃ চোট পেলেই অস্ত্রোপচার। আর তার জন্য দীর্ঘদিন দলের বাইরে। ভারতীয় দলে এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। সেই তালিকায় যোগ হলেন আরও এক ক্রিকেটার। চলতি বছরটা ভারতীয় দলের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। জোড়া আইসিসি ট্রফি জয়ের হাতছানি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পর ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ। অথচ চোট আঘাত ও অস্ত্রোপচারের আইপিএল ও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে খেলা হচ্ছে না শ্রেয়সের। এমনকী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপেও শ্রেয়সের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা। ভারতীয় দলের মিডল অর্ডার ব্যাটার এবং আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ার। পিঠের চোটের কারণে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে শ্রেয়সের। মুম্বইয়ের এক চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর আপাতত পাঁচ মাসের বিরতি। আইপিএল, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের মতো হাই প্রোফাইল টুর্নামেন্ট মিস করবেন। ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও সাত মাস বাকি। ততদিনে সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে পারবেন কি

কারণে জাতীয় দলের বাইরে কয়েকজন ক্রিকেটার। অস্ত্রোপচার হয়েছে জসপ্রীত বুমরার। অ্যাক্সিডেন্টের কারণে দলের বাইরে ঋষভ পন্থ। আগামী জুন মাসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলতে পারবেন না বুমরা ও পন্থ। এ বার চিন্তা শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে। জানা যাচ্ছে শীঘ্রই পিঠের চোটের অস্ত্রোপচার হবে শ্রেয়সের। সুস্থ হওয়ার জন্য পাঁচমাস দলের বাইরে থাকবেন তিনি। তাই পারেননি। পুরনো চোটের ব্যথা বাড়ায় আমেদাবাদের বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ টেস্টের মাঝপথেই হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তাঁকে। তখন থেকে বাইশ গজের বাইরে শ্রেয়স। তাঁর অস্ত্রোপচার হতে পারে বলে সম্ভাবনা কথা শোনা যাচ্ছিল। সেটাই নাকি সত্যি হতে চলেছে। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিমের কড়া তত্ত্বাবধানে লন্ডন বা দেশেরই কোনও শহরে অস্ত্রোপচার হবে না তারও নিশ্চয়তা নেই। জসপ্রীত বুমরার পর আইয়ারের চোট ভারতীয় দলের জন্য আরও এক ধাক্কা। বুমরা গতবছরের টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে পারেননি। কবে ফিরবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। শুধু ভারতীয় দলই নয়, আইয়ারের অনুপস্থিতিতে বিপাকে পড়বে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআর। ১২.২৫ কোটি টাকা দিয়ে কেনা ক্রিকেটার একটিও ম্যাচ খেলতে পারবেন না।

মায়ানমারের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয় ভারতের

ভারত - ১ (অনিরুদ্ধ থাপা) ● মায়ানমার - ০

ইম্ফল, ২২ মার্চঃ ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মায়ানমারকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিল ভারত। ইম্ফলের খুমান লাম্পাক স্টেডিয়ামে ভারতকে কার্যত সমানে সমানে টক্কর দিল মায়ানমার। তবে শেষ পর্যন্ত অনিরুদ্ধ থাপার গোলে জয় পায় ইগর স্টিমাচের দল। এশিয়ান কাপের আগে যত বেশি সম্ভব ফুটবলারকে সম্ভব দেখে নিতে চাইছেন ভারতের কোচ ইগর স্টিমাচ। সেই লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্বের কাজ বুধবার ইম্ফলে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। প্রথম একাদশে সুযোগ দিয়েছিলেন একঝাক তরুণ ফুটবলারকে। কিন্তু সেই তরুণরা সেভাবে নজর কাড়তে পারলেন না। প্রথমার্ধের শুরুর দিকে মায়ানমারই ভারতের উপর চাপ বাড়িয়ে রেখেছিল। শুরুর দিকে কয়েকটি সুযোগও পায় প্রতিবেশী দেশ। তবে খেলার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাচে ফেরা শুরু করে ভারতীয় দল। সুনীল ছেত্রীকে সামনে রেখে তরুণ ফুটবলাররা আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াতে থাকেন। যদিও ম্যাচের প্রথম গোলের জন্য ভারতকে অপেক্ষা করতে হয় প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। প্রথমার্ধের একেবারে শেষে অনিরুদ্ধ থাপার গোলে এগিয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও আর গোল আসেনি। ফাইনাল থার্ডে গিয়ে ভারতের আক্রমণভাগ কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলছিল। সেটাই ভাবাবে ভারতীয় দলকে। ভারত জিতলেও সুনীল ছেত্রীদের এদিনের পারফরম্যান্স খুব একটা খুশি হতে পারবেন না সমর্থকরা। মায়ানমারের বিরুদ্ধেও সুনীলদের বিশেষ ঝকঝকে দেখায়নি। বিশেষ করে ম্যাচের প্রথমার্ধে মায়ানমার যেভাবে ভারতকে চেপে ধরেছিল, সেটা বেশ চিন্তায় রাখবে ভারতীয় দলকে। ভারতীয় দলের বিদেশি কোচ ইগর স্টিমাচের আমলে টানা চার ম্যাচ জয় পেলেন সুনীলরা। আরও একটি ঘটনা, এই প্রথম কোনও ম্যাচে গোল হজম করেননি অমরিন্দর সিং। এই টুর্নামেন্টের আগে জাতীয় শিবির হয়েছিল কলকাতায়। এদিন সবদিক থেকেই ভারতীয় ফুটবলাররা ভাল খেলেছেন। এটি আন্তর্জাতিক আসর, তাই এখানে খেতাব পেলে দলের ক্রম তালিকার উন্নতি হবে। **ভারতীয় দল**- অমরিন্দর সিং (গোলরক্ষক), রাহুল ভেকে, চিঙ্গলেনসানা সিং, আকাশ মিশ্র, অনিরুদ্ধ থাপা, সুনীল ছেত্রী (অধিনায়ক), মেহতাব সিং, মহম্মদ ইয়াসির, এল ছাংতে, জিকসন সিং ও বিপিন সিং।

সিরিজ হারল ভারত

চেন্নাই, ২২ মার্চঃ পেন্ডুলামের মতো দুলছিল খেলা। এই ভারতের দিকে, তো কিছু ক্ষণ পরেই অস্ট্রেলিয়ার দিকে। ক্রিজে যত ক্ষণ বিরাট কোহলি ছিলেন, তত ক্ষণ পাল্লা ভারী ছিল ভারতেরই। কিন্তু তিনি আউট হতেই খেলা ধীরে ধীরে ভারতের হাত থেকে বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতলেন স্টিভ স্মিথরা। অনেক চেষ্টা করেও দলকে জেতাতে পারলেন না হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁর সব লড়াই বিফলে গেল। টানা পাঁচটি সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে জয়ের পরে অবশেষে হারের মুখ দেখলেন রোহিত শর্মারা। ২-১ ব্যবধানে এক দিনের সিরিজ দিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। চেন্নাইয়ে নামার আগে ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড় জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তাঁরা। তাই প্রতি ম্যাচেই দলে বদল হচ্ছে। কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন উঠছে দল নির্বাচন নিয়ে। পর পর ম্যাচে ব্যর্থ সূর্যকুমার যাদবকে তা হলে কেন খেলিয়ে গেলেন তিনি। প্রতি ম্যাচে এক জন কম ব্যাটার নিয়ে খেলল ভারত। তার খেসারত দিতে হল দলকে। চেন্নাইয়ে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শুরুটাও খুব ভাল করেছিলেন দুই ওপেনার মিচেল মার্শ ও ট্রাভিস হেড। দ্রুত রান করছিলেন তাঁরা। বেশি আক্রমণাত্মক দেখাচ্ছিল মার্শকে। বিশাখাপত্তনমে তিনি যেখানে শেষ করেছিলেন চেন্নাইয়ে সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন। ভারতকে খেলায় ফেরালেন হার্দিক। বল করতে এসে প্রথম ওভারেই তাঁর বলে হেডের ক্যাচ ফেলেন শুভমন গিল। কিন্তু সেই ওভারেই ৩৩ রানের মাথায় হেডকে আউট করেন হার্দিক। পরের ওভারে তিনি ফেরান অসি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথকে। নিজের তৃতীয় ওভারে ভয়ঙ্কর দেখানো মার্শকে আউট করে অস্ট্রেলিয়াকে বড় ধাক্কা দেন হার্দিক। মার্শ ৪৭ রান করে আউট হন। ৩ উইকেট পড়ার পরে জুটি বাঁধার চেষ্টা করেন ডেভিড ওয়ার্নার ও মার্নাশ লাবুশেন। ওয়ার্নার ২৩ ও লাবুশেন ২৮ রান করেন। অ্যালেক্স ক্যারেও ৩৮ রান করে আউট হন। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়ছিল। হার্দিকের পরে বল হাতে চমক দেন কুলদীপ যাদব। অস্ট্রেলিয়ার মিডল অর্ডারকে ফেরান তিনি। শেষ দিকে শন অ্যাবট ২৬ রান করেন। ৪৯ ওভারে ২৬৯ রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে হার্দিক ও কুলদীপ ৩টি করে উইকেট নেন। মহম্মদ সিরাজ ও অক্ষর পটেল নেন ২টি করে উইকেট। রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা খুব ভাল করেছিলেন রোহিত ও শুভমন। যে মিচেল স্টার্ক আগের দুই ম্যাচে নতুন বলে ভারতকে সমস্যায় ফেলেছিল সেই স্টার্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসী শট খেলছিলেন তাঁরা। দেখে মনে হচ্ছিল দিনটা ভারতের। কিন্তু খেলার গতির বিপরীতে আউট হয়ে যান রোহিত। ১৭ বলে ৩০ রান করে অ্যাবটের বলে বড় শট মারতে গিয়ে আউট হন তিনি। তার কিছু পরেই ৩৭ রান করে আউট হন শুভমন। দুই উইকেট পড়ার পরে জুটি বাঁধেন বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল। বিরাট সাবলীল খেলছিলেন। রাহুল শুরুতে একটি ধীরে খেললেও পরের দিকে হাত

খোলা শুরু করেন। ৬৯ রানের জুটি হয় তাঁদের মধ্যে। ৩২ রানের মাথায় বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হন রাহুল। তার পরেই খেই হারায় ভারত। দ্রুত রান করার জন্য অক্ষরকে আগে নামালেও বিরাটের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে ২ রানেই সাজঘরে ফেরেন তিনি। রোহিতদের সব থেকে বড় ধাক্কা দেন অ্যাগার। পর পর দু'বলে বিরাট ও সূর্যকুমারকে আউট করেন তিনি। ৫২ রান করে আউট হন বিরাট। এই সিরিজের তিনটি ম্যাচেই প্রথম বলে শূন্য রানে আউট হলেন সূর্য। ১৮৫ রানে ৬ উইকেট পড়ে যায় ভারতের। তখনই ক্রিজে ছিলেন হার্দিক ও জাডেজা। হার্দিককে ভাল দেখাচ্ছিল। চাপে পড়লেও সাবলীল ব্যাটিং করছিলেন তিনি। এই জুটির উপরেই ভারতের জয় নির্ভর করছিল। কিন্তু ৪০ রানের মাথায় জাম্পার বলে আউট হন হার্দিক। জাডেজাকেও সাজঘরে পাঠান অসি স্পিনার। ৪ উইকেট নেন জাম্পা। সেখান থেকে আর ফেরার সম্ভাবনা ছিল না ভারতের। শেষ পর্যন্ত রানে শেষ হয়ে যায় রোহিতদের ইনিংস। রানে ম্যাচ হারে ভারত।

'ক্যান্সার ভয় পাইয়ে দিয়েছিল', কিংবদন্তি টেনিস তারকা তুলে ধরলেন ভয়াবহ স্মৃতি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

জোড়া ক্যান্সার ভয় পাইয়ে দিয়েছিল তাঁকে। ভেবেছিলেন, ক্রিসমাস আর দেখতেই পাবেন না হয়তো। সেখান থেকে মুক্তি পেয়েছেন। চিকিৎসকরা সম্প্রতি বলছেন, ক্যান্সার-ফ্রি হয়ে গিয়েছেন কিংবদন্তি টেনিস প্লেয়ার মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। ৬৬ বছরের প্রাক্তন টেনিস প্লেয়ার ক্যান্সারের খবর শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এক সময় টেনিস কোর্টে যিনি একের পর এক রেকর্ড গড়েছিলেন, অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের গল্প শোনাতেন, সেই তিনিই নিজের জীবন নিয়ে আশঙ্কায় পড়ে গিয়েছিলেন। কী ভাবে মুক্তি পেলেন তিনি? কতটা ভয় পেয়েছিলেন, সেই গল্পই তুলে ধরেছেন নাভ্রাতিলোভা। একটি টিভি ইন্টারভিউতে নাভ্রাতিলোভা বলেছেন, ''ক্যান্সার ধরা পড়ার পর আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এতটাই ভয় পেয়েছিলাম যে, মনে হয়েছিল ক্রিসমাসটা দেখতেই পাব না। তখন মাথায় এসেছিল একটাই জিনিস, যা যা আমি করতে পারিনি, করে যেতে চাই।

আমার কথাটা শুনে অদ্ভুত লাগতে পারে। কিন্তু তখন সত্যিই মনে হয়েছিল, যে গাড়ি আমি চালাতে চাই, যদি এক বছর বাঁচি, তা হলে সেটাই চালাব। কিন্তু এখন বলতে পারি, আমি ক্যান্সার ফ্রি।'' ২০১০ সালে ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়েছিল নাভ্রাতিলোভার। সুস্থও হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গত বছর আবার ক্যান্সার ধরে পড়ে তাঁর। আর তার জন্য তিন সপ্তাহ প্রতিদিন রেডিয়েশন নিতে হয়েছে নাভ্রাতিলোভাকে। যা নিয়ে তিনি বলছেন, ''ওটা আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। তার কারণ, প্রথম সপ্তাহে কেমো আর রেডিয়েশন দুটোই চলেছিল। এই পরিস্থিতিতে থেকে কী ভাবে বেরোব, কত দিনে সুস্থ হব, সেটাই শুধু ভাবতাম। ধীরে ধীরে উন্নতি হতে শুরু করল। তখন একটু একটু করে নিজেকে ফিরে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, কঠিন সময় কেটে গিয়েছে।' গত শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে নাভ্রাতিলোভা ছিলেন মেয়েদের টেনিসের বিরাট তারকা। বাঁ হাতি টেনিস প্লেয়ারের ছিল সারা বিশ্ব জুড়ে তারকা। বিশ্ব টেনিসে এমন কোনও কোর্ট নেই, যেখানে সাফল্য পাননি। সাময়িক অবসর নিয়ে আবার ফিরেছিলেন টেনিসে।

উদ্বোধনী ম্যাচের সব টিকিট বিক্রি, ধোনির শেষের শুরুর সাক্ষী থাকবেন লক্ষাধিক দর্শক

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতের কোটিপতি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নিয়ে উন্মাদনা চলছে সেই প্রথম সিজন থেকে। এ বার ১৬তম সংস্করণ। তবুও আইপিএল নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ কমেনি একফোঁটা। বিশ্বের তাবড় তাবড় ক্রিকেটারদের একসঙ্গে খেলতে দেখার সুযোগ কে ছাড়তে চায়? এ বারের আইপিএলও যে সব রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে তার ঝলক পাওয়া যাচ্ছে উদ্বোধনী ম্যাচ থেকে। ৩১ মার্চ ২০২৩ আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। ইতিমধ্যেই ম্যাচের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টিকিট বিক্রি শুরু হতেই হামলে পড়েন দর্শকরা। ওপেনিং ম্যাচের সাক্ষী থাকতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে লক্ষাধিক দর্শক সেদিন ভিড় জমাবেন। জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছেন বেশ কয়েকবছর হল। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে এখন ব্যাট হাতে সারাবছর দেখা পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাই আইপিএলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন মাহি-অনুরাগীরা। ব্যাটে সেই

আগের ধার না থাকলেও মাহিকে বাইশ গজে দেখাটাই যেন তাঁদের চোখের শান্তি। তবে এরপর হয়তো সেটাও দেখা যাবে না। ক্রিকেট বিশ্ব এখন ৪১ বছরের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের আইপিএল অবসরের অপেক্ষা করছে। অনেকের ধারণা ১৬তম ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ ধোনির কেরিয়ারের শেষ আইপিএল। এটা ভেবেই আবেগতাড়িত অনুরাগীরা। আইপিএলে ধোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চলছে। ৩১ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএল। প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। এ বারের আইপিএলে মাহির শেষের শুরু ধরে নিয়ে স্টেডিয়ামে ভিড় জমাতে তৈরি ক্রিকেটপ্রেমীরা। একটা সুযোগও মিস করতে চান না তাঁরা। মহেন্দ্র সিং ধোনি-হার্দিক পান্ডিয়ার লড়াই দেখতে লক্ষাধিক দর্শক সেদিন উপস্থিত থাকবেন স্টেডিয়ামে। ধোনির এটাই শেষ আইপিএল? মানতে চাইছেন না তাঁর দলেরই ক্রিকেটার দীপক চাহার। বলেছেন, ''কেউ বলেনি ওর এটা শেষ আইপিএল। ধোনি এখনও খেলে যেতে চাই। যতদিন চায় ততদিন খেলুক। ওর নেতৃত্বে খেলতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। আশা করি আরও কয়েকটা বছর খেলা চালিয়া যাবে। আমরাও ওকে আইপিএলে ব্যাট হাতে মাঠে নামতে দেখব।''

মেসিদের দলটাই কি আর্জেন্টিনার 'ইতিহাসে সেরা', কী বললেন স্কালোনি

বুয়েনস আইরেস, ২২ মার্চঃ গত ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ জয়ের পর আর্জেন্টাইন ফুটবলার রদ্রিগো দি পল নিজেদের দলটিকেই আর্জেন্টিনার ইতিহাসের 'সেরা জাতীয় দল' বলেছিলেন। বিশ্বকাপ জয়ের আবেগ তখন টগবগ করে ফুটছে, সেই আবেগ থেকেই হয়তো লিওনেল মেসির দলকে ডিয়েগো মারাদোনার '৮৬ বিশ্বকাপের শিরোপাজয়ী দল কিংবা দানিয়েল প্যাসারেলা, মারিও কেম্পেসদের '৭৮ বিশ্বকাপজয়ী দলের চেয়ে এগিয়ে রেখেছিলেন দি পল। তবে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জয়ের প্রাথমিক আবেগ-উচ্ছ্বাস যখন অনেকটাই স্তিমিত, তখন এ নিয়ে নিজের মতামত দিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। ১৮ ডিসেম্বর ফ্রান্সের বিপক্ষে বিশ্বকাপের সেই শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনাল জেতার পর এই প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরছে আর্জেন্টিনা, ফিরছেন মেসি-দি মারিয়া-আলভারেজ-এনজো ফার্নান্দেজরা। প্রতিপক্ষ খুব শক্তিশালী কেউ নয়, উত্তর আমেরিকার দেশ পানামা। যে দেশ ফুটবলীয় নৈপুণ্যের চেয়েও স্বৈরশাসক জেনারেল ম্যানুয়েল নরিয়েগার কারণে বিখ্যাত। এমন একটি দেশের বিপক্ষে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার ফিফা প্রীতি ম্যাচ মানে আর কিছুই নয়, দেশের মাটিতে জাতীয় দলের হয়ে মেসি-দি

মারিয়াদের আনন্দময় পুনর্মিলনী। আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়েরাও যে ব্যাপারটি সেভাবেই দেখছেন, তা বোঝা যাচ্ছে দলের অনুশীলন সেশনগুলোতেই। অনেকটা পুনর্মিলনীর আমেজেই অনুশীলন করছেন তাঁরা। পিএসজি শিবিরে তিন মাস ধরে কঠিন সময় কাটানো মেসিকে মনে হচ্ছে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন আর্জেন্টিনা দলে ফিরতে পেরে। এ ম্যাচের আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনির দিকে ছুটে গিয়েছিল প্রশ্ন-আর্জেন্টিনার ইতিহাসের সেরা জাতীয় দল কি মেসিদের দলটিই? মেসিরা কি এগিয়ে আছেন মারাদোনা, প্যাসারেলার অন্য দুটি বিশ্বকাপজয়ী দল থেকেও? স্কালোনি কিছুটা বিরক্ত এমন প্রশ্নে। তাঁর অধীনই আরাধ্য বিশ্বকাপ শিরোপার নাগাল পেয়েছে আর্জেন্টিনা। উৎসব ও আনন্দের এ সময়ে এমন প্রশ্নই বরং অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। কী এসে যায় সেরা হিসেবে স্বীকৃতি পেলে অথবা না পেলে! কাজের কাজটা তো ঠিকই করেছেন তাঁরা। আর্জেন্টিনাকে উপহার দিয়েছেন একটি বিশ্বকাপ শিরোপা। সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি সে কথাই বলেছেন, ''আমার চোখে এ বিতর্কই অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয়। সবাই আর্জেন্টিনার জার্সি পরে খেলেছে। তিনটি দল বিশ্বকাপ জিতেছে। কে সেরা, কে সেরা নয়-এতে কার কী আসে যায়! আমি তো মনে করি, আমাদের বিশ্বকাপ জয়ের এই আনন্দময় সময়ে এ তুলনাই অপ্রয়োজনীয়। কে বড়, কে ছোট-এসব বিতর্ক করে লাভ নেই। আমাকে যদি বেছে নিতে বলেন, কে সেরা, আমি তিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলকেই বাছব। কেউ কারও চেয়ে কম নয়।'' স্কালোনি মনে করেন, এসব অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে অযথাই সময় ও শক্তির অপব্যয় হয়, ''আমরা সব সময়ই এসব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক তৈরি করতে পছন্দ করি। কোনো দরকার নেই। এসব বিতর্ক মানেই শক্তি ও সময়ের অপচয়।'' পানামার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আর্জেন্টিনার মাটিতেই-শুক্রবার ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে পাঁচটায় বুয়েনস আইরেসের বিখ্যাত মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে।

শান্তির খোঁজে? ছেলেকে নিয়ে সৌদিতে আরসিবির মেন্টর সানিয়া মির্জা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কেরিয়ারের শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ খেলেছেন। এরপর হায়দরাবাদে ফেয়ারওয়েল ম্যাচ খেলে অবসরের গ্রহে ঢুকে পড়েছেন সানিয়া। অবসর নিতেই টেনিস থেকে ক্রিকেটের জগতে ঢুকে পড়েছিলেন টুক করে। মেয়েদের প্রিমিয়র লিগে সানিয়াকে মেন্টর ঘোষণা করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। নতুন ভূমিকায় কাজের সানিয়ার অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো নয় সানিয়ার। আরসিবি প্রথম সংস্করণে চূড়ান্ত ব্যর্থ। ব্যাঙ্গালোরের মেয়েরা প্লে অফ থেকে ছিটকে যেতেই দেশ ছাড়লেন সানিয়া। ছেলে ও পরিবারকে নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন সৌদি আরবে। ইনস্টাগ্রামে সানিয়ার পোস্ট করা ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অবসরের পর আল্লার দরবারে গিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্যস্ত সানিয়া কি তবে শান্তির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন? গতবছরের শেষদিক থেকে সানিয়া মির্জা ও শোয়েব মালিকের সম্পর্কের অবনতির কথা প্রকাশ্যে আসে। ক্রীড়া জগতের এই জনপ্রিয় কাপলের বিবাহ বিচ্ছেদের খবরে উত্তাল হয়েছিল নেটপাড়া। সানিয়া-

শোয়েব ঘনিষ্ঠরা শিকার করে নিয়েছিলেন সম্পর্কে অবনতির কথা। তাঁদের আইনত বিচ্ছেদ নাকি শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপাতত বিচ্ছেদের খবরে শিলমোহর না পড়লেও ছেলেকে নিয়ে শোয়েবের থেকে বহুদিন আলাদা থাকেন সানিয়া। টেনিস কুইনের জন্মদিন, অবসর কোনও জায়গাতেই শোয়েবের দেখা পাওয়া যায়নি। পাক ক্রিকেটারের অনুপস্থিতি বিচ্ছেদের জল্পনায় ঘি ঢেলেছে। এমনকী সানিয়ার অবসর নিয়ে ইনস্টা পোস্ট করলেও স্ত্রী কাছ থেকে জবাব পাননি শোয়েব। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখ না খুললেও ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন পোস্টের মাধ্যমে সানিয়া বুঝিয়ে দেন, ছেলে ইজহান মির্জা-মালিকই তাঁর জীবনের সবকিছু। ছেলে, বাবা-মা ও বোন অনম মির্জার পরিবারকে নিয়ে ওমরাহ পালন করতে বর্তমানে সৌদি আরবে রয়েছেন সানিয়া। ইনস্টাগ্রামে সেখান থেকে একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন। সানিয়ার পরণে বোরখা। আল্লার কাছে বিশেষ প্রার্থনা নিয়ে গিয়েছিলেন সানিয়া। ইনস্টা পোস্টের ক্যাপশনে লিখলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লা আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন।' ছেলে ইজহান ও বোনের মেয়েকে নিয়ে খুনসুটি করতে দেখা গিয়েছে সানিয়াকে। ছবিতে শোয়েব ছাড়া সানিয়ার পরিবারের বাকি সকলেই রয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501